উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 19 November 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 180 COB

সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি

পাঁচের পাতায়

সংস্কৃত শ্লোকে ব্রাজিলে স্বাগত মোদি

সাতের পাতায়

অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে মণিপুরের পরিস্থিতি। বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের খবর আসছে। রবিবার জিরিবামে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালে একজনের মৃত্যু হয়। এরপর উত্তেজিত জনতা বিজেপি ও কংগ্রেসের দুটি পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

দূষণ নিয়ে ধমক সরকারকে

রাজধানীর বায়ুর গুণমান সূচক ৯৭৮ ছুঁয়েছে। যা চরম বিপজ্জনক বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দূষণ নিয়ে সোমবার কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে কড়া ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করতে সরকারের দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, প্রশ্ন শীর্ষ আদালতের।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

নির্মম অত্যাচার ব্যবসায়ীকে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে রাতভর আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হল। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রাখার পাশাপাশি তাঁর শরীরে ব্লেড চালানো হয়। এছাড়া ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। হাত-পা বেঁধে পুকুরের জলেও চুবিয়ে রাখা হয়। একটা সময় তিনি জ্ঞান হারালে মানিব্যাগে থাকা ৬০ হাজার টাকা, এটিএম কার্ড ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তুফানগঞ্জ শহর লাগোয়া হরিরধাম সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। শনিবার রাতভর অত্যাচারের শিকার হওয়া ওই ব্যবসায়ীকে রক্তাক্ত অবস্থায় রবিবার ভোরে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গোটা ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে একজন তুফানগঞ্জ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রাক্তন সভাপতি। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা বলেন, 'এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। যারা এই ঘটনায় জড়িত তারা তৃণমূল করে বলে আমরা জানতে পেরেছি।' সোমবার আক্রান্ত ব্যবসায়ীর পরিবারের পক্ষ থেকে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যে তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে তাদের মধ্যে সমীর দাস তুফানগঞ্জ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি। বাকি দুই অভিযুক্ত বিজয় বর্মন ও রঞ্জন বর্মন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ। চেষ্টা করেও অভিযুক্তদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ–১ ব্লক সভাপতি সিদ্ধান্ত মণ্ডল বলেন, 'এই ঘটনার যারা যুক্ত তারা আমাদের দলের কেউ নয়। পুলিশ তদন্ত করলেই সব স্পষ্ট হবে। যে কোনও ঘটনা ঘটলে বিজেপি আমাদের দলের নাম জড়িয়ে রাজনীতি করতে শুরু করে।' তদন্ত শুরু হয়েছে বলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে।

খায়রুল হক নামে ওই ব্যবসায়ী অসমের বাসিন্দা হলেও বক্সিরহাট থানার লাঙ্গলগ্রামের শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। পরিবার জানিয়েছে, মাংস বিক্রেতা খায়রুল অন্য দিনের মতো শনিবার রাতে ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়ে দত্তপাড়া থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরছিলেন। জনাকয়েক তরুণ হরিরধাম এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর পথ আটকায়। তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। দাবিমতো সেই টাকা দিতে না পারায় ওই ব্যবসায়ীকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। গাছে বেঁধে রাতভর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়। বাঁশ দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া হয়। এরপর মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। সেই টাকা দিতে না পারায় হাত-পা বেঁধে পুকুরের জলে চুবিয়ে রাখা হয়। এরপর ওই ব্যবসায়ী জ্ঞান হারালে মানিব্যাগে থাকা ৬০ হাজার টাকা, এটিএম কার্ড ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ওই ব্যবসায়ীর হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছে।

খায়রুল বলেন, 'দুষ্কৃতীরা আমার কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু অত টাকা আমার কাছে নেই বলায় রাতভর আমার ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ায় আমি প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। সকলের মধ্যে তিনজনকে চিনতে পেরেছি। তাদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে ঘটনার নিষ্পত্তি করতে হবে বলে দাবি জোরালো হয়েছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ব্যবসায়ী। সোমবার।

হরিরধামে উত্তেজনা

- দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে রাতভর আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার
- বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর, শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া হয়
- হাত-পা বেঁধে পুকুরের জলে চুবিয়ে রাখা হয়, ৬০ হাজার টাকা, এটিএম কার্ড ও মোবাইল ফোন ছিনতাই
- তুফানগঞ্জ শহর লাগোয়া হরিরধাম সংলগ্ন এলাকার ঘটনা, ব্যবসায়ী ভর্তি হাসপাতালে

সোনালি আলোয় ভাসছে মদনমোহনের মন্দির। সোমবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কথায় কথায়

কলজের জোরও লাগে বাজারে ঢুকতে

আশিস ঘোষ

বাজারে ঢুকতে এখন শুধু ট্যাঁকের জোরই নয়, কলজের জোরটাও লাগে। চতুর্দিকে শাকসবজি, ফলমূল, মাছমাংসের যা দাম তাতে হার্ট বেশ মজবুত না হলে যে কোনও সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। তেল, নুন, চাল, ডাল যে কোনও জিনিস এক সপ্তাহ আগে যা ছিল এক সপ্তাহে তা সবই বেড়েছে কিলোয় চার-পাঁচ টাকা করে। কোনওটা প্রায় দুই গুণ। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। শীতের সময় সবজির যে পড়তি দরের বাজার থাকত ফি বছরই ম্যাট্রিক বছর, তা এখন অতীত। এই চড়া দাম পোষালে নেবেন, নইলে বাইরে যান।

অর্থনীতির পণ্ডিতেরা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সেইসঙ্গে নানা পরিসংখ্যান। সেসব সংখ্যা ফলাও করে ছাপা হয়। নানারকম তক্কো হয়। সরকার আর বিরোধীদের তর্জা শুরু হয়। দিনান্তে আপনার পাশে কেউ নেই। খরচ যা তা আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। আপনি বাজারের ফর্দ ছোট করতে করতে, শখের খাবারের মায়া ত্যাগ করতে করতে ক্রমশই নুইয়ে পড়ছেন। মাসে বারদুয়েক রেস্তোরাঁয় সপরিবার খাওয়া, মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখা কিংবা এদিক ওদিক ঘুরতে যাওয়ার সাধ তুলে রাখতে হয় অক্ষমতার কুলুঙ্গিতে। আপনি মাসমাইনের কেরানি, একশো টাকার বাজার খরচ কমাতে কমাতে আর থই খুঁজে পান না। আপনি মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন, আরও নিম্নমধ্যবিত্ত হওয়ার দিকে ঢলে পড়ছেন প্রতিদিনই। এর উপরে রয়েছে ওষুধের খরচ। লাফিয়ে বাড়ছে। থই পাচ্ছেন না বয়স্করা।

আপাতত পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রথম মূল্যবৃদ্ধি সরকারের যাবতীয় হিসেবনিকেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখন ৬.২১ শতাংশ, যা আগের মাসে ছিল ৫.৪৯ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংক ভেবে রেখেছিল মূল্যবৃদ্ধি থাকবে ৪ শতাংশের ঘরে। কোথায় কী! খাবারের মুদ্রাস্ফীতির দর যেখানে সেপ্টেম্বরেও ছিল ৯.২৪ শতাংশ, অক্টোবরে তা হয়েছে ১০.৮৭ শতাংশ। এক মাসে সবজির দর ৩৫.৯৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২.১৮ শতাংশ। মাছমাংস ২.৬৬ থেকে হয়েছে ৩.১৭ শতাংশ। এনিয়ে কথা উঠতেই রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে। সুদের হার কমানোর প্রশ্নই ওঠে না।

সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়ে দিয়েছেন, ইদানীংকালে বাজারদর এখন সবথেকে কম। বাজারে সবজির দাম বেড়েছে মানেই যে মুদ্রাস্ফীতি সহ্যসীমার বাইরে, তা নয়। শুধু বাজারদরকেই হিসেবে রাখলে চলবে না। তাঁর দাবি, বিগত ৭৭ বছরে এটা সর্বনিম্ন বাজারদর। কেন্দ্রের যে মস্ত্রক মুদ্রাস্ফীতির হিসেব রাখে সেই বাণিজ্যমন্ত্রকের মন্ত্রী গোয়েল নিজে। স্বভাবতই তাঁর মুখনিঃসৃত কথায় তোলপাড় নেহাত কম হয়নি। কথাটা বেফাঁস হয়েছে বুঝেই তড়িঘড়ি মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যা বলেছেন, তা নেহাতই ব্যক্তিগত। সরকারের নয়।

তা সে মন্ত্রীরা যাই বলুন, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের হাতে টাকা নেই। কমছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা। সবকিছুই তার নাগালের বাইরে। ফলে বাজারে চাহিদা কমছে, তার ধাক্কা লাগছে অর্থনীতিতে। ২০১৯ সালে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৩.৭৩ শতাংশ, ২০২১ সালে ৫.১৩ শতাংশ, ২০২৩ সালে ৫.৫৬ শতাংশ। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অফিস গতমাসের যে হিসেব দিয়েছে তা বেশ অবাক করার মতো। দেখা যাচ্ছে, তুলনায় কমজোরি রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধির দাপট বেশি। দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি মূল্যবৃদ্ধি ছত্তিশগড়ে। সেখানে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ৮.৮ শতাংশ। বিহারে তা ৭.৮ শতাংশ। ওড়িশায় ৭.৫, উত্তরপ্রদেশে ৭.৪, মধ্যপ্রদেশে ৭ শতাংশ। এ রাজ্যে একটা টাস্ক ফোর্স আছে খাতায়-কলমে।

এরপর দশের পাতায়

দুর্নীতিতে আগেই হাত পাকিয়েছেন মনোজিৎ

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ১৮ নভেম্বর : দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছিলেন আগেই ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃত দিনহাটার শিক্ষক মনোজিৎ বর্মন। স্কুলে টিচার ইনচার্জ থাকাকালীন মিড-ডে মিল কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্যাব কেলেঙ্কারিতে নাম জড়াতেই এসব একাধিক ঘটনা এখন সামনে আসছে। শুধু তাই নয়, চাকরি দেওয়ার নামেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ধারদেনায় জর্জরিত হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর বাড়িতে মাঝেমধ্যে পাওনাদাররা আসতেন বলে খবর।

> কয়েকমাস আগে ওই শিক্ষকের নামে মিড-ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকের সাসপেন্ডের বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর দেখছে। সেখান থেকেই নির্দেশ এলে প্রসেসিং শুরু করা হবে।
>
> **– পলাশ লালা**
> *বিদ্যালয় পরিদর্শক, সিতাই সার্কেল*

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইদানীং তিনি স্কুলে অনিয়মিত থাকায় তাঁকে শোকজও করা হয়েছিল। এসবের মধ্যেই ট্যাব কেলেঙ্কারিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি কোনও কর্মী ৪৮ ঘণ্টা জেল কিংবা পুলিশ হেপাজতে থাকলে তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। মনোজিতের ক্ষেত্রেও এই সম্ভাবনা প্রবল। এবিষয়ে ইতিমধ্যে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর। সিতাই সার্কেল বিদ্যালয়ের পরিদর্শক পলাশ লালা বলেন,

এরপর দশের পাতায়

চোপড়ায় নজরে নেত্রীর ছেলে

ট্যাব কাণ্ডে ধৃত তিন

শমিদীপ দত্ত ও মনজুর আলম

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন মাত্র নয় মাস আগে। এরই মধ্যে হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন সাইবার অপরাধে। শুধু নিজে নয়, এই চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিলেন আত্মীয়স্বজনদেরও। ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হতেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন চোপড়ার দলুয়া সরস্বতী এলাকার বাসিন্দা দিবাকর দাস। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। রবিবার রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি শপিং মলের কাছ থেকে দিবাকর সহ তাঁর মাসতুতো ভাই বিশাল ঢালি এবং বিশালের ভগ্নীপতি গোপাল রায়কে গ্রেপ্তার করেছে লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল।

পুলিশ মনে করছে, দিবাকর ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম মূলচক্রী। তাঁর পরিবারের আরও কেউ এই চক্রে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে বিশেষ তদন্তকারী দল। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রেখা দাসের ছেলে দিবাকরের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। এলাকায় বিট্টু বলে পরিচিত দিবাকরের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম রয়েছে। হঠাৎ 'বড়লোক' হয়ে ওঠা দিবাকরকে নিয়ে এলাকায় চর্চাও কম নয়। কিন্তু সেই দিবাকর যে ট্যাব দুর্নীতিতে জড়িত থাকতে পারে, তা এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না পড়শিরা।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়াই যে আঁতুড়, তা প্রথম তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদই। উত্তরের জামতাড়া হয়ে ওঠা চোপড়ায় কীভাবে এই কেলেঙ্কারির শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে, তাও তুলে ধরা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। শুধুমাত্র ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতেরই ন'জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তালিকায় আরও অনেকে আছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শোনা যাচ্ছে, এদিনই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগর থেকে চোপড়ার আরেক বাসিন্দা মজহারুল আলমকে গ্রেপ্তার করেছে।

রাজনীতির সঙ্গে পরিবারের যোগ থাকলেও সেভাবে সচ্ছলতা ছিল না দিবাকর ওরফে বিট্টুদের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মরিচা

এরপর দশের পাতায়

সোমবার থেকে বিলি ট্যাবের খোয়া যাওয়া টাকা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বরাদ্দ পাচার হয়ে গেলেও ট্যাব থেকে বঞ্চিত হবে না কোনও পড়ুয়া। ট্যাবের বরাদ্দ নিয়ে কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোলের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্য সরকার। যে পড়ুয়াদের বরাদ্দ অন্যের অ্যাকাউন্টে পাচার হয়ে গিয়েছে, সোমবার থেকে তাঁদের বরাদ্দ নতুন করে দেওয়া শুরু হয়েছে। এরপর প্রতারণার জন্য পড়ুয়ারা যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরকে।

ট্যাব দুর্নীতিতে চাপের মুখে রাজ্য এই পদক্ষেপ করল বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই জালিয়াতির জাল বেশি বিস্তৃত বলে সরকার অত্যন্ত সতর্ক। উত্তরবঙ্গে এখনও বিরোধীরা লোকসভা ও বিধানসভা আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ সেই এলাকাতেই রাজ্যের প্রকল্পে এত দুর্নীতি। বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুর এই কেলেঙ্কারির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ট্যাবের বরাদ্দ নিয়ে প্রতারণায় সোমবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০১টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এতে বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৪৮৯টি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার পড়ুয়া। এই হিসাব ধরলে মোট ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা। উত্তরবঙ্গে জাল বেশি হলেও শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতারণা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায়। এই দুই জেলায় ৩০০ করে প্রায় ৬০০ পড়ুয়ার বরাদ্দ হাপিস হয়ে গিয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যানে এই প্রতারণা সবচেয়ে কম হয়েছে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায়। সোমবার পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২১। গ্রেপ্তার বেশি উত্তরবঙ্গে। ধরপাকড়ে উত্তর দিনাজপুরের পরেই মালদা। শিলিগুড়িতেও তিনজনকে গ্রেপ্তার হয়েছে।

সংস্করণের সেরা

শ্মশানে কাঠামো নির্মাণে রেল চুরি

তিনের পাতায়

বন্ধ অন্তর্বিভাগ, ভোগান্তি রোগীদের

চারের পাতায়

পঞ্চকন্যার সৌজন্যে সুদিন সংসারে

দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পথের পাঁচালীর কালজয়ী দৃশ্যে 'দুর্গা' উমা দাশগুপ্ত।

পথের পাঁচালীর দুর্গা চিরঘুমে

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বাঙালি দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে মাত্র মাসখানেক আগে। বাঙালির আরেক দুর্গারি বিসর্জন হয়ে গেল সোমবার সকালে। 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা। অপুর দিদি দুর্গা। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে আইকনিক চরিত্র দুর্গা। হরিহর-সর্বজয়ার কন্যা। সর্বজয়ার কোলে যাকে মৃত দেখে সিনেমার অপু মাকে বলেছিল 'দিদি ঘুমোচ্ছে!' সেই দিদি, বাঙালির আরেক দুর্গা উমা দাশগুপ্ত (৮৪) চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে।

জীবনে অভিনয় করেছেন মাত্র একটি সিনেমায়। তাও মাত্র ১৪ বছর বয়সে। সেই ১৯৫৫-তে। তবুও এত বছর পরেও লোকে তাঁকে মনে রেখেছে। বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর অভিনয় যে বাংলা সিনেমায় মাইলস্টোন হয়ে আছে। চলন্ত রেলগাড়ি দেখার জন্য মাঠ পেরিয়ে, কাশবনের ভেতর দিয়ে অপুকে নিয়ে দুর্গার দৌড় যে এখনও নস্টালজিক করে তোলে বাঙালিকে। গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে যে দৃশ্যটি ভোলার নয় কোনওদিন।

উমা ভুগছিলেন অনেকদিন। ক্যানসার তাঁর শরীরের থাবা বসিয়েছিল। এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে একবার তাঁর ভুয়ো মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়েছিল। এবার আর খবরটি মিথ্যা প্রমাণ করা গেল না। সোমবার সকাল সওয়া আটটা নাগাদ তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। এবারও প্রথমে খবরটি বিশ্বাস করেননি অনেকে। অভিনেতা চিরঞ্জিৎ খবরটি সত্যি বলে জানান প্রথম। একই আবাসনের বাসিন্দা ছিলেন উমা ও চিরঞ্জিৎ।

চিরঞ্জিৎ জানান, 'সকালে ওঁর মেয়ের কাছে জানলাম উমাদি চলে গিয়েছিলেন।' কয়েক বছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হন তিনি। প্রাথমিকভাবে সুস্থও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার ক্যানসার ফিরে আসে শরীরে। সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়ের ভাষায়, 'সেই সময়ের সব স্মৃতি নিয়ে অভিনেত্রী চলে গেলেন। কেন তিনি আর অভিনয় করলেন না, সে বিষয়ে আর কিছু জানা হল না।' 'পথের পাঁচালী'র হরিহর ও সর্বজয়া আগেই চলে গিয়েছিলেন। এবার গেলেন দুর্গা, উমা দাশগুপ্ত।

রয়ে গেলেন শুধু অপু, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে, পথের পাঁচালীর শুটিংয়ের দিনগুলি। সুবীরের কথায়, 'আমি তো শুটিংয়ের কিছুই বুঝতাম না। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খুনসুটি করতাম। একেবারে যেন ভাইবোন। শুটিং ফ্লোরেও উনি আমার যথার্থ দিদি হয়ে উঠেছিলেন।' সেই সম্পর্কটা থেকে গিয়েছে আজীবন। এখন সুবীরের আক্ষেপ, আর ক'টা দিন বাঁচতে পারতেন। আক্ষেপটা সমস্ত বাঙালিরই।

রাসমেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চেও রাজনীতি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : সরকারি অনুষ্ঠানগুলি তো বটেই এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও রাজনীতির রং লাগল। রাস উৎসব হোক বা রাসমেলা, দুটি অনুষ্ঠানের একটিরও উদ্বোধনে কোচবিহারের বিজেপি বিধায়করা ডাক পাননি। এবার রাসমেলা মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলার একমাত্র পদ্মশ্রী প্রাপক ভাওয়াইয়া শিল্পী গীতা রায় বর্মন ডাক পেলেন না। সম্প্রতি তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সেজন্যই কি তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা তাঁকে অনুষ্ঠানের জন্য ডাকেনি? সেই প্রশ্নই এখন সাংস্কৃতিক মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। রাসমেলা মঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় শিল্পী থেকে শুরু করে বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে আসা হচ্ছে। অথচ জেলার একমাত্র পদ্মশ্রী প্রাপক ভাওয়াইয়া শিল্পী ব্রাত্য থাকছেন।

রাসমেলা মঞ্চে ১৫ দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। তার মধ্যে একটি দিনও তাঁকে সুযোগ না করে দেওয়ার ঘটনায় গীতাদেবী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, 'রাসমেলা মঞ্চে আমি ডাক পাইনি। এটা থেকেই স্পষ্ট যে এখানে রাজনীতি করা হচ্ছে। অবশ্য তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার মঞ্চে আমি যে ডাক পাব না তা আগে থেকেই বুঝেছিলাম।' এই ঘটনায় বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় রাজনীতিকরণের অভিযোগে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট তৃণমূলের সরকার শিল্পীদের সম্মান করতে জানে না। সরকারি অনুষ্ঠান বা বৈঠকে আমরা বিরোধী বিধায়করা ডাক পাই না। এবার রাজনীতি করে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে।' পদ্মশ্রী প্রাপক শিল্পীর রাসমেলার মঞ্চে ডাক না পাওয়ার বিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে সবাইকে তো আর ডাকা সম্ভব না। আমরা নতুন প্রজন্মের স্থানীয় শিল্পীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

রাসমেলা মঞ্চ প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম একটি জায়গা। এই মঞ্চে অনুষ্ঠান করার জন্য প্রতি বছরই কোচবিহারের স্থানীয় শিল্পীরা অপেক্ষা করে থাকেন। একপক্ষকালব্যাপী এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করার সুযোগ পান, তেমনই কলকাতা-মুম্বই সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নামী

এরপর দশের পাতায়

সোমবার রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

বাউল সংগীত পরিবেশনে মৌলবাদীদের বাধাদানের অভিযোগ

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ব্যথিত ইমদাদুল

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যথিত বাউলশিল্পী ফকির ইমদাদুল হক। চারদিন আগে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। এদেশে বিভিন্ন মেলায় বাউলসংগীত পরিবেশন করছেন তিনি। প্রত্যেক বছরই ভারতে আসেন বাউলসংগীত পরিবেশন করতে। এপারে শিল্পীর অনেক বন্ধুও রয়েছেন। যাওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে ফিরেন।

রবিবার এসে পৌঁছেছেন রাজগঞ্জের টাকিমারির রাসমেলা এবং বাউল উৎসবে। বাউল উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে তিনি সেখানে বাউলসংগীত পরিবেশন করছেন। তার আগে বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে কষ্ট দেয়।' তবে খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতি বদলে বাংলাদেশ সাম্যের বাংলাদেশে পরিণত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

মৌলবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বললেন, 'এখন বাউলসংগীত পরিবেশনের ব্যাপারেও বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বাধা সৃষ্টি করছে। এতদিন খাঁচার মধ্যে ছিল, এখন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে নিজের স্বরূপ ধারণ করেছে।'

আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল, মৌলবাদীরা লাঠি, ডান্ডা নিয়ে এসেছিল আসর বন্ধ করতে। কিন্তু তারা অবুঝ ছিল। তাদের শান্ত করে তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারাই আবার ঘণ্টা ধরে গান শুনেছিল।

-ফকির ইমদাদুল হক

তবে তাঁর মতো বাউলশিল্পীরা বসে নেই। ইমদাদুলের কথায়, 'আমরা সবাই এর প্রতিবাদে আসরে নেমে পড়েছি। গানের মধ্যে দিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও এখন পরিস্থিতি অনেকটাই আয়ত্তে।'

বাউলশিল্পী জানালেন, ঢাকার মিরপুরে বাউলশিল্পীদের মূল অফিস রয়েছে। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বাউলশিল্পী আবুল সরকার, লতিফ সরকার, কাজল দেওয়ানরা জাতিগত বিদ্বেষ নির্মূল করতে আসলে নেমে পড়েছেন। বাউল, ফকিররা জাতপাত মানেন না। মানব ধর্মই তাঁদের ধর্ম। আল্লাহ, গড এবং ভগবান এক ঈশ্বরের ভিন্ন নাম বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাঁর সৃষ্ট জীব মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। এটাই তাঁরা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। স্মৃতিচারণ করে বললেন, 'আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল মৌলবাদীরা লাঠি, ডান্ডা নিয়ে এসেছিল আসর বন্ধ করতে। কিন্তু তারা অবুঝ ছিল। তাদের শান্ত করে তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারাই আবার ঘণ্টা ধরে গান শুনেছিল। ফকিরি ইমদাদুল হক বংশপরম্পরায় বাউল ফকির। তাঁর গানের গুরু আমার বাবা সেলিম ফকির। সাত বছর বয়স থেকে বাবার সঙ্গে বিভিন্ন আসরে গান করছেন।'

বাংলাদেশে দিনাজপুর জেলার শাহজাদপুরে তাঁর বাড়িতে এপারের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী গিয়েছেন। তাঁর ভাইও বাউলগান করেন। রবিবার এবং সোমবার টাকিমারিতে বাউলগানের আসর মাতিয়ে দেন বাংলাদেশের এই শিল্পী।

রাজ্য হকি দলে মাথাভাঙ্গার দিবাকর

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ নভেম্বর : আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেম অনুষ্ঠিত হচ্ছে হরিয়ানার রোহতাক শহরে। সেখানে বাংলা দলের হয়ে হকিতে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দিবাকর বর্মন। দিবাকর লতাপাতার কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা মনেশ্বর বর্মন পেশায় টোটোচালক। দিবাকর এই সুযোগ পাওয়ায় খুশি তিনি। গর্বিত দিবাকরের স্কুলের বন্ধু, দাদা-দিদিরাও।

দিবাকর সপ্তম শ্রেণি থেকে হকি খেলছে। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের কাছে সে রোজ অনুশীলন করে। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের কথায়, 'মঙ্গলবার কলকাতা থেকে গোটা দলের সঙ্গে হরিয়ানার উদ্দেশে রওনা দেবে দিবাকর। দিবাকরের সঙ্গে গোটা দলের সাফল্য কামনা করছি।'

লক্ষ্য ঠিক রাখার পরামর্শ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : চাকরি পাওয়া সহজ কিন্তু ভালো মানুষ হওয়া কঠিন। সোমবার ময়নাগুড়ি কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন প্রিয়াগ বসু। পাশাপাশি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে নিজের উদাহরণও দিলেন এসএসসির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান প্রিয়াগ। বললেন, 'আমি সবজি বিক্রেতার ছেলে। তবে এখন আমি এসএসসির পদাধিকারী কর্মী। আমি চাই আমার মতো তোমরাও প্রতিষ্ঠিত হও।' ময়নাগুড়ি কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবে, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এমন বক্তব্যই রাখলেন প্রিয়াগ। সবশেষে প্রিয়াগ দিলেন থেমে না থাকার বার্তা। বললেন, 'খালি শিক্ষকতা নয়, খুঁজতে হবে অন্য চাকরিও।' গত শুক্রবার থেকে ময়নাগুড়ি কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে কলেজে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবকে স্মরণীয় করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এদিন 'ডায়ালগস উইথ এডুকেশন লুমিনারিজ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলেজে। ময়নাগুড়ি কলেজে অধ্যক্ষ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতেই মূলত এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন।' এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিন ধরে চলা ময়নাগুড়ি কলেজে রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবের সমাপ্তি হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ যেমন শান্ত ছেত্রী, নীলাংশুশেখর দাস, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান দীপককুমার কর ছাড়াও বিশিষ্ট

এসএসসি-র উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান প্রিয়াগ বসু। সোমবার।

ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ, ময়নাগুড়ি কলেজ পরিচলন কমিটির সভাপতি অনন্তদেব অধিকারী সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। প্রিয়াগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কোনওদিনই প্রয়োজনের থেকে বেশি চাকরি বাজারে ছিল না। তবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক চাকরি রয়েছে, সেইসব অন্য চাকরি খুঁজতে হবে।' প্রিয়াগ জানান, শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, অভিভাবকদেরও মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকদের ডেকে তাঁদের মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করতে হবে।

আজ টিভিতে

নীলুর ঘর থেকে লুকিয়ে রাখা টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। খবর পেয়ে সেখানে যায় রাই। **মিঠিঝোরা** সোম থেকে শুক্র রাত ৯.৩০ **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ওয়ান, ৫.৩০ পূবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.৩০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ যোদ্ধা, সন্ধ্যা ৭.৩৫ মেজদিদি, রাত ১০.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ আপন হল পর

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.২০ বিরোধ, বিকেল ৫.৩৫ দান প্রতিদান, রাত ৮.২০ স্বয়ংসিদ্ধা, রাত ১০.৩৫ সাঁঝবাতি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রহর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

অরুন্ধতী দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজে**

বড় বউ দুপুর ১ কালার্স বাংলা সিনেমায়

পরদেশ রাত ৮ **জি বলিউডে**

সাঁঝবাতি রাত ১০.৩৫ **জি বাংলা সিনেমায়**

ডাকটিকিটে রাসমেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের আর্জি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : আজ থেকে ৪১ বছর আগে কোচবিহারের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল ভারতীয় ডাক বিভাগ। কোচবিহার নিয়ে দুটি বিশেষ খাম প্রকাশ করা হয়েছিল। সীমিত সংখ্যায় প্রকাশ হওয়া সেই খামগুলো খুব কম লোকের কাছেই রয়েছে। খামটি হাতে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন ডাকটিকিট গবেষক শোভেন সান্যাল। সেইসঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, 'ডাক বিভাগ কি পারে না কোচবিহারের রাসমেলা নিয়ে একটা ডাক টিকিট বের করতে?'

১৯৮৩ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে ডাক বিভাগের উদ্যোগে কোবপেক্স-৮৩ নামে একটি ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন প্রকাশ করা হয়েছিল একটি বিশেষ খাম। যার বিষয় ছিল কোচবিহার রাজবাড়ির নারায়ণী মুদ্রা। সেই খামে স্ট্যাম্পের মধ্যে ডাক বিভাগ থেকে একটি বিশেষ সিল দেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিল কোচবিহার রাজবাড়ির। ১৪ অগাস্ট শেষ দিনে প্রকাশ হয়েছিল মদনমোহনবাড়ির ছবি দেওয়া আরও একটি বিশেষ খাম। সেখানে স্টাম্পে যে সিলটি ছিল সেটি ছিল কোচবিহার মদনমোহন-এর রাসচক্রের। এত বছর পর কোচবিহারের মানুষের কাছ থেকে দাবি উঠছে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ডাকটিকিট প্রকাশের।

সাধারণের এই দাবিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই তিনি এবিষয়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে আবেদন জানাবেন। বাসিন্দাদের এই দাবিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও। সেইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'কোচবিহারের আগের সাংসদ তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে কখনও কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন বলে তো শুনিনি।' তিনি খুব শীঘ্রই কোচবিহার ডাক বিভাগের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলেও জানান। এবিষয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানিয়েছেন তিনি এই বিষয়ের লোকসভায় একটি প্রস্তাব আনার অবশ্যই চেষ্টা করবেন।

সেই প্রদর্শনীর কথা মনে করে কোচবিহারের আরেকজন প্রবীণ ডাকটিকিট সংগ্রহকারী নির্মলেন্দু চক্রবর্তীও খানিকটা স্মৃতিমেদুর হয়ে বলেন, 'সেবারই প্রথম কোচবিহারে ডাকটিকিট নিয়ে কোনও প্রদর্শনী হয়েছিল। বর্তমান প্রজন্ম এগুলো সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।' ভারতীয় ডাক বিভাগ থেকে যখনই কোনও ডাকটিকিট বা প্রথম দিবসীয় খাম বা বিশেষ খাম প্রকাশ পায় তখনই তা সংগ্রহ করেন কোচবিহারের রিপন দত্ত। তাঁর কথায়, 'আমাদের রাসমেলা ২১২ বছর ধরে চলছে। এইরকম ঐতিহ্যবাহী মেলা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে আর ক'টা হয় জানা নেই। ডাক বিভাগের যদি এই নিয়ে একটা ডাকটিকিট প্রকাশ করে তাহলে একজন ডাকটিকিটপ্রেমী হিসাবে তো বটেই কোচবিহারবাসী হিসাবে খুবই আনন্দ পাব।'

ছোটবেলা থেকে ডাকটিকিট জমানো শখ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক রঞ্জন রায়েরও। তাঁর কথায়, 'ডাকটিকিটের মতন সর্বভারতীয় অ্যালবামে এই মেলাকে ধরে রাখা সত্যিই দরকার। জেলার মানুষ হিসেবে এটা দেখতে পেলে ভালো লাগবে।' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মী সোমনাথ ভট্টাচার্যও।

ডাকটিকিটের মতন সর্বভারতীয় অ্যালবামে এই মেলাকে ধরে রাখা সত্যিই দরকার। জেলার মানুষ হিসেবে এটা দেখতে পেলে ভালো লাগবে।

-রঞ্জন রায়, *অধ্যাপক ও সাহিত্যিক*

আজ ও কাল আলিপুরদুয়ার পরও মালবাজার ২২তারিখ শিলিগুড়ি ২৪/২৫ জলপাইগুড়ি

শ্রীদেবাচার্য্য

9434317391/9163667741

Tender Notice

NIT No. 57 of 2024-25 (1st Call) dt-11/11/2024 Tenders of 6 (Six) nos.of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 02/12/2024. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 14 Nos. 100MT Godown, Construction of 2 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 3 Nos. of Oil Mill, Installation of 2 Nos. Seed processing unit under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

১২০০ কেভিএ গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা

১০০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিক্রয়

New Ready to move in 3 BHK flat and garage for sale at Deshbandhupara, Slg.Ph : 9641917658. (C/113425)

কানকি বাজারের কাছে (চাকুলিয়া থানা), বাড়ি সহ ৭ শতক জমি সত্বর বিক্রয়। M : 8918941377/ 6294359976. (C/113426

কর্মখালি

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতো আয় করুন। 9733170439. (K)

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Marketing Staff চাই। @9k-12k. M : 9733116424. (C/111891)

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে চাই। বেতন : 8000+প্রতিদিন 240 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময়- রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone -9609055662. (C/113424)

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে, যে কোনও যোগ্যতায়। বেতন - (9-10,000/-) M : 8927299546. (C/113504)

ঘোষপুকুর ফোম ফ্যাক্টরিতে ১৫ জন হেল্পার চাই। বেতন - ২৬ দিনে (রবিবার ছুটি) 12,000+ (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। 8653710700। কালকে স্পট জয়েন। (C/113426)

Required Siliguri local Male (X pass min.) for Office Work. Age (29-40). M : 8637372499. (C/113427)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jhuma Das (Paul), মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৫.১০.২৪-এ শিলিগুড়ি কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jhuma Das ও Jhuma Das (Paul) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113395)

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১.১১.২৩ তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Munna Lakra এবং Munna Oraon একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/112872)

I Brij Kishor Singh of Oodlabari, Dist- Jalpaiguri by affidavit before the Notary Public do hereby declare that my name is wrongly recorded as Brij Kishore Singh in my passport (No. 8183566). Both Brij Kishor Singh and Brij Kishore Singh are same and identical person. (C/113397)

ভর্তি

মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনে ছাত্রাবাসে অল্পখরচে পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র ভর্তি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শ্রীমৎ স্বামী অনুব্রতানন্দজী মহারাজের স্নেহে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ বর্ধন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। M : ৯০০২৭৪৩৮১৪, ৯৯৩২৫৫৫৭৫১, ৯৪৩৪০০১৫৫৫। (C/113428)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাস্তায় চলতে সতর্ক থাকুন। বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কাটবে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **বৃষ :** কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। গৃহে পূজার্চনায় আনন্দ। **মিথুন :** নিজেকে সংযত রাখুন। অযথা কথা বলে বিপত্তি। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **কর্কট :** সামান্য কারণে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে পরে অনুতাপ। লোহা, রত্ন, বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বেশ লাভ করবেন। **সিংহ :** বহুদিন পূর্বের কোনও বন্ধুকে পেয়ে আনন্দ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। ব্যবসার জন্য কোনও বন্ধুর সহায়তায় অগ্রগতি। **কন্যা :** হারানো সম্মান ফিরে পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করে কষ্ট পাবেন। **তুলা :** আজ নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেবে। সন্তানের উদ্বেগ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষও আজ আপনার কাজের তারিফ করবে। সন্তানের জন্য ব্যয়। ভোজনে সমস্যা। **ধনু :** আলস্যের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় সংযত থাকুন। **মকর :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। ইমারতি ব্যবসায় লাভ। গৃহসংস্কার। **কুম্ভ :** বাবার রোগমুক্তিতে চিন্তামুক্ত। সারাদিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যাবে। দাম্পত্যে সময় দিন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মীন :** প্রেমের ক্ষেত্রে অহেতুক অবিশ্বাস কষ্ট দেবে। দাম্পত্যে সমস্যা বাড়বে। চোখের সমস্যায় চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ কার্তিক, ১৯ নভেম্বর ২০২৪, ৩ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ বদি, ১৬ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৪।৪৯। মঙ্গলবার, চতুর্থী রাত্রি ৯।৮। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৭।৮। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।৩৬। ববকরণ দিবা ৯।৩৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৭।৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৭।৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৯।৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪০ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৫ মধ্যে ও ৭।৩ গতে ১১।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৭ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।৪৫ গতে ৩।৩২ মধ্যে ও ৫।১৯ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গা-ছাড়া মনোভাবের অভিযোগ

সদস্য সংগ্রহে পিছিয়ে বিজেপি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : লাগাতার ভোটে ভরাডুবি। কোচবিহার জেলায় শুধুমাত্র গত পুরসভা, পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনেই যে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়েছে সেটাই নয়। বড় বড় পদ আঁকড়ে থেকেও দলীয় নেতৃত্বর গাছাড়া মনোভাব ও জনসংযোগ না করার কারণে জেলায় সাধারণ মানুষের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে গেরুয়া শিবির। আর যার ফল এবার সরাসরি এসে পড়েছে দলের সদস্য সংখ্যা অভিযানেও।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার নিয়েছে যে, ২০১৯ সালের সদস্য সংখ্যা অভিযানে দেখা গিয়েছিল কোচবিহারে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫৭ হাজারের বেশি। এবছরের সদস্য সংখ্যা অভিযান গত ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। অথচ দলীয় হিসাব অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, গত ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা হয়েছে মাত্র ৩০ হাজারের কাছাকাছি। ফলে এবার সদস্য সংখ্যা সবমিলিয়ে ১ লাখের ধারেকাছেও যাবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। গত দু'বছরে এমনিতেই পরপর তিনটি নির্বাচনে দল মুখ থুবড়ে পড়েছে জেলায়। তার উপর সদস্য সংখ্যাও তলানিতে ঠেকায় দলে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে।

২০১৯ সালে কোচবিহারে লোকসভা আসনটি তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। সাংসদ হওয়ার পর নিশীথ প্রামাণিক আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও হন। এতে কোচবিহারে তড়িৎবেগে ছুটতে শুরু করে বিজেপি। বিজেপির বাড়বাড়ন্তে জেলায় অস্বস্তি বাড়তে শুরু করে তৃণমূলে। ২০২১ সালের বিধানসভায় গোটা রাজ্যে বিজেপি তেমন সুবিধা করতে না পারলেও কোচবিহারে ৯টি আসনের মধ্যে ৭টিতেই জয়লাভ করে বিজেপি। যদিও জেতার পরে নিশীথ দিনহাটার বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন। এই অবস্থায় জেলা সভাপতি পরিবর্তন থেকে শুরু করে কোচবিহারে বিজেপির নতুন করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। তাতে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভালো ফলাফলের পেছনে দলের যোগ্য, অভিজ্ঞ অন্যতম কারিগর যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশকেই এই কমিটি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়। ফলে নতুন এই কমিটিকে তাঁরা মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। এতে তাঁরা কার্যত দলের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

অপরদিকে, সঠিক পরিচালনা ও দূরদর্শিতার অভাবে নতুন জেলা কমিটিতে ও দলের বড় বড় পদে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অধিকাংশরই জনসংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামগঞ্জে গিয়ে মাঠে নেমে দলের কাজকর্ম করতে তাঁদের প্রায় দেখাই যায় না। বছরে দু'চারদিন গেলে কাজ করার থেকে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার দিকে আগে ঝোঁক বেশি। তাই বিজেপির এই নেতা-নেত্রীরা ক্রমশ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, এবার গত ২৮ অক্টোবর থেকে সদস্য সংখ্যা অভিযান শুরু হলেও গ্রামগঞ্জে মানুষের কাছে গিয়ে যে দলের নেতা-নেত্রীরা আবেদন করবেন, সেই সাহসটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। পাছে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে লজ্জায় পড়তে হয়। এই অবস্থায় সদস্য সংখ্যার এমন হাল দেখে গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সদস্য অভিযানে স্পেশাল ড্রাইভ চালু করেছে বিজেপি। তাতেও খুব একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না জেলা বিজেপি। ফলে সবমিলিয়ে নেতৃত্বের অভাবেই হোক আর কাজের ঢিলেমির কারণেই হোক, বিজেপি ধুঁকছে কোচবিহারে।

অভিযানে সদস্য সংখ্যা তলানিতে এলেও ভাঙব তবুও মচকাব না এমন মনোভাবে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি নিখিলরঞ্জন দে বলেন, '২৮ অক্টোবর থেকে চালু হলেও আসলে এই কয়েকদিন পুজো-পার্বন, ভোট এসব কারণে নেতারা ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সেভাবে অভিযানে নামতে পারেননি। গতকাল থেকে সবাই নেমেছেন। আশা করছি আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।'

একনজরে

- ২০১৯ সালে কোচবিহারে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫৭ হাজারের বেশি
- গত ২৮ অক্টোবর থেকে সদস্য অভিযান শুরু হয়েছে। ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে
- গত ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা হয়েছে মাত্র ৩০ হাজারের কাছাকাছি
- এবার সদস্য সংখ্যা ১ লাখের ধারেকাছেও যাবে কি না ধন্দে জেলা বিজেপি

> ২৮ অক্টোবর থেকে চালু হলেও আসলে এই কয়েকদিন পুজো-পার্বণ ভোট, এসব কারণে নেতারা ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সেভাবে অভিযানে নামতে পারেননি। গতকাল থেকে সবাই নেমেছেন। আশা করছি আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।'
>
> **নিখিলরঞ্জন দে**
> *প্রাক্তন জেলা সভাপতি*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দড়ি ধরে মারো টান।। শংকরপুরে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার জয়জিৎ ধর।

জামা শুকোনোর তার ছেঁড়ায় বিবাদ, জখম ৭

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : ট্র্যাক্টর ট্রলির ধাক্কায় ছিঁড়েছে প্রতিবেশীর কাপড় শুকোনোর তার। তাতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। রীতিমতো লাঠিসোঁটা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। সোমবার ওই ঘটনায় দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর এলাকায় উভয়পক্ষের সাতজন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।

এদিন সকালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ওই এলাকায় জমিতে ধান কাটছিলেন কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা বেল্লাল শেখ ও তাঁর ভাই হানিফ শেখ। ধান কেটে ট্র্যাক্টরের ট্রলিতে ধান বোঝাই করে ফিরছিলেন বাড়িতে। সেসময় ট্রলির ধাক্কায় প্রতিবেশীর কাপড় শুকোনোর তার ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরই সেই ধানবোঝাই ট্র্যাক্টর আটকে দেন প্রতিবেশী নবিউল শেখ। প্রথমে দুই পক্ষের কথা কাটাকাটি। তারপর একেবারে লাঠি নিয়ে মারধর শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। নবিউলের ভাই হবিবর মিয়াঁর পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় দুই পক্ষের অনেকেই জখম হয়েছেন। নবিউল ও তাঁর দুই দাদা মোজাম্মেল শেখ ও আমিনুর হোসেনকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুই প্রতিবেশীর গণ্ডগোলের জেরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতরা। সোমবার।

যদিও ছুরি দিয়ে পায়ে আঘাতের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বেল্লাল। তিনি বলেন, 'ট্র্যাক্টর আটকে দেয় প্রতিবেশী। প্রতিবাদ করায় লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাকে ও ভাইকে আক্রমণ করা হয়েছে। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।' বর্তমানে তাঁরা দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে নবিউল বলেন, 'গায়ের জোর দেখিয়ে আমাদের জমির ওপর দিয়ে ধানবোঝাই ট্র্যাক্টর নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রতিবাদ করায় বাড়িতে এসে ভাইয়ের পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ভাইকে বাঁচাতে গেলে আমাকে ও আমার দুই দাদাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে।'

হবিবরের আঘাত গুরুতর হওয়ায় পরবর্তীতে তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।

শ্মশানে কাঠামো নির্মাণের জন্য রেললাইন চুরি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর : শ্মশানে কাঠের চুল্লির লোহার কাঠামো তৈরির বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও এক স্থানীয়ের বিরুদ্ধে সেই রেল চুরি করে বিক্রির অভিযোগ উঠল বামনহাটে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিও'র সূত্র ধরে রেল বিক্রির এই অভিযোগে হরিপদ বর্মন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফ। বামনহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একাধিক রেল মজুত করা ছিল। সেখান থেকেই রেল কেটে নিয়ে দুষ্কৃতীরা তা শ্মশানের কাজে লাগাচ্ছিল বলে অভিযোগ।

পঞ্চায়েত এলাকায় তিনটি শ্মশানের লোহার কাঠামো তৈরির জন্য বরাত নিয়েছিল এক ঠিকাদার। তখন রেল সরবরাহ করার কাজে সে ধৃত হরিপদর সঙ্গে চুক্তি করে। কতটা পরিমাণ রেল লাগবে তা জানার পর বামনহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে রেললাইন টুকরো করে কাটার কাজ শুরু হয়। তবে রেললাইন কাটার সেই কৃতকর্ম দেখতে পেয়ে গোপনে ভিডিও করে নেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। তারপর সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিও হাতে আসতেই নিউ কোচবিহার স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করে তদন্তে নামে আরপিএফের বিশেষ টিম। শেষপর্যন্ত অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে প্রায় সাড়ে ছ'ফুটের চারটি রেললাইনের টুকরো উদ্ধার করেছে তারা। তাদের প্রাথমিক অনুমান, চুক্তি হওয়ার পর ঠিকাদার ধৃতের কাছ থেকে কম দামে রেললাইনের টুকরোগুলি কিনে নিচ্ছিল। রেলের সম্পত্তি চুরি ও বিক্রির অভিযোগের মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত ঠিকাদারদের নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর ডিপি রায় বলেন, 'বামনহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকার মজুত করা রেললাইনের টুকরো বিক্রির অভিযোগ উঠতেই এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

আরপিএফ সূত্রে খবর, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই রেল চুরির অভিযোগ ওঠে। একটি ভিডিওতে রেললাইন টুকরো টুকরো করে কেটে তা বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। ভিডিও'র সত্যতা যাচাইয়ের পর তদন্ত শুরু হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সহ আরপিএফের বিশেষ টিম যৌথ অভিযান চালায়। শনিবার লাইনের চারটি টুকরো উদ্ধার করা হয়। রবিবার রাতে বামনহাট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। তবে আরও রেললাইনের টুকরো রয়েছে কি না এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত চলছে বলে আরপিএফের কর্তারা জানান।

গ্রেপ্তার এক

- বামনহাট রেলস্টেশন চত্বর থেকে রেল কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- এক ব্যক্তির তোলা এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়
- সত্যতা যাচাই করে তদন্তে নামে আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফ
- চুরি যাওয়া চারটি সাড়ে ছ'ফুট রেললাইন উদ্ধার হয়
- শ্মশানের ঠিকাদারের খোঁজ চলছে

সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ চিলড্রেন পার্ক। আমবাড়ি পিকনিক স্পটে।- সংবাদচিত্র

টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু

নয়ারহাট, ১৮ নভেম্বর : টোটোর ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। মৃতের নাম ভবেন্দ্রনাথ বর্মন (৬০)। নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকার ওই ব্যক্তি রবিবার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে টোটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃতের প্রতিবেশী হিতেন বর্মন বলেন, 'দুর্ঘটনায় তাঁর কান দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। চিকিৎসা করিয়েও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।' ময়নাতদন্তের পর সোমবার দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েছেন।

স্কুলে বিক্ষোভ

মেখলিগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : অভিযোগ, মাঝেমধ্যে স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না হয় না। সোমবারও মিড-ডে মিল না দেওয়ায় স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জের জিকাবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। সোমবার স্কুলে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভিভাবক থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যাও। শিক্ষক বালাজিৎ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'মিড-ডে মিল যে একেবারেই হয় না, তা কিন্তু নয়। এর আগে পুজোর ছুটি ছিল, তাই ঠিকভাবে মিড-ডে মিল করা সম্ভব হয়নি। এদিন প্রধান শিক্ষক না আসায় স্কুলে মিড-ডে মিল হয়নি।'

আমবাড়ির পিকনিক স্পটে বহু সমস্যা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৮ নভেম্বর : শীতের মরশুমের শুরুতে আমবাড়ি পিকনিক স্পট ও প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমনবিলাসীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সারা বছর কমবেশি আনাগোনা থাকলেও এই সময় ভ্রমনপিপাসুদের ভিড় বেড়ে যায়। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি, এসময় প্রকৃতির মাঝে মানসিক প্রশান্তি ও উষ্ণতা খুঁজতে দূর থেকে অনেকে আমবাড়িতে বেড়াতে আসেন। কিন্তু পিকনিক স্পটের পরিকাঠামো তাঁদের হতাশ করে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই পিকনিক স্পটটি এখনও একাধিক সমস্যায় ধুঁকছে বলে অভিযোগ। পরিকাঠামোর উন্নতি হলে কোচবিহার জেলার পর্যটন মানচিত্রে আমবাড়ি সহজে জায়গা করে নিতে পারবে বলে অনেকের আশা। দ্রুত আমবাড়ির পরিকাঠামো উন্নতির দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। প্রশাসনের তরফে অবশ্য পরিকাঠামো উন্নতির আশ্বাস মিলেছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানের দাবি, 'শীতের মরশুমে পিকনিক স্পটটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক কাজের জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

আমবাড়ি পিকনিক স্পট ও প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। পরিকল্পনামাফিক সাজিয়ে তোলা হলে সাধারণ মানুষের কাছে এর আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে স্থানীয়দের আশা। সোমবার প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে তন্ময় ডাকুয়া, তপন বর্মনের মতো তরুণরা বেড়াতে এসেছিলেন। এখানকার মনোরম পরিবেশ দেখে তাঁরা খুশি হয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য, পরিকাঠামোর উন্নতি হলে মানুষের আকর্ষণ আরও বাড়বে। পিকনিক স্পটের ইজারাদার মৃণাল বস্তাদারের কথায়, 'এখানে রান্নার ছাউনি নেই। চিলড্রেন পার্কে দোলনা ছাড়া কিছু নেই। শৌচাগার ও বিদ্যুতের ব্যবস্থাও নেই। পাঁচিল তৈরির কাজ অসম্পূর্ণ। পর্যাপ্ত পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে।' এমনকি রাতের অন্ধকারে পিকনিক স্পটে অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

পিকনিক স্পটজুড়ে সবুজের সমারোহ। গাছের ডালে হরেক পাখির কলতান। আপন খেয়ালে পাশে সুটুঙ্গা নদী বইছে। জঙ্গল ও নদীর অপূর্ব মিশেল। পরিকল্পনামাফিক সাজিয়ে তোলা হলে পিকনিক স্পটটি অনেকের ডেস্টিনেশন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলির বক্তব্য, 'পরিকাঠামো উন্নতির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

চালক অধরা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ নভেম্বর : রবিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানা থেকে তিন অভিযুক্তকে মাথাভাঙ্গা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় গান্ধি মোড়ে পুলিশের গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ কাণ্ডে এখনও অধরা ট্রাকচালক। এদিকে, পুলিশের গাড়িতে থাকা অফিসার সহ ছয় পুলিশকর্মী বর্তমানে কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে দাবি পুলিশ ও তাঁদের পরিবারের। গোটা ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

মদ আটক

মাদারিহাট, ১৮ নভেম্বর : আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে প্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করেন। রবিবার রাতে বীরপাড়া ও জয়গাঁর আবগারি আধিকারিকরা মাদারিহাটের টোটোপাড়া মোড়ে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালান।

থার্মোকল ও প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের দাবি

শীতলকুচি, ১৮ নভেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঐতিহাসিক স্থান কান্তেশ্বর রাজার গড় উদ্যানের পিকনিক স্পটে থার্মোকলের ও প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস ব্যবহার বন্ধের দাবি জানালেন বাসিন্দারা। শীতকালে কয়েক হাজার পর্যটক পিকনিক করতে আসেন এখানে। তাঁরা থার্মোকলের থালা ও প্লাস্টিকের গ্লাস ব্যবহার করে। পিকনিক শেষে থালা, গ্লাস ফেলে চলে গেলে তা উড়ে গিয়ে পড়ে চাষের জমিতে। বাসিন্দাদের অভিযোগ থার্মোকল ও প্লাস্টিক মাটিতে পচে না। দিনের পর দিন জমিতে পড়ে থেকে চাষের জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কৃষক হারুন অল রশিদের কথায়, বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। কৃষকদের কথা ভাবছেন না তাঁরা। ফলে উদ্যানের পাশে চাষের জমিতে থার্মোকল ও প্লাস্টিকের থালা, বাটি, গ্লাস জমে গিয়ে জমির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে। খুব শীঘ্রই প্রশাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নইলে জমির উর্বরতা আরও কমে যাবে। তবে পর্যটকদেরও এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্টলের উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : সোমবার জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের স্টলের উদ্বোধন হল। এদিন স্টেডিয়ামে এই স্টলের উদ্বোধন করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলা জজ সোনালি নন্দী চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক প্রণয় সুব্বা সহ অন্য বিচারকরা। মেলার কয়েকদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা ও সাহায্য পাবেন এই কেন্দ্র থেকে।

রাজবংশীদের আর্জি

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : রাসমেলার মঞ্চে রাজবংশী লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে কোচবিহারের জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল রাজবংশী এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের দাবি, গত সাত-আট বছর ধরে রাসমেলার মঞ্চে তাঁরা অনুষ্ঠান করে আসছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবছর তাঁদের অনুষ্ঠান করার জন্য মেলার মঞ্চে কোনও সময় দেওয়া হয়নি। এটা তাঁদের কাছে খুবই লজ্জাজনক। এ বিষয়ে সংগঠনের সম্পাদক রতন বর্মা বলেন, 'বিষয়টি আমরা পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কম সময়ের কারণে তিনি এবার আমাদের সময় দিতে অস্বীকার করেছেন।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মহিউজ্জামান - কে

08.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56L 48698 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার শরীরের মধ্যে তাজা শ্বাস প্রবেশ করিয়েছে কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার এমন একটি সুন্দর প্রক্রিয়া প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

সুটুঙ্গার ভাঙনে উদ্বিগ্ন দেউতিরহাট

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১৮ নভেম্বর : সুটুঙ্গা নদীর ভাঙনের কারণে এখন থেকেই কপালে চিন্তার ভাঁজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েক বছরে অল্প অল্প করে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বিঘা দশেক তিন ফসলি কৃষিজমি। এছাড়াও সুটুঙ্গার পাড়ে যাঁদের কৃষিজমি আছে প্রতি বছর বর্ষায় ভাঙন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়ে।

ভাঙন রোধের কাজ এখন থেকে শুরু না হলে পরের বছরও এই দুশ্চিন্তা থাকবে বলে দাবি স্থানীয়দের। বর্ষায় আবার নদীবাঁধের কাজ করা যাবে না। তাই এখনই ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউতির হাট বাজারের পশ্চিমে সুটুঙ্গা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসন অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

নদীভাঙন কীভাবে ঠেকানো যায় সেই চিন্তাই এখন কুরে-কুরে খাচ্ছে স্থানীয় কৃষকদের। স্থানীয় বাসিন্দা নবদ্বীপ বর্মন বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমাদের প্রত্যেকেরই কয়েক বিঘা করে কৃষিজমি ভাঙনের জেরে ধসে গিয়েছে। ভাঙন ঠেকানো না গেলে আগামী কয়েক বছরে সংলগ্ন আরও কৃষিজমি নদীগর্ভে যাবে। আবাদী জমি হলে ক্ষতিও হবে ভালোই।' গৌতম চক্রবর্তী, রিংকু চক্রবর্তী, পৃথ্বীরাজ দেবশর্মা প্রমুখের বক্তব্যও একই।

দেউতিরহাটের দুঃখের কারণ সুটুঙ্গা নদী। - সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। কয়েক বছর আগে বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ভাঙনের সমস্যাটি খতিয়ে দেখে যান। তিনি সেসময় আশ্বাস দিলেও আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে পরেশের আশ্বাস, 'বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।' তবে সময় থাকতে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি অনেকেরই। সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে তাঁর জমিগুলো চাষযোগ্য থাকত বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কৃষক নবদ্বীপ বর্মন। তিনি বললেন, 'চাষবাস করেই কোনওভাবে সংসার চালাই। আমার চোখের সামনে কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক বিঘা জমি শেষ হয়ে গেল। পঞ্চায়েত প্রশাসনকে একাধিকবার বিষয়গুলি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা চাই আমাদের জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ সহ এই এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ।'

অপরদিকে দেউতির হাটের পাশাপাশি স্থানীয় চিতিয়ার ডাঙ্গাতেও বেশ কিছু অংশে নদীভাঙনে রাস্তার একাংশ ভেঙে গিয়েছে। সমস্যায় পড়েছে পথচলতি মানুষ। দেউতির হাট-বাজার থেকে চিতিয়ার ডাঙ্গা পর্যন্ত পাকা রাস্তা সহ ভাঙন কবলিত জায়গায় গার্ডওয়ালের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

> ইতিমধ্যেই আমাদের প্রত্যেকেরই কয়েক বিঘা করে কৃষিজমি ভাঙনের জেরে ধসে গিয়েছে। ভাঙন ঠেকানো না গেলে আগামী কয়েক বছরে সংলগ্ন আরও কৃষিজমি নদীগর্ভে যাবে। আবাদি জমি হলে ক্ষতিও হবে ভালোই।
>
> **নবদ্বীপ বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

সকাল সকাল শাকের আঁটি ধোয়ায় ব্যস্ত দম্পতি। দরিবস ফুলবাড়ির ডুডুয়া নদীতে। সোমবার। ছবি ঃ শ্রীবাস মণ্ডল

কনস্টেবলের মৃত্যুতে স্ত্রীকে দায়ী করে বিক্ষোভ

পথ অবরোধ গ্রামবাসীর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৮ নভেম্বর : কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলের মৃত্যুর জন্য তাঁর স্ত্রীকে দায়ী করে আন্দোলনে নেমেছেন মৃতের পরিবার সহ গ্রামবাসী। স্ত্রীর মানসিক অত্যাচারে সুশান্ত বর্মন (৪৪) নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সিঙ্গিমারির বাসিন্দা ছিলেন সুশান্ত। কলকাতা পুলিশের আলিপুরের ব্যারাকে থাকতেন তিনি। শনিবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার সুশান্তর স্ত্রী চন্দনা কার্জির বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। এমনকি অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে এদিন রামপুর-সিঙ্গিমারি রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করে মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এনিয়ে চন্দনার বক্তব্য, তিনি শোকার্ত, তাই তিনি এব্যাপারে এখন কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন।

রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিমারি গ্রামের বাসিন্দা সুশান্তর সঙ্গে শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দনা কার্জির ১০ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তারপর ছয় বছর দম্পতি সিঙ্গিমারিতেই ছিল। সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকেই নিয়মিত সাংসারিক অশান্তি হত নিঃসন্তান এই দম্পত্তির মধ্যে। চার বছর আগে কলকাতায় সুশান্তর বদলি হয়। সেখানে তিনি একাই থাকতেন। সুশান্তর পরিবারের অভিযোগ, কলকাতায় যাওয়ার পরও ফোনে তাঁর ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতেন চন্দনা। সুশান্ত শ্বশুরবাড়িতে গেলে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করতেন। সুশান্তর বাবা দ্বারকানাথ বর্মন বলেন, 'ছেলের স্ত্রী টাকার জন্য চাপ দিত। শ্বশুরবাড়িতে চন্দনা কখনই থাকত না। বাপেরবাড়ির লোকজনের মদতে ছেলের ওপরে মানসিক নির্যাতন করত সে। সেই অশান্তিতে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ছেলে। শনিবার রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি ছেলের দেহ ফিরলে ও দেহ সৎকারের সময় ও সে আসেনি। এই মৃত্যুর জন্য ছেলের স্ত্রী দায়ী।

অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে রামপুর-সিঙ্গিমারি রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীর।

> ছেলের স্ত্রী টাকার জন্য চাপ দিত। শ্বশুরবাড়িতে চন্দনা কখনই থাকত না। বাপেরবাড়ির লোকজনের মদতে ছেলের ওপরে মানসিক নির্যাতন করত সে। সেই অশান্তিতে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ছেলে। শনিবার রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এমনকি ছেলের দেহ ফিরলে ও দেহ সৎকারের সময় ও সে আসেনি। এই মৃত্যুর জন্য ছেলের স্ত্রী দায়ী।'
>
> **দ্বারকানাথ বর্মন**
> *মৃত কনস্টেবলের বাবা*

তাই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের একজন রত্নেশ্বর বর্মনেরও। তিনি বলেন, সুশান্তর ওপর মানসিকভাবে অত্যাচার চালাতেন তাঁর স্ত্রী। বিভিন্ন সময় টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন। এনিয়েই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে সুশান্তর। তাই ওই মহিলার শাস্তির দাবিতে আমরা অবরোধে শামিল হয়েছি।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বক্সিরহাট থানা।।

টুকরো খবর

দেহ উদ্ধার

পুণ্ডিবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : নদী থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরাটগুড়িতে। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা তোর্ষা নদীর পাড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান। পরে পুণ্ডিবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পাঠানো হয়। মৃতের নাম সুশীল রায় (৬১)। বাড়ি ওই এলাকাতেই। রবিবার দুপুরের পর থেকে সুশীল নিখোঁজ ছিলেন। মৃতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, তিনি সেদিন নদীতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সাঁতার জানতেন না।

দুর্ঘটনা

নিশিগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : বাইক এবং ছোট গাড়ির সংঘর্ষ আহত হলেন চারজন। ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুরে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের বাঘমারায়। এক মহিলা সহ এক বাইক আরোহী নিশিগঞ্জ থেকে কোচবিহার যাচ্ছিলেন। উলটোদিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ির জখম চারজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল এবং কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

দোকান বন্ধ

ফুলবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সদস্য মৃণালকান্তি মণ্ডল মারা গিয়েছেন। সোমবার সেই কারণে দোকান বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কোষাধ্যক্ষ পুলক সরকার জানান, মৃণালকান্তি মণ্ডল গ্রামীণ চিকিৎসক ছিলেন। বাজারে তাঁর অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকান রয়েছে। এদিন সকালে শোকসভা করে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।

জনসংযোগ

দিনহাটা, ১৮ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকের গর্ভডাঙ্গা এবং সংলগ্ন এলাকায় সোমবার জনসংযোগ কর্মসূচি করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন বিকেলে হেঁটে এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘোরেন তিনি। তাঁকে সামনে পেয়ে রাস্তা, পানীয় জল সহ বিভিন্ন সমস্যা জানান স্থানীয়রা। মন্ত্রী সেই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

বন্ধ অন্তর্বিভাগ, দুর্ভোগে রোগীরা

বলরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৮ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগের পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বলরামপুর-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পার্শ্ববর্তী পানিশালা এলাকার একাংশ মিলিয়ে অন্তত ২৫ হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। রোজ গড়ে প্রায় ২০০ জন এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু অন্তর্বিভাগ চালু না থাকায় প্রতিনিয়ত তাঁদের ভোগান্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ। অবিলম্বে এখানে অন্তর্বিভাগ চালুর দাবি উঠেছে। এবিষয়ে তুফানগঞ্জ-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল জানান, তাঁরা ইতিমধ্যে বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছেন।

বলরামপুর মাতৃমন্দির এলাকায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ২৫ বছর আগে এখানে অন্তর্বিভাগ পরিষেবা চালু ছিল। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে শুধু বহির্বিভাগে পরিষেবা চলছে। বর্তমানে স্থায়ী চিকিৎসকের অভাবে সেই পরিষেবাও সমস্যার সম্মুখীন। '২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে নতুন ভবন পায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

সেই সময় থেকেই এখানে অন্তর্বিভাগ চালুর আশায় বুক বেঁধেছিলেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাঁরা এ বিষয়ে বহুবার দরবার করেন। কিন্তু আজও ইতিবাচক কোনও ফল মেলেনি। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ প্রত্যেকে।

স্থানীয় সর্পসিংরা এলাকার বাসিন্দা নলিনী দাসের কথায়, 'এখানে বিকেল পর্যন্ত বহির্বিভাগে পরিষেবা মেলে। বিকেলের পর প্রয়োজন হলে রোগীকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে যা ভীষণ সমস্যার।' তোর্ষা নদী সংলগ্ন শোলাডাঙ্গা এলাকার ফজর আলি বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা বহুবার অন্তর্বিভাগ চালুর আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বও অন্তর্বিভাগ চালুর দাবিতে সরব। বলরামপুর-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কুমার নীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'এখানে ফের অন্তর্বিভাগ চালু হলে প্রান্তিক এলাকার অসংখ্য মানুষ ভীষণ উপকৃত হবেন। আমরা প্রশাসনের উপরমহলে একাধিকবার সেই দাবি জানিয়েছি। আশা করছি তাঁরা কার্যকরী পদক্ষেপ করবেন।'

ক্রেতা সুরক্ষার সচেতনতা

নিশিগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : সাধারণ মানুষকে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করতে সোমবার নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া জানান, ক্রেতা হিসাবে কোনও পণ্য কিনে ঠকে গেলে বা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হলে গ্রাহকরা কোথায়, কীভাবে অভিযোগ জানাবেন, সেটা এদিন এলাকাবাসীকে বোঝানো হয়। উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসাদ বিতরণ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ নভেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচায় শ্রীশ্রী মাধব মন্দিরের ২৮তম বার্ষিক মহানামযজ্ঞ এবং নামসংকীর্তন শেষ হল সোমবার। শেষে মহাপ্রভুর ভোগ প্রসাদ বিতরণ এবং মহন্ত বিদায় হয়। কমিটির সম্পাদক গোপাল রায় বলেন, 'গত শনিবার অধিবাস এবং রবিবার সারাদিন কীর্তন হয়। সোমবার ভোগপ্রসাদ খেতে আশপাশের গ্রামের অনেকে এসেছিলেন।'

ধান কাটায় সময় বাঁচাচ্ছে প্যাডি রিপার

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : শহর থেকে একটু দুরে গেলেই এখন দেখা যাবে এক পরিচিত ছবি। চারিদিকে হয় সোনালি ধানের খেত, নাহলে কোথাও ধান কাটার কাজ চলছে জোরকদমে। যদিও এই সবকিছুর মধ্যে নতুন যে জিনিসটি সকলের চোখে পড়ছে সেটি হল প্যাডি রিপার। বহুবছর ধরেই ধান কাটার সময় কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল শ্রমিকের অভাবে। এছাড়া বর্তমানের অগ্নিমূল্যের বাজারে একজন শ্রমিকের মজুরিও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই অবস্থায় যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে ধান কাটায় অর্থ এবং সময় দুই ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সাশ্রয় হচ্ছে তাঁদের।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকলিগুড়ি এলাকায় ইতিমধ্যেই ধান কাটার যন্ত্রের মাধ্যমে বিঘার পর বিঘা ধান কাটা হয়েছে। এখনও সেখানে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্যাডি রিপারের মাধ্যমে লাগাতার ধান কাটা চলছেই। এরকমই এক প্যাডি রিপারের মালিক আজাহার সরকারের কথায়, 'প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে টানা ধান কাটা চলছেই। এবছর থেকেই তুফানগঞ্জে যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে।' কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, মেশিনে কাটলে বিঘা প্রতি খরচ ৮০০ টাকা আর সময় লাগে আধ ঘণ্টারও কম। এতে কৃষকের বিঘা প্রতি ৪০০-৫০০ টাকা করে বেঁচে যাচ্ছে। আর এতেই ধান কাটতে যন্ত্রের উপর নির্ভর করছেন কৃষকরা।

যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটা চলছে।

চিকলিগুড়ির কৃষক মকবুল হোসেনের কথায়, 'এ বছর প্রায় আট বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করেছি। এখন ধান পেকেছে। কাটার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই প্যাডি রিপারের মাধ্যমে ধান কাটালাম।' একই কথা শোনা যায় অর্জুন সরকার, অনিল দাস, দেবকুমার সিংদের গলাতেও। সেইসঙ্গে তাঁদের সংযোজন, 'যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করলে ফলন অনেক বেশি হয় এবং রোগপোকার আক্রমণও কমে যায়। তেমনি যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটলে যেভাবে জমিতে বিছিয়ে দেয়, তাতে শুকোতে সুবিধা হয়।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ তাপস দাস বলেন, 'শ্রমিকের অভাব দেখা দেওয়ায় কৃষকরা যন্ত্রনির্ভর হচ্ছেন। যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ ও কাটার ক্ষেত্রে কৃষকের খরচ অনেকটাই কমে যায় এবং সময়ও কম লাগে।' তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে এবছর প্রায় ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবছর পদ্ধতি মেনে কৃষকরা ধান চাষ করায় ল্যাদাপোকা সহ অন্যান্য রোগপোকার আক্রমণ সেভাবে হয়নি। তাই ফলন অনেকটাই বেড়েছে। যেসব কৃষক যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করেছিলেন তাঁদের ফলন বিঘা প্রতি ১৫ মনের মতো হয়েছে। এমনিতে এবছর গড়ে ফলন হয়েছে বিঘা প্রতি ১২ মন করে। আর তুফানগঞ্জজুড়ে ১৫-২০টি প্যাডি রিপারের মাধ্যমে সেই ধান এখন কাটা চলছে। তবে এর জেরে ধান কাটায় তাঁদের কাজ অনেকটাই কমবে বলে শ্রমিকদের একটি অংশ আশঙ্কা করছেন।

ফের চুরি

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ যেন চোরের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কখনও মন্দিরের সামগ্রী, কখনও গৃহস্থের ঘরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। রবিবার রাতে ফের চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এদিন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের গ্রিলের তালা ও ঘরের দরজা ভেঙে পানীয় জলের ফিল্টার মেশিন চুরি করে দুষ্কৃতীরা।

এলাকার নিরাপত্তায় তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট মিলিয়ে ৬০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। শুধু তুফানগঞ্জেই ৩৫টি ক্যামেরা বসেছে। গত শনিবার তার উদ্বোধন হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দপ্তরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। কিন্তু উদ্বোধনের ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ঘটল চুরির ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল বর্মন বলেন, 'এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরও চুরির ঘটনা ঘটল। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী জানান, তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ক্র্যাশ ব্যারিয়ার দাবি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা ২৫ মিনিট। একদিক থেকে আসছে পাথরবোঝাই ট্রাক অন্যদিক থেকে আসছে দুটি বাইক। এক বাইক আরোহী অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। অফিস টাইমে রাস্তাটি প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকা সেতু থেকে নেমেই পথটি প্রায় ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো বাঁক নিয়েছে। রাস্তার ধারে নেই কোনও পাকা খুঁটি। রাস্তা থেকে সমতল জমি অনেকটাই নীচে। উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনও গাড়ি নীচে গড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাই, রাস্তার দু'দিকে দুর্ঘটনাপ্রবণ ওই বাঁকে বিম ক্র্যাশ ব্যারিয়ার বসানোর দাবি উঠেছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ির উল্লারঘাটে রায়ডাক নদীর উপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে তৈরি হয়েছে 'উল্লারখেওয়া সেতু'। প্রায় আড়াই মাস আগে এর উদ্বোধন হয়। তুফানগঞ্জ-১ ও ২ ব্লকের যোগাযোগের অন্যতম সহজ পথ এই সেতু। তুফানগঞ্জ থেকে এই সেতু পেরিয়েই হরিরহাট, বক্সিরহাট, ধলডাবরি, রসিকবিল সহ নানা এলাকায় যাতায়াত করা যায়। ব্যস্ততম এই সেতুর উপর ছাত্রছাত্রী, অফিসযাত্রী সহ লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। আগে তাঁদের ঘুরপথে যাতায়াত করতে হত। সেতুটি উদ্বোধনের পর থেকেই বাইক, টোটো, অটো, ট্রাক হরদম চলাচল করছে। বিশেষ করে অফিস টাইমে সেতুটিতে চরম ব্যস্ততা দেখা যায়। তখন কে কার আগে যাবে তার যেন প্রতিযোগিতা চলে। গাড়িগুলির গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিই থাকে। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। গৌরাঙ্গ সরকার নামে এক বাইক আরোহীর কথায়, 'বহু সময় অফিস টাইমে তাড়াহুড়ো করে যেতে হয়। উল্লারখেওয়া সেতুর দু'দিকে বিপজ্জনক বাঁকে বিম ক্র্যাশ ব্যারিয়ার বসানো খুবই জরুরি। এখন গাড়ির গতি অনেকটাই বেড়েছে। রাস্তায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়।' টোটোচালক হারাধন শীল বলেন, 'এই সেতুর সংযোগকারী রাস্তা অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। তার উপর রাস্তার ধারে কোনও খুঁটি বা ব্যারিয়ার নেই। কিছুদিন আগেই অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছি।'

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

অন্দরান ফুলবাড়ির রায়ডাক সেতু এলাকায় নেই ক্র্যাশ ব্যারিয়ার।

কালোবাজারির বিরুদ্ধে পথে

কোচবিহার ব্যুরো

১৮ নভেম্বর : সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনে নেমেছে অল ইন্ডিয়া কিষান খেত মজদুর সংগঠন। সোমবার তারা কোচবিহার-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা ও পুণ্ডিবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দেয়। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে পুণ্ডিবাড়িতে সারের ব্যাপক কালোবাজারি চলছে।

অবিলম্বে কালোবাজারি বন্ধ করা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে এদিন নিরাপত্তার দাবিতে সার ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীরা কোচবিহার-২ বিডিও, ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা এবং পুণ্ডিবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দিয়েছেন। কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি মূল্যে সার বিক্রি করা এবং প্রত্যেক দোকানে নির্ধারিত মূল্যের তালিকা ঝোলানো সহ আট দফা দাবিতে মেখলিগঞ্জ মহকুমা কৃষি অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দেয় অল ইন্ডিয়া কিষান ও খেত মজদুর সংগঠন। সংগঠনের তরফে একটি মিছিল মেখলিগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে কৃষক সমাবেশ হয়েছে। সংগঠনের তরফে জগদীশ অধিকারী বলেন, 'সুলভ মূল্যে কৃষিসামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থার পাশাপাশি কৃষকদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে আমাদের এই আন্দোলন।'

গাঁজায় কোপ

দিনহাটা, ১৮ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকের লাঙ্গুলিয়া, তালাপাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫ বিঘা জমির গাঁজা গাছ কাটে পুলিশ। সোমবার পুলিশ জানায়, এরকম অভিযান লাগাতার চলবে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন আজাদ

হলদিবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : দেওয়ানগঞ্জ ডায়নামো এফসি-র শাহানুর ইসলাম ও ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ট্রফি নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আজাদ সেভেন স্টার জলপাইগুড়ি। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে নিউ চ্যাংরাবান্ধা এনবিডিসি-কে হারিয়েছে। সেরা খেলোয়াড় আজাদের লাল্টু মহম্মদ। সেরা ডিফেন্ডার জনতা গ্যারেজ দলের সুমন সরকার। সেরা মিডফিল্ডার এনবিডিসি-র দিল মহম্মদ। সেরা গোলকিপার একই দলের সুরজ। অন্যদিকে, মহিলাদের প্রদর্শনী ফুটবলে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প ২-০ গোলে জনি কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে জয় পায়।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে আজাদ সেভেন স্টার জলপাইগুড়ি। সোমবার।

রবির ৬৭

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : এনটিসি কাপ ক্রিকেটে সোমবার রেনাক্স একাদশ পশারিহাট ৬৯ রানে ধ্রুব একাদশ তুফানগঞ্জকে হারিয়েছে। টসে হেরে প্রথমে রেনাক্স ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। জবাবে ধ্রুব ৯.১ ওভারে ৮২ রানে গুটিয়ে যায়। ৬৭ রান করেন ম্যাচের সেরা রেনেক্সের রবি সিং রাজপুত।

অন্য ম্যাচে আপ্পু সংঘ চৌধুরীহাট ৪ উইকেটে লেটেক্স প্রো হ্যামিল্টনগঞ্জের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে লেটেক্স ১১.২ ওভারে ১৪৭ রান তোলে। জবাবে +আপ্পু ১১.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাজ কুমাল ৪০ রান করেন।

৪ উইকেট আদর্শর

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার বোঞ্জের ক্লাব ৫ উইকেটে জয়হিন্দ ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে জয়হিন্দ ৩৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ৯৫ রান তোলে। সোভেত মাহাতো ৩৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা আদর্শ সরকার ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বোঞ্জের ৩২ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৬ রান তুলে নেয়। মৃগাঙ্ক দেবনাথ ৩০ রান করেন। রাহুল বর্মন ১১ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে বয়েজ ক্লাব ও মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ।

জমে উঠেছে মরশুমি ফুলের চারা বিক্রি

প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ১৮ নভেম্বর : শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। মরশুমের গোড়াতেই বাড়তে শুরু করেছে বাঙালির গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ শীতের বাহারি ফুলের চাহিদা। ফুলের চারা কিনে বাড়ির ছাদ, উঠোন, বাগানের শোভা বাড়াতে যেন তর সইছে না ফুলপ্রেমীদের। সেই সুবাদেই জমে উঠেছে মরশুমি ফুলের চারা বিক্রি। মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের বাজারেও বেশ পসরা জমিয়েছে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জারবেরা, ক্যালেন্ডুলা, গাজানিয়ার মতো বিভিন্ন বাহারি ফুল। তবে প্রচুর দোকান না থাকলেও হাটের দিনগুলোতে অস্থায়ী দোকানে ফুলের পসরা সাজিয়ে বসতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে।

দেদার বিকোচ্ছে রকমারি ফুলের চারা। জামালদহে।

আশপাশের গ্রামের মানুষ জামালদহে হাটের দিনে কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের চারা গাছ কিনছেন। চারা গাছগুলি ৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে। ফুলগাছের চাহিদা দেখে বেশ দু'পয়সা লাভের আশা করছেন ফুলচাষিরা।

জামালদহে হাটের দিনগুলিতে এসে ফুলের চারা বিক্রি করেন ধূপগুড়ির সুশান্ত বিশ্বাস। তিনি বললেন, 'জামালদহে সেরকম ফুলের চারা কেউ বিক্রি করে না। তাই আমি প্রায় পাঁচ বছর ধরে ধূপগুড়ি থেকে এখানে এসে প্রয়োজন মতো ফুলের চারা বিক্রি করছি। আমার বাড়িতে নার্সারি রয়েছে। অনেক সময় অনেকেই গাছের চারা অর্ডার দেন। অর্ডার মাফিক জোগান দেওয়ার চেষ্টা করি।' সুশান্ত জানালেন, মরশুমি ফুলের গাছ যেমন রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে রেডিমেড ফুলগাছ ও চারাগাছ তৈরি হচ্ছে তাঁর নার্সারিতে। মাসখানেকের মধ্যেই ফুলগাছ তৈরি হয়ে যায়। জামালদহে হাটে সেই রেডিমেড ফুলগাছই বিক্রি হচ্ছে। জামালদহের তনুশ্রী সাহা বলছেন, 'বাড়িতে ছাদে শখের বশে ফুল গাছ লাগাই। আগে জামালদহে সেভাবে চারাগাছ পাওয়া যেত না। এখন বিভিন্ন জাতের বাহারি ফুলের চারা পাওয়া যায়।'

ফের মলে আগুন

সোমবার ফের আগুন লাগে কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে। পাঁচ মাস আগেও একবার আগুন লেগেছিল। এদিন মলের দ্বিতীয় তলা থেকে ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে সবাইকে নিরাপদে বের করা সম্ভব হয়েছে।

কবীরের দাবি

ভরতপুরের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে পূর্ণ সময়ের পুলিশমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বলে মন্তব্য করলেন।

ব্যবসায়ী ধৃত

অনুমতি ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন এক কাপড় ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে চলে আসেন তিনি। তাঁকে আটক করে শিবপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কোর্টের নির্দেশ

ব্যক্তিগত ঋণখেলাপির জন্য আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অমান্য করায় রাঁচি থেকে অভিযুক্তকে সোমবার গ্রেপ্তার করার জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

নার্সকে হেনস্তা

তৃণমূল কাউন্সিলারের দাদাগিরি

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৮ নভেম্বর : দুবরাজপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। তাঁর বিরুদ্ধে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ঢুকে সোমবার ভোরে নার্সকে হেনস্তা, কর্তব্যরত পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

নার্স অর্পিতা দাসের অভিযোগ, এদিন ভোর ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিন হাসপাতালে ঢুকে প্রেশার মাপাতে চান। একটু অপেক্ষা করতে বলায় তিনি রুদ্রমূর্তি ধরেন। 'আমি কে, আগে জানবি', বলেই তাঁর গায়ের চাদর টান মেরে খুলে মেঝেতে ফেলে মাড়িয়ে তাঁকে সেটি তুলতে বলেন। কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী বাধা দেওয়ায় তাঁকে থাপ্পড় মারেন। বিষয়টি লিখিতভাবে দুবরাজপুর থানা ও ব্লক মেডিকেল অফিসারকে জানানো হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন।

আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করা ও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি জানিয়েছিলেন।

অভিযুক্ত কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিন ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, 'চিকিৎসা করাতে ভোর সওয়া তিনটে নাগাদ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কর্তব্যরত নার্স চাদরমুড়ি দিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসেছিলেন। শুধুমাত্র আমার প্রেশার দেখতে বলায় তিনি আমাকে কড়া কথা শোনান। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর যখন প্রেশার দেখতে এলেন না তখন কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে।' পুলিশকর্মীকে মারধর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার জামার কলার ধরে পুলিশকর্মী টানাটানি করছিলেন, তখন ভুলবশত আমার হাত চলে গিয়েছে।'

এ ব্যাপারে দুবরাজপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা জানান, সর্বত্র মানুষ তৃণমূলের দাদাগিরি দেখছে। দলীয়ভাবে এই ঘটনাকে ধিক্কার জানাই। পুলিশ এবং হাসপাতাল প্রশাসনের অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বীরভূম জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এমন ঘটনায় কাউন্সিলারের জড়ানো উচিত হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও নিগৃহীত নার্স অভিযোগ জমা দিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত করে সঠিক তথ্য উদ্ধার করুক। তৃণমূল কাউকে মারধর করা বা এমন ঘটনাকে প্রশ্রয় দেয় না।' দুবরাজপুর ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ সালমান মণ্ডল জানান, কর্তব্যরত নার্সকে হেনস্তার অভিযোগ মিলেছে। প্রশাসনিকভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রি আড়ি ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'জেলায় চিকিৎসক, নার্সের ঘাটতি আছে। এই অবস্থায় রাতে কর্মরত নার্স বা চিকিৎসকদের উপর হামলা সহ্য করা হবে না। পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।' দুবরাজপুর পুলিশ ঘটনার তদন্ত চলছে বলে দাবি করেছে।

বিধানসভায় আলোচনায় উদ্যোগী রাজ্য সরকার

সংবিধান রক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষার দাবিতে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে বিধানসভায় এই প্রস্তাব পেশ হবে। প্রস্তাবের ওপর দু'দিনের বিতর্কে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, ২৫ নভেম্বর শুরু হবে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। কেন্দ্র বিরোধিতায় রাজ্যের আনা এই প্রস্তাবকে ঘিরে অধিবেশন সরগরম হওয়ার সম্ভাবনা।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন আনতে বিভাজনের রাজনীতি ও মেরুকরণই যে তাঁদের অস্ত্র সেই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এই আবহে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনার সূত্র ধরে রাজ্যে দুর্গাপুজো থেকে হালফিলের কার্তিক পুজোর অনুমোদন না দেওয়া, শোভাযাত্রায় গণ্ডগোল ও মূর্তি ভাঙার

মতো একাধিক ঘটনায় তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। বসে নেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসের উদযাপনে সংবিধান সুরক্ষার দাবি তুলে বিধানসভার অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২২ নভেম্বর বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়বে।

সম্প্রতি, এক দেশ, এক ভোট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু ও সেই সূত্রে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত কেন্দ্রের পদক্ষেপকে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গুরুতর আক্রমণ বলে মনে করে তৃণমূল। এই প্রশ্নে বাম ও কংগ্রেসও তৃণমূলের পাশে। সম্প্রতি ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিতণ্ডার পর সাময়িকভাবে তা থামলেও, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই বিষয়ে সংসদে বিল আনার সম্ভাবনা। বিধানসভার অধিবেশনের সঙ্গেই শুরু হবে সংসদের অধিবেশন। ফলে, এ নিয়ে দিল্লির সংসদের উত্তাপও ছড়াবে বিধানসভায়।

অতীতেও বিধানসভায় সংবিধান দিবস উদযাপন হয়েছে। কিন্তু এবার অধিবেশন থাকায় ওই দিন এই ইস্যুতে আলাদা করে প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্র বিরোধিতায় সুর চড়াতে চায় রাজ্য। প্রস্তাবের বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা মনে করি, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির হাতে দেশের সংবিধান সুরক্ষিত নয়। সেই কারণে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিধানসভায় প্রস্তাব আনার কথা ভাবা হয়েছে। ২২শে বিধানসভার বিএ কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব চূড়ান্ত হবে।'

কুয়াশার ধোঁয়াশা... *সোমবার সকালে ময়দানে চলছে শরীরচর্চা। ছবি : আবির চৌধুরী*

তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের কড়া বার্তা

দুর্নীতিতে জড়িতদের রেয়াত নয় আর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : 'আবাস যোজনা'য় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া দলের নেতা-কর্মীদের আর রেহাই নয়, এই মর্মে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠিয়েছে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। সোমবার দলীয় সূত্রে খবর, বাংলা আবাস যোজনার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে দলের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পেলেই স্থানীয় নেতাদের কড়া হাতে মোকাবিলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে বাংলা আবাস যোজনায় প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ রাজ্যবাসীকে টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তার আগে এমন অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া ফতোয়া, 'কাউকে রেয়াত করা চলবে না। তা তিনি দলের যেই হোন না কেন। দলীয় স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানাতে হবে। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।'

দলনেত্রীর এই ফতোয়া সম্পর্কে এদিন দলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার মন্তব্য, বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে দলনেত্রীর এমন কড়া ভূমিকায় সায় রয়েছে 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। অনেক আগেই 'উন্নততর তৃণমূল' গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। ওই প্রক্রিয়ায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে দলের অসৎ নেতা-কর্মীদের বাছাই করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন অভিষেক। দলনেত্রীও এবিষয়ে তাঁর মতকে সায় দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, অভিষেক তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়ে দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তিনি রাজ্যজুড়ে সফর ও প্রচারে নামবেন। তার আগে দলের নেতা-কর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি একেবারে উপড়ে ফেলতে চান। এনিয়ে তাঁকে যেন প্রচারে গিয়ে অভিযোগ শুনতে না হয়।

দলের অন্দরের খবর, ইদানীং প্রায়ই কোনও না কোনও জেলায় আবাস দুর্নীতির নানা অভিযোগে দলের নেতা-কর্মীদের নাম জড়ানোর খবর প্রকাশ্যে আসছে। এদিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মথুরাপুর থেকে এমন অভিযোগের কথা তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের কানে পৌঁছেছে। তাতেই বিচলিত নেতৃত্ব। কীভাবে দল জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ নেবে, তাও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে।

দলের নির্দেশ, অভিযোগ পেলেই অভিযুক্ত নেতা-কর্মীদের আগে শোকজ করতে হবে। উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাদের বিরুদ্ধে দলকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও পাঠাতে হবে। সম্প্রতি দলনেত্রী ও দলের এই বার্তা জেলায় জেলায় পাঠানোর পরও এমন বহু অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় ক্ষুব্ধ নেত্রী। তার প্রেক্ষিতেই নতুন করে ফের জেলা নেতৃত্বকে কড়া বার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, দলের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুধু কড়া ব্যবস্থাই নয়, পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও নির্দেশে জানানো হয়েছে।

সুরতহালে উপস্থিতদের সাক্ষ্যগ্রহণ কোর্টে

গাড়ি চাপড়ে সঞ্জয়ের আওয়াজ রুখল পুলিশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : এগারো বছর আগে কুণাল ঘোষের সরকার বিরোধী মন্তব্য আড়াল করতে প্রিজন ভ্যান চাপড়ে আওয়াজ চাপার চেষ্টা করত পুলিশ। আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ক্ষেত্রেও একই পন্থার পুনরাবৃত্তি হল। সোমবার বিচার প্রক্রিয়ার পঞ্চম দিনে শিয়ালদা আদালতে আনা হয় সঞ্জয়কে। সেই সময় প্রিজন ভ্যানের হর্ণ জোরে বাজানো হয়। গাড়ির ছাদে হাত দিয়ে চাপড়াতে থাকে পুলিশ। এর ফলে সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর উপস্থিত সংবাদমাধ্যম ও জনগণের কান পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। এদিন সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী আদালতে জামিনের আবেদন জানান। তবে বিচারক মন্তব্য করেন, 'যদি তথ্যপ্রমাণ লোপাটের আলাদা মামলা হত তাহলে ৭ দিন পেরিয়ে গেলেই তারা জামিন পেতে পারতেন। কিন্তু তাদের মূল মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। তাই জামিন নিতে গেলে উচ্চ আদালতে যেতে হবে।'

শুক্র, শনি ও রবিবার ছুটির দিন থাকায় বিচারপর্বের শুনানি হয়নি। সোমবার আদালতে আবার শুরু হয় শুনানিপর্ব। তাই আদালতে হাজির করানো হয় সঞ্জয়কে। আদালত চত্বরে বাড়তি নিরাপত্তা অবলম্বন করে পুলিশ। সঞ্জয়কে যে গাড়িতে করে আনা হয় সেই গাড়ির পাদানিতে উঠে ক্রমাগত গাড়ির ছাদে চাপড় মারতে শুরু করে পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি গাড়ির হর্ণ জোরে জোরে বাজানো হয় যাতে সঞ্জয় কিছু বললে তা গাড়ির কাচ

শিয়ালদা আদালতে আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়কে নামানোর আগে গাড়ির ছাদ পিটিয়ে পুলিশের হল্লা। সোমবার।

ভেদ করে বাইরে না আসে। ২০১৩ সালে সারদা মামলায় গ্রেপ্তারির পর কুণাল ঘোষকে আদালতে হাজির করানোর সময়ও পুলিশ এরকম আচরণ করত। একসময় তাঁর কণ্ঠস্বর রুখতে গাড়ি চাপড়ে এবং জোরে শব্দ করে কুণালের আওয়াজ যাতে বাইরে না আসে সেই ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রেও ঠিক একই পদ্ধতিতে কুণালপর্ব আবার ফিরে আসছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিনই আরজি করের অভিযুক্ত সঞ্জয় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি তাকে ফাঁসানোর অভিযোগ করে। তারপর থেকেই বাড়তি নিরাপত্তার পথে হাঁটছে পুলিশ।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন তিনজনের সাক্ষী নেওয়া হয়। আরজি করে নিযাতিতার ধর্ষণ ও খুনের পর ইনকোয়েস্ট (সুরতহাল) রিপোর্ট নিয়ে সংশয় ছিল। ওই সময় উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট, নমুনা সংগ্রহকারী চিকিৎসক ও চিত্রগ্রাহকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় এদিন। এখনও পর্যন্ত ১২ জনের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছে শিয়ালদার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে। এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান, পাঁচটি হার্ড ডিস্ক এবং পাঁচটি ডিভিআর সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার আগে তাদের কোনও যোগসাজশ ছিল কিনা তা জানা প্রয়োজন। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কেস ডায়েরি দেখলে বোঝা যাবে তদন্তের অগ্রগতি কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে। পালটা সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবীর যুক্তি, '৬৫ দিন হয়ে গিয়েছে চার্জশিট জমা পড়েনি। তথ্যপ্রমাণের লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের চার্জ নেই। যেহেতু ৭দিন হয়ে গিয়েছে তাই জামিন পেতেই পারে।'

কয়লা পাচার মামলার চার্জ গঠন ২৫শে

আসানসোল, ১৮ নভেম্বর : আসানসোল সিবিআই আদালতে আগামী ২৫ নভেম্বর কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠন। সোমবার মামলায় সব পক্ষের আইনজীবীদের প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে সওয়াল-জবাব শুনে এমনই নির্দেশ দেন বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। ওইদিন সব অভিযুক্তকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার এই মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এদিনের শুনানিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ কুমারকে অভিযুক্তদের প্রধান তিন আইনজীবী একাধিক প্রশ্ন করেন। শুধু তাই নয়, বিচারকও তাঁর কাছে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চান। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তখন অভিযুক্তদের তিন আইনজীবী শেখর কুণ্ডু, সোমনাথ চট্টরাজ ও অভিষেক মুখোপাধ্যায়কে বিচারক বলেন, 'যখন ট্রায়াল শুরু হবে, তখন আপনারা আবার তথ্য সহ সওয়াল করবেন। সেসময় তদন্তকারী অফিসার জবাব দেবেন। জবাব সন্তোষজনক না হলে পদক্ষেপ করা হবে।' এদিনের সওয়াল-জবাব শেষে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেওয়ার সময় তদন্ত নিয়ে বিচারকের বেশ কিছু পর্যবেক্ষণও জানানো হয়। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনজীবীদের দাবি। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ কুমার চার্জ গঠনের আবেদন জানিয়েছিলেন। ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর কয়লা পাচার মামলায় প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিল সিবিআই। এপর্যন্ত মামলায় সিবিআই আসানসোলের আদালতে তিনটি চার্জশিট জমা দিয়েছে। সেখানে সিবিআই সবমিলিয়ে ৫০ জনকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখিয়েছে। তার মধ্যে বিনয় মিশ্র এখনও ফেরার।

প্রশ্নবাণ

- কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে থাকা স্ফিংসের মূর্তিটি খোঁড়াখুঁড়ি করে কে খোঁজ পান?
- অ্যালোপ্যাথি নামকরণ কে করেছিলেন?
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে এ যুগের একজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের সম্পর্ক আছে, তাঁর নাম কি?

আগের দিনের উত্তর

বুদ্ধদেব বসু, রজনীকান্ত, ঘনাদা।

ঠিক উত্তরদাতা : অরূপ মাহাতো-পুরুলিয়া, সঞ্জীবকুমার সাহা-মাথাভাঙ্গা, সুমনা চক্রবর্তী-জলপাইগুড়ি, সৌরদীপ পাল-ভোটপাট্টি, সৈকত সেনগুপ্ত-জলপাইগুড়ি, মৃণাল মণ্ডল-শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার-মালদা, সুদীপ্তপ্রসাদ মণ্ডল-শিবমন্দির।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

কসবা কাণ্ডে আরও দুষ্কৃতী জড়িত, অনুমান তদন্তকারীদের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : কসবার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় বিহারের আরও দুষ্কৃতী জড়িত। এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা। যে স্কুটারে সুশান্তকে খুনের জন্য নিয়ে আসা হয় বিহারের যুবরাজ সিংকে, তার নম্বরপ্লেট বদলে ফেলেছিল দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নম্বর চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানতে পেরেছেন, নম্বরটি আদৌ ওই স্কুটারের নয়। ঘটনায় এখনও স্কুটারচালক অধরা।

কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে গুলজারের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, গুলজার ওই স্কুটারটি বেশকিছুদিন আগে একজনের থেকে কেনা হয়। স্কুটার বিক্রেতাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানতে চাইছেন স্কুটারটি কবে, কত টাকায় কিনেছিল গুলজার। তার আগেও নম্বরপ্লেট বদলানো হয়েছিল কি না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃতদের মধ্যে দুজন বিহারের বাসিন্দা। তাদের আগেও অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। বিহারে তারা দুষ্কৃতী গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিহার পুলিশের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা।

মাঠে জুনিয়ার ডাক্তারদের দুই সংগঠন

আরজি করে সাফাই, সিবিআই দপ্তরে স্মারকলিপি

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : এই হাসপাতাল নোংরা করবেন না। পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ ও রোগীদের পরিবারের। এই আবেদন নিয়ে সোমবার আরজি কর হাসপাতাল পরিষ্কার করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর ডাকে এদিন সকাল থেকে সাফাই শুরু হয়। পাশে ছিলেন হাসপাতালের কর্মীরা।

জুনিয়ার ডাক্তারদের পক্ষে কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'হাসপাতালে সুস্থ হওয়ার জন্য আসেন রোগীরা। এজন্য হাসপাতালের পরিবেশও পরিষ্কার রাখতে হবে। চিকিৎসার পাশাপাশি সেই কাজেই হাত দিয়েছি আমরা। এটা নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি কেউ যাতে নোংরা না ফেলে তা দেখতে হবে।'

জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট যে সময়ে আরজি কর হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করছেন, সেইসময় জুনিয়ার ডাক্তারদের অপর সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে সিবিআই দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর তিনমাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও বিচার মেলেনি। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে শিয়ালদা কোর্টে শুনানি চলছে।

অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম মুখ শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'সিবিআইয়ের উচিত দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া। তদন্তে যে রিপোর্ট উঠে এসেছে তা সামনে আনা। আমরা দ্রুত বিচার চাই।' অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, ডক্টরস ফ্রন্টের কিছু নেতা অভিযুক্ত সঞ্জয়ের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন।

এদিনই আবার সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' স্বাস্থ্যভবন অভিযান করে। 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে স্মারকলিপি জমা দিতে যান সিনিয়ার ডাক্তাররা। কিন্তু দু'মাসের জন্য স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এজন্য পুলিশ তাঁদের ঢুকতে দেয়নি। এই ঘটনায় ডাক্তারদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়।

লক্ষ্য এক কোটি, হল ১৩ লাখ • অশান্তিকে দোষারোপ সুকান্তর

সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি। ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে নেমে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৩ লাখ সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে রাজ্য বিজেপি। সোমবার শোভাবাজারে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সদস্য কম হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার সাম্প্রতিক অশান্তিকে দুষেছেন তিনি।

২৭ অক্টোবর রাজ্যে এসে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেছিলেন অমিত শা। বাংলার জন্য ১ কোটি সদস্যের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। এরপরে গত ৬ নভেম্বর রাজ্যের সদস্যতা অভিযান নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুঁতো খেয়ে গত ১০ ও ১৭ নভেম্বর দু'দফায় বিশেষ সদস্যতা অভিযান করে বিজেপি। সদস্য করতে বিয়ের

সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পাশে তাপস রায়।

আসরে হানা দেন সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু তা করেও শেষ রক্ষা হল না। রাজ্য নেতৃত্বকে সতর্ক করে বনশল বলেছিলেন, ২০ নভেম্বরের আগে অন্তত ৫০ লাখ সদস্য করতে না পারলে রাজ্য নেতাদের দিল্লির বৈঠকে যোগ না দেওয়াই ভালো। কিন্তু লক্ষ্মণরেখার ২ দিন আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নিজেই ব্যর্থতার কথা কবুল করলেন। এদিন সুকান্ত বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ১৩ লাখ সদস্য সংগ্রহ করা গিয়েছে। অন্তত ৫০ দিন সময় পেলে তবেই, ৫০ লাখ সদস্য করা সম্ভব।' এই পরিস্থিতিতে সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণে রাজ্য কি কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইবে? এই প্রশ্নে, 'সাংগঠনিক বিষয়' বলে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। তবে সুকান্ত এড়িয়ে গেলেও রাজ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য দিল্লির কাছে আরও একমাস সময় চাওয়া হবে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর।

বেলডাঙা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হল। সোমবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি। তিনি ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি জানান। বেলডাঙা সহ গোটা মুর্শিদাবাদে পর্যাপ্ত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার আর্জি জানান তিনি। তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি হতে পারে।

এদিকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার অশান্তিকে ঢাল করেছেন সুকান্ত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'নানা পুজো-পার্বণ, দেব দীপাবলির মতো উৎসব থাকায় সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যপূরণে বাধা পেয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বেলডাঙায় রাজ্য সরকার নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় সদস্য সংগ্রহ করা যায়নি।' এ জন্য দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাই যে দায়ী সেই কথা প্রকাশ্যে না বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে বিক্ষুব্ধ এক রাজ্য নেতা বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে আমাদের সংগঠন দুর্বল। তার ওপর আমরা শুরু করতেই প্রায় এক মাস দেরি করেছি। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে নানা উৎসব থাকায় মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায়নি, এই যুক্তি আংশিক সত্য হলেও, মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় নেটওয়ার্কের কারণে সদস্য সংগ্রহে বাধার অজুহাত নিছক তামাশা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল না করে রাজ্য নেতাদের উচিত সংগঠনের দুর্বলতাকে স্বীকার করা।'

মঙ্গলবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৯ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮০ সংখ্যা

উন্নয়ন ও ভাগাভাগি

'জন্মদিন' কবিতায় 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' অর্জনের কথা শুনতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের আর্তি আজ বিস্মৃত। বিশেষ করে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এমন মিল পাওয়া দুষ্কর। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিধানসভার ভোট আসন্ন। গত ১৩ নভেম্বর হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের ১০ সহ দেশের ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। লোকসভা ভোটে ৪০০ পারের স্লোগান মুখ থুবড়ে পড়ার পর উপনির্বাচনে ভালো ফলের জন্য বিজেপি মরিয়া।

সেই লক্ষ্যে উন্নয়ন নয়, কট্টর হিন্দুত্বই যোগী আদিত্যনাথের হাতিয়ার। তাঁর স্লোগান বিজেপির মুখে মুখে, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে।' মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' স্লোগান তো যোগীর সেই কথারই প্রতিধ্বনি। তাহলে মোদি নিশ্চয়ই যোগীর স্লোগানে বিশ্বাসী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের নামে বঙ্গভাগে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। মোদি নীরবই ছিলেন তখন।

সম্প্রতি দিল্লিতে উত্তরবঙ্গের ছয় সাংসদকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন দলের থিংকট্যাংকরা। তাঁদের কাছে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় উন্নয়নের প্রস্তাব চেয়েছে দিল্লি। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বহু নেতা বাংলায় বারবার বলেছিলেন, ছাব্বিশের নির্বাচনই তাঁদের মূল লক্ষ্য। গত লোকসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে বিজেপির থিংকট্যাংকরা বুঝেছেন, শুধু মমতা-অভিষেক কিংবা তৃণমূলের বাপবাপান্ত করলে হবে না। মানুষ তাঁদের দুর্নীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভোটারদের মন পেতে উন্নয়ন জরুরি।

তাই এবার উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই বিধানসভা নির্বাচনে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম পার্টি। গেরুয়া পার্টির প্রভাব এখনও থাকায় উত্তরবঙ্গকে বাছাই করা হয়েছে। এখানেই ওই স্লোগানের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ৫৪টি বিধানসভা আসন। সেগুলিতে উন্নয়নের খসড়া তৈরি চলছে এখন। সাংসদরা এই সুযোগে বাড়তি উন্নয়নের খতিয়ান বানাতে ব্যস্ত। একান্ত আলাপচারিতায় তাঁরা সেকথা স্বীকারও করছেন।

তাঁদের খসড়ায় প্রাধান্য পাচ্ছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ, চিকিৎসা, পর্যটন, গঙ্গাভাঙন রোধ, সীমান্ত সুরক্ষা ইত্যাদি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটন নিয়ে পরিকল্পনা করছেন। আলিপুরদুয়ারের মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ির জয়ন্ত রায় জুড়েছেন চা শ্রমিকদের সমস্যা। মালদা উত্তরের খগেন মুর্মু গঙ্গার ভাঙন রোধকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। রায়গঞ্জের কার্তিকচন্দ্র পালের নজরে এইমস ধাঁচের হাসপাতাল। বালুরঘাটের সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণ দিনাজপুরে রেল ব্যবস্থার আরও উন্নতির কথা বলেছেন।

রাজ্য বিজেপির এক উঁচুতলার নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সব সাংসদকে নিজের এলাকার সমস্যা, উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। সকলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ, চলতি মাসেই ছয় সাংসদের প্রস্তাব দিল্লি যাবে। কেননা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করা হবে।

কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা আসতে পারে বলে দিল্লির আগাম অনুমান। তখন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে উন্নয়নের বিরোধিতার কথা প্রচারে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এই নীল নকশা কতটা কার্যকর হবে, ২০২৬-এ তার উত্তর মিলবে। রাজ্যে বিজেপির মূল চ্যালেঞ্জ ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যকে আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ।

হাজারো কেন্দ্রীয় টিম পাঠিয়ে, কেষ্ট-বালুদের জেলে ঢুকিয়েও শুভেন্দুদের তোলা তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণে এখনও ব্যর্থ কেন্দ্র। ফলে পদ্ম পার্টির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব উঠে আসছে। এসব ২০২৬-এ তৃণমূলের অস্ত্র হবে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হয়ে উঠবে রাজ্য ভাগের ইস্যু।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

সবুজ ছাদহীন বনে আগাছার ঝোপ

উত্তরবঙ্গে গভীর বনের সবুজ ছাদ কিছুটা উধাও। হোমস্টে নিয়ে কেউ বোঝেনি সরকারি নির্দেশের মর্মকথা।

বিমল দেবনাথ

শুভজিৎ দত্ত

পর্যটন হল বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে দূরে থেকেও ঘরের আরামে নানা আনন্দ-উদ্দীপনা উপভোগ করা। নানা বিনোদনে অবসর যাপন করা। আদিকালে এমনটা ছিল না। ভ্রমণ ছিল খুব কঠিন। কারণ দুর্গম পরিবেশ ও অনুন্নত যোগাযোগ। ট্র্যাভেল কথাটাও এসেছে ট্র্যাভেইল থেকে, যার অর্থ হল যন্ত্রণা জড়িত শ্রম। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে শুরু হয় আধুনিক পর্যটন। বর্তমানে পর্যটনের অনেক লক্ষ্য যেমন সংস্কৃতি, অ্যাডভেঞ্চার, গার্হস্থ্য, ধর্ম, কৃষি, পর্বত, বন্যপ্রাণী, ইকোট্যুরিজম, সৈকত, অবসর, গ্রাম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গ যেন বর্ণময় হিমালয়ের কোলে এক হুরি। সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল, নেওড়াভ্যালি, মহানন্দা, গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা ইত্যাদির ঘন বন ও অসংখ্য চা বাগানের পরিধানে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স সত্যিই যেন স্বর্গের এক পরি। অসংখ্য নদী, ঝোরার বরফ গলা ও মাটি চুয়ানো কাকচক্ষু জল। সবুজ গ্রাম তার বিচিত্র দামন। নানা রংবেরঙের পাখির কলতান তার স্বর ও সুর। হাতি, বাঘ, লেপার্ড, ভালুক, গন্ডার ইত্যাদি যেন তার বাহন। ' স্লিপিং বুদ্ধ'কে বুকে নিয়ে শিয়রে বসে স্বপ্ন দেখায় পাহাড়ের রানি দার্জিলিং। মালদা, কোচবিহার ও দুই দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেন লুকোনো হিরের টুকরো। নানা জাতি, উপজাতি ও জনজাতির সংস্কৃতি তার গলার রত্নহার। এককথায় উত্তরবঙ্গ পর্যটনের 'হটস্পট'।

উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা এখনও মানুষের স্মৃতিকে পীড়া দেয়। রানির সৌন্দর্যে ডুব দেবার কষ্টার্জিত ভ্রমণের ইতিহাস বহু পুরোনো হলেও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নান্দনিক জায়গাগুলোতে পর্যটকের পা ছিল ডুমুরের ফুল। সম্প্রতি যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে সুন্দর জায়গাগুলোতে পর্যটকের পা ঘাসফুলের মতো ফুটলেও সুসংহতভাবে কাশ্মীরের টিউলিপ বাগান হয়ে ওঠেনি। উত্তরের পর্যটন তুলনায় নতুন হলেও উদ্যোগের অভাব রয়েছে সব পক্ষের।

বর্তমান ব্যস্ত দুনিয়াতে ওয়েবসাইট হল যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। সময় বাঁচাতে মানুষ লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা লকার খুলে ভ্রমণে বের হওয়ার আগে পরিকল্পনা করে। ডিজিটাল যুগে একটা ওয়েবসাইট থাকা স্ট্যাটাস সিম্বল হলেও তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি অনেকেই। অধিকাংশ ওয়েবসাইট অসম্পূর্ণ তথ্য বা ভুল তথ্যে ভরে থাকে। বিপদে পড়ে মানুষ। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের অবস্থা খুব সুখদায়ী নয়।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন এখনও পাহাড় ও জঙ্গল নির্ভর। বিদেশের মতো সংস্কৃতি, গার্হস্থ্য, কৃষি, অবসর, গ্রাম ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির ওপর পর্যটনের কোনও ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। মনোরম চা বাগান, সবুজ গ্রামের বৃষ্টি ও সোনালি ধানের হৈমন্তিক আহ্বান তথ্যজালে এখনও ধরা পড়েনি সাধের মাছের মতো। মাটি পায়নি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির গাছ। এই বিষয়ে সরকার বা শিল্পপতি কেউ এখনও আন্তরিক হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু চা বাগান উঁকিঝুঁকি মারলেও সুসংহতভাবে সেগুলো উপস্থাপিত হয়নি। উত্তরের অসংখ্য সুন্দর গ্রাম, নদনদী, দিঘি, ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি এখনও থেকে গেছে ব্রাত্য।

হোমস্টের নামে বন সন্নিহিত গ্রামগঞ্জে, পাহাড়ের ঢালে অট্টালিকা স্বরূপ যে বাড়িগুলো উঠে আসছে সেগুলো দেখলে মনে হয় কর্মকর্তারা বুঝে উঠতে পারেনি হোমস্টের সরকারি আদেশের মর্মকথা। লোকে বলে পর্যটনশিল্পে নাকি বাতাসে টাকা ওড়ে। শুধু ধরতে জানতে হয়। হঠাৎ করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিলাসবহুল রিসর্টগুলো দেখলে 'লোকবাণী' যে একদম মিথ্যা, তা হলফ করে বলা যায় না। অথচ পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরামর্শে আইনসভা সিসমিক জোন, ইকো-সেনসিটিভ জোন ইত্যাদির মতো কত আইন পাশ করেছে। চারপাশের পরিস্থিতি দেখলে ছোটবেলায় শেখা একটা শ্লোক মনে পড়ে- 'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্...'। এই জন্যই হয়তো জলা ও চাষের জমির শ্রেণি পরিবর্তন হয়ে যায়, সরকারি জমি হয়ে যায় বিশেষ ব্যক্তির। জমি হারিয়ে কৃষক হয়ে যায় চৌকিদার। অপরিকল্পিত পর্যটনের জন্য ভূমিকম্পপ্রবণ পাহাড়ের ঢাল ও নদীচরের বাস্তুতন্ত্র যেভাবে নষ্ট হচ্ছে যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়।

বনে-বাদাড়ে ঘোরার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। গভীর বনের সবুজ ছাদ এখন অনেকটা উধাও। সূর্যের আলো পেয়ে সেখানে এখন শুধু আগাছার ঝোপঝাড়। মূলে রয়েছে অর্থ ও পরিকাঠামোর অভাব এবং গ্রাম্য এলাকার অনুন্নয়ন। অনুন্নয়নের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুনাফাখোররা গাছ ছেড়ে ঢুকে পড়েছে সরকারি ভূমিতে। জবরদখল হচ্ছে সরকারি জমি। কে বলতে পারে সর্ষেতে ভূত নেই? তবে অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র-প্রকল্প করে যেটুকু বন এখনও বন্যপ্রাণের আবাসভূমি হিসাবে টিকে আছে সেগুলোও প্রভাবিত পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থার। ইকোট্যুরিজমের নামে পর্যটকদের এই সকল বনে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। বছরে নয় মাস। বর্ষার কারণে জুন ষোলো থেকে সেপ্টেম্বর পনেরো পর্যন্ত বন্ধ। যেহেতু বনাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত পর্যটন অনুমোদিত, আগাম ব্যবস্থা করে বন ভ্রমণে আসতে চাইলে ওয়েবসাইটে মেলে না সব বনের খবর। গরুমারা, জলদাপাড়ার তথ্য ও আগাম টিকিট https://www.wbsfda.org ওয়েবসাইটে পেলেও, পাওয়া যায় না বক্সা, সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল ও নেওড়াভ্যালির টিকিট। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যটক ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভয়ংকর। এটা জানা সত্ত্বেও নানা প্রতিবন্ধকতা কাঁধে নিয়ে চলছে উত্তরের পর্যটন।

হোমস্টের নামে বন সন্নিহিত গ্রামগঞ্জে, পাহাড়ের ঢালে অট্টালিকা স্বরূপ বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় কর্মকর্তারা বুঝে উঠতে পারেনি হোমস্টের সরকারি আদেশের মর্মকথা। লোকে বলে পর্যটনশিল্পে বাতাসে টাকা ওড়ে। শুধু ধরতে জানতে হয়। অপরিকল্পিত পর্যটনের জন্য ভূমিকম্পপ্রবণ পাহাড়ের ঢাল ও নদীচরের বাস্তুতন্ত্র যেভাবে নষ্ট হচ্ছে যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়।

সঠিক পর্যটন প্রকল্প প্রান্তিক প্রদেশে খুলে দেয় এক বড় বাজার। এই বাজারে স্থানীয় কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প সামগ্রী, লোকসংগীত ও নৃত্যের একচেটিয়া অধিকার থাকার কথা। পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতের করবেটে বাঘবনে সারা বছর খোলা থাকে কিছু বনাঞ্চল। উত্তরের বনেও খোলা রাখা হত কয়েকটা টাওয়ার। বন ও ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক অঞ্চলে ইকোট্যুরিজম ছাড়া ভারী শিল্প সম্ভব নয়। সঠিক ইকোট্যুরিজম ত্বরান্বিত করতে পারে এই সকল অঞ্চলের উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে এক সময় উত্তরের কোন কোন বনাঞ্চলের পর্যটন বাজারে বিপণন শুরু হয়েছিল প্রান্তিক মানুষের হস্তজাত সামগ্রী ও লোকসংস্কৃতি। অনেকটা তারা মার্কা হোটেলের 'কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট'-এর মতো। তবে সে চারাগাছ বেড়ে ওঠেনি অজানা কারণে। ভাবতে অবাক লাগে উত্তরের পর্যটন বাজারে এখনও বাহির বাজারের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয়। স্থানীয় কলা ও হস্তশিল্প মারা যাচ্ছে অনাদরে। যারা এই পদ্ধতিকে 'স্পুন ফিডিং' বলে তাদের হয়তো জানা নেই অধিকারের সংজ্ঞা। অধিকার প্রান্তিক মানুষের মনে জাগাতে পারে সরকারি সম্পত্তির প্রতি মালিকানার মনোভাব। প্রান্তিক মানুষ মালিক মনোভাবাপন্ন হলে বাঁচবে বন, বন্যপ্রাণ ও মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। সরকারি আইন মোতাবেক সঠিক পর্যটন প্রকল্প চালু হলে বন্ধ হতে পারে ঘুরপথে গ্রামের অর্থ শহরে পুঞ্জীভূত হবার পথ। পর্যটনশিল্পের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে গ্রাম। তবে মিলেমিশে কাজ করতে হবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে। উন্নত ও তথ্যপূর্ণ করতে হবে জেলা সহ সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইটগুলোকে। বাড়াতে হবে পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো। ভালো হয় পর্যটন সম্পর্কিত সব তথ্য সিঙ্ক্রোনাইজড করা থাকলে। আঙুলের আগায় তথ্য সুড়সুড়ি দিলে পর্যটক উত্তরবঙ্গে আসবেই। আর এটা ঘটলে উত্তরের পর্যটন সোনার ডিম পাড়া হাঁস হয়ে উঠবে।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯১৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ইন্দিরা গান্ধি।

১৯২৫

গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিহার থেকে কীভাবে অস্ত্র আসতে পারে? পুলিশ করছে কী? অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা বাংলায় ঢুকে যাচ্ছে, পুলিশ কিছু করতেই পারছে না। সুশান্তর উপর হামলা আসলে পুলিশের ব্যর্থতা। পুলিশ ঠিকভাবে কাজ করছে না।

- সৌগত রায়

ভাইরাল/১

কুকুরের প্যারাগ্লাইডিংয়ের ভিডিও ভাইরাল। ভ্যানিলা নামে কুকুরটি তার মালিকের কোলে আরাম করে বসে রয়েছে। ভয়ের চিহ্ন নেই। মালিকের সঙ্গে প্যারাগ্লাইডিং সে বেশ উপভোগ করছে। মালিকের বক্তব্য, ও সাহসী। কিছুতেই ভয় পায় না।

ভাইরাল/২

ট্রেনের জেনারেল কামরায় ওঠার লম্বা লাইন। সেই ভিড় এড়িয়ে শর্টকাটে কিছু যাত্রীর জায়গা নিশ্চিত করে দিলেন এক কুলি। তিনি প্যাসেঞ্জারদের দু-হাতে তুলে ইমার্জেন্সি জানলা দিয়ে কোচের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে তাঁদের মালপত্র। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন ফ্যাশন শো-এর জায়গা না হয়

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চল হোক বা গ্রামাঞ্চল, সর্বত্র শিক্ষিকারা চোখে, মুখে, গালে ও ঠোঁটে প্রসাধনী রং দিয়ে নিজেকে সং সাজিয়ে স্কুলে আসছেন, যা ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একেবারে বেমানান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে শুধু শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সেখানে শিক্ষিকারা নিজেদের এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন তাঁরা নিজেদের দেখাতে এসেছেন। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফ্যাশন শোয়ের মঞ্চ নয়, যে তাঁরা সেখানে মডেলিং করতে আসবেন। এতে পড়ুয়াদের মনে যে তাঁদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কি তাঁরা বোঝেন না! যাঁরা সমাজের সম্মাননীয় ব্যক্তিদের অন্যতম, তাঁরাই পড়ুয়াদের কাছে আজ হাস্যকর ও বিদ্রুপে পরিণত। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন সব জায়গায় সবকিছু মানায় না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পথপ্রদর্শক। তাঁদের দেখেই তো পড়ুয়ারা চিনবে ভালোমন্দ সবটা।

অথচ আজকের দিনে শিক্ষিকারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ফ্যাশন শোতে পরিণত করার ফলে তাঁরা পড়ুয়া ও সমাজের অন্যদের কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছেন।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

রংদার রোববারে ফিরে আসুক অণুগল্প

অবসরকালীন দিনযাপনে আমাদের মতো মানুষের সংবাদপত্রই একমাত্র ভরসা। বেশ কিছুদিন থেকে রংদার রোববারের পাতায় অণুগল্প প্রকাশিত না হওয়ায় হতাশ মনে হচ্ছে। এমন অনেক পাঠক আছেন যাঁদের সময় কম, বড় গল্প পড়ার ধৈর্য তাদের থাকে না। কিন্তু অণুগল্প অধিকাংশ পাঠক পড়েন বলে আমার ধারণা।

আমাদের মতো পাঠক যাঁরা পত্রিকার প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে পড়েন এবং যাঁদের সময় কম, বড় গল্প পড়ার সময় নেই, সেইসব শ্রেণির পাঠকের কথা চিন্তা করে রংদার রোববারের পাতায় আবার অণুগল্প ফিরিয়ে আনা হোক।

প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক

কোচবিহার জেলার ২৬টি সার্কেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি দীর্ঘকাল যাবৎ। ফলে ওইসব স্কুল চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা। প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্রধান অভিভাবক। প্রতিটি স্কুল সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক প্রয়োজন। তাই আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ, নিউটাউন।

আমরা একসঙ্গে আছি বইয়ের পাতায়

হতাশা, আত্মহত্যা, দুর্নীতির অংশীদার হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বই থেকে লক্ষ যোজন দূরে থাকা।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

'আমার নাম পেতে হলে' চল্লিশ পাতা বের কর। চল্লিশ পাতায় গিয়ে দেখা গেল 'আমার নাম পেতে হলে' পঞ্চাশ পাতা বের কর। সেখানে গিয়ে হয়তো শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল। হ্যাঁ। আগে স্কুলে পুরোনো বই দেওয়ার চল ছিল। সেখানে এই কাণ্ড ঘটতে দেখা যেত। এই হেঁয়ালির মধ্যে কত পরিচিত সিনিয়ারদের পাওয়া যেত। টিফিনবেলায় তাঁকে বলে দেওয়া 'দাদা! তোমার বই আমার কাছে।'

বালুরঘাটে এডিএম হয়ে এসেছিলেন একজন লেখক। তিনি যে ক'বছর ছিলেন সাহিত্যে বালুরঘাট জমজমাট। আজ এই লেখকের বাড়ি গল্প পাঠ, কাল তমুক উৎসব। মফসসলের লেখকদের জমিয়ে রেখেছিলেন। যে বই-ই বের হোক না কেন সৌজন্য সংখ্যা তাঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া ছিল বালুরঘাটের বাধ্যতামূলক শিষ্টাচার।

একবার এক পুরোনো কাগজ কেনা লোক এক বিখ্যাত আড্ডার চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছেন। সামনে তাঁর ঝুড়িভর্তি বই। দোকানে আসীন আড্ডাবাজদের নজর পড়ল। বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখা গেল উক্ত আমলার বাড়ির সমস্ত সৌজন্য সংখ্যা 'কেজি দরে' বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তিনি বদলি হয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার সময়। তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল বালুরঘাটের লেখক সমাজে- কার কতগুলো বই কেজি দরে বিকোল। হায়, সেই ইন্টেলেকচুয়াল অপমান সইতে হয়েছিল বালুরঘাটের 'সৌজন্য সংখ্যা' বিতরণ করা লেখককুলকে।

বই নিয়ে রকমারি কারসাজির হদিস আজ কি আর পাওয়া যায়? বই ছাপার রেওয়াজ চলতে থাকলেও বই কেনার এইসব মানুষ অন্য জগতের আধার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। তাই বইমেলার মরশুমে গগনবিদারী হাহাকার ছড়িয়ে থাকে জেলা বইমেলার প্রাঙ্গণে। বইয়ে সম্মান, বইয়ে অপমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ভুলে গিয়েছে। তাদের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের তালিকায় বই নেই। বইব্রাত্য বাঙালি বলছে 'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার।' কী গিফট দেবে- এই সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে বইয়ের কথা মনেই আসে না আর!

একসময়ে প্রতি পয়লা বৈশাখে কলেজ স্ট্রিটে বই প্রকাশের ধুমে শামিল বাঙালি আজ পুরোনো পোস্ট কার্ডের মতো হয়ে গিয়েছে। তাঁর বাঙালিত্ব আছে, বইপড়া নেই। মোড়ে মোড়ে গণেশ চতুর্থীর পুজোয় শামিল বাঙালি মানস ভুলেই গিয়েছে- গণেশ আসলে একজন কথক, আসলে একজন লেখক। মহাভারত তাঁর হাত ধরেই। কাজেই ধনের নয়, জ্ঞানের আরাধনাই সমস্ত গাণপত্য মানুষের কর্তব্য।

বই মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। বন্ধু হারিয়ে যায়, বই হারায় না। মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় ভালো বইয়ের সাহচর্যে। তাই এই যে হতাশা, আত্মহত্যা, সীমাহীন দুর্নীতির অংশীদার, সমর্থক কিংবা প্রস্তাবক হয়ে যাওয়ার কারণই হল- বই থেকে লক্ষ যোজন দূরে চলে যাওয়া। ভালো বই যেভাবে মানুষের মূল্যবোধ গড়ে তোলে সেভাবে স্যোশ্যাল মিডিয়ার রিলস পারে না। মানুষের ধৈর্য ও মেধার ক্রমাবনমন ঠেকাতে পারে বই। সম্পদশালী মানুষের সম্পদও 'ভালগার' হয়ে ওঠে যদি না তাঁর বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে নিজস্ব একটি বইকোণ থাকে, যদি না দিনের শেষে অন্তত একটি বার সে পছন্দের বিষয়ের বই তুলে না নেয়, যদি না বইয়ের জন্য তাদের 'বাজে খরচ' নির্দিষ্ট থাকে।

মানুষ কবে জীবনের সঙ্গে আবার বইকে জুড়ে নিয়ে বলবে- হে প্রিয় বই 'আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হল।'

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। হাতে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ৩। নচেৎ, নইলে, অন্যথায় ৫। হনুমান, ভীম ৬। প্রতিজ্ঞা, দিব্য ৭। অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সাধুতম ৯। কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নির দ্বারা পাণ্ডব বন দাহন ১২। মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ১৩। বহু সংখ্যক জীবজন্তুর দলবদ্ধভাবে বিচরণ বা অবস্থান সূচক।

উপর-নীচ : ১। প্রধানত চিকিৎসকের দক্ষ ও পারদর্শী বলে খ্যাতি ২। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। পুত্র, দর্শনীয়, আনন্দদায়ক ৪। গোশালা, গোচারণভূমি, গবাদিপ্রাণীর পাল ৫। রাস্তা, উপায়, দ্বার, ছিদ্র ৭। বছর, অব্দ, সাল ৮। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ ৯। ভৃত্য, সেবক, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ১০। ব্রজ-এর কোমল রূপ, পানের খেত ১১। হরিতকির কথ্যরূপ।

সমাধান ■ ৩৯৯০

পাশাপাশি : ১। ফাটক ৪। চাটাই ৫। বান ৭। দামাল ৮। লক্ষ্মীবার ৯। ধন্বন্তরি ১১। বিগ্রহ ১৩। করী ১৪। ঝিলিক ১৫। চন্দন।

উপর-নীচ : ১। ফায়দা ২। কচাল ৩। মাইফেল ৬। নধর ৯। ধমক ১০। রিমঝিম ১১। বিকচ ১২। হবন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দিল্লিতে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ■ ইম্ফলে সরকার বাঁচাতে হিমশিম বীরেন

জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে রক্তাক্ত মণিপুর

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : শান্তি দূরস্থ, পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে মণিপুরে। নিরাপত্তার কড়াকড়ি সত্ত্বেও হামলা-পালটা হামলায় রাশ টানা যাচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষোভ ও জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের খবর আসছে। রবিবার জিরিবাম জেলার বাবুপাড়ায় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। ঘটনায় খুন্দ্রকপাম আথৌবা নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। কে বিশান নামে এক তরুণকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরই উত্তেজিত জনতা বিজেপি ও কংগ্রেসের ২টি পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তছনছ করা হয়েছে অফিসের আসবাবপত্র। শনিবার ইম্ফলেও বিজেপির একটি পার্টি অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছিল।

এদিকে মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার দুপুরে জরুরি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা ছাড়াও একাধিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ যোগ দিয়েছিলেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

একনজরে

- জিরিবামে পুলিশের গুলিতে মৃত ১
- বিজেপি, কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন
- মণিপুরে ৩টি মামলার তদন্তে এনআইএ
- রাজ্যে আরও ৫০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত
- ইম্ফলে স্তব্ধ জনজীবন

এদিনই মণিপুরের ৩টি মামলার তদন্তের দায়িত্ব এনআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

বিজেপির পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ। মণিপুরের বিষ্ণুপুরে।

শা'র পদত্যাগ দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : মণিপুরে হিংসা ঠেকাতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতার দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাদ দাবি করল কংগ্রেস। সোমবার দিল্লিতে দলের সদরদপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মণিপুরে দলের সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং এবং রাজ্যে এআইসিসির পর্যবেক্ষক গিরিশ চোদানকার। জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে অদ্ভুত এক যুগলবন্দি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতাকে আমল দেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? কেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?' মাসের পর মাস ধরে হিংসা চললেও প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুরে যাচ্ছেন না, সেই প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে রমেশ বলেন, '২০২৩-এর ৩ মে থেকে মণিপুর জ্বলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্বের নানা দেশে ঘুরছেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু মণিপুর যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না।'

ভিনরাজ্যে বিক্ষোভ।। অসমের মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ তিন মহিলা খুনের প্রতিবাদে রাস্তায়। সোমবার গুয়াহাটিতে।

দিনকয়েকের মধ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের একটি দলের ইম্ফল যাওয়ার কথা। এনআইএ তদন্তের আওতায় আসা মামলাগুলি হল, ৮ নভেম্বর জিরিবামে ঘটা জঙ্গি হামলায় এক মহিলার মৃত্যু, সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত। এতদিন এইসব মামলার তদন্ত করছিল মণিপুর পুলিশ। এদিনের বৈঠকের পর সেখানে আরও ৫০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

সংঘাতের তীব্রতা যত বাড়ছে ততই মণিপুরে ক্ষমতাসীন এন বীরেন সিং সরকারের সমর্থক বিধায়কদের ক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে। ইতিমধ্যে দলের ৭ কুকি-জো বিধায়ক নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। রবিবারই রাজ্য সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে এনপিপি। কনরাড সাংমার দলে ৭ জন বিধায়ক রয়েছেন। তাঁরা সমর্থন তুলে নেওয়ার পর সোমবার বিকালে বিধায়কদের বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। সেখানে উপস্থিত বিধায়কদের সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বিধানসভায় বিজেপির ৩৭ জন বিধায়ক থাকলেও বৈঠকে ৩০ জনের মতো বিধায়ক হাজির ছিলেন। শরিক দল এনপিএফ ও জেডিইউ-র বিধায়করা অবশ্য হাজির ছিলেন। এছাড়া অন্তত ১ জন নির্দল বিধায়কও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বলে খবর। এনপিপির কোনও বিধায়ককে বৈঠকে দেখা যায়নি। বিজেপির ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৩১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। বিজেপির কুকি-জো বিধায়কদের একাংশ এবং এনপিপি বিধায়করা সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলেও বিজেপির মেইতেই বিধায়ক, এনপিএফ, জেডিইউ ও নির্দল মিলে ৩৫ জনের বেশি সদস্য সরকারকে সমর্থন করবেন। ফলে রাজ্যে পালাবদল বা অকাল ভোটের সম্ভাবনা নেই বলে সূত্রটির দাবি। এদিনও ইম্ফল উপত্যকায় কার্ফিউ জারি ছিল। বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট। ওষুধের দোকান বাদে অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ ছিল। কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি বাদে রাস্তায় যানবাহনের দেখা মেলেনি।

সংস্কৃত শ্লোকে ব্রাজিলে স্বাগত মোদি

রিও ডি জেনেইরো, ১৮ নভেম্বর : জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে নাইজিরিয়া হয়ে ব্রাজিল পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে দেখতে সোমবার রিও ডি জেনেইরো বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু প্রবাসী ভারতীয়। বিমানবন্দরে ব্রাজিল সরকারের তরফে প্রথামাফিক স্বাগত অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান মোদি। প্রধানমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন প্রবাসীরা। তাঁকে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে শোনান কয়েকজন। তাঁদের পরনে ছিল সনাতন ভারতীয় পোশাক। শ্লোক শুনে দৃশ্যত অভিভূত প্রধানমন্ত্রীকে হাততালি দিতে দেখা যায়। গুজরাটের ডান্ডিয়া নাচও প্রদর্শন করা হয়।

এক্স হ্যান্ডেলে ব্রাজিলবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সময় কাটানোর নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'রিও ডি জেনেইরোতে পৌঁছানোর পর ভারতীয় সম্প্রদায়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।' এদিন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডি'সিলভার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন তিনি। জলবায়ু, পরিবেশ রক্ষা, শক্তিসম্পদ, শিক্ষা সহ নানা বিষয়ে দুই শীর্ষনেতা মতবিনিময় করেছেন।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতারা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। ২০২৩-এ জি২০-র আয়োজক দেশ ছিল ভারত। ১০ নভেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত শীর্ষ বৈঠকে প্রথামাফিক প্রেসিডেন্ট লুলার হাতে গোষ্ঠীর সভাপতিত্বের প্রতীক 'গাভেল' তুলে দিয়েছিলেন মোদি। এবারের সম্মেলনে বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ছাড়াও ইউক্রেন ও গাজা সংকট নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রাজিল সফর সেরে গুয়ানা যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ৫ দশকে প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই দেশ সফর করবেন।

গুজরাটে র‍্যাগিংয়ের বলি ডাক্তারি পড়ুয়া

১৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

পাটন (গুজরাট), ১৮ নভেম্বর : ফের র‍্যাগিংয়ের বলি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া। ঘটনাস্থল গুজরাট। পাটনের ধরপুরে জিএমইআরএস মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে র‍্যাগিংয়ের জেরে। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে বালিসানা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ১৫ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।

র‍্যাগিংয়ের ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে কলেজের হস্টেলে। অভিযোগ, ওইদিন পরিচয়পর্ব চালানোর অজুহাতে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় হোস্টেলকক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ওই সময় ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়া অনিল মেথানিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে যান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পরই তদন্ত শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানায় মৃত পড়ুয়ার পরিবার। কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি অভিযুক্ত ১৫ জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে চিহ্নিত করে এবং তাদের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ও হস্টেল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

কলেজের ডিন হার্দিক শাহ বলেন, 'ঘটনার সময় অনিল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ২৬ জন ছাত্রের বক্তব্য শোনার পর দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।'

সিদ্ধপুর পুলিশের ডেপুটি এসপি কেকে পান্ড্য বলেন, 'র‍্যাগিংয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ১৫ জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।' বালিসানা থানার তদন্তকারী আধিকারিক পিজে সোলাঙ্কি বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী হত্যা প্ররোচনা, বেআইনি আটক, বেআইনি সমাবেশ এবং অশালীন শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।' অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন ওই পুলিশ আধিকারিক।

র‍্যাগিংয়ে ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং প্রতিরোধে কঠোর আইন আনা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তুলেছেন পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং-য়ের কারণে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য আরও শক্ত পদক্ষেপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অভিষেক-কন্যা মামলা

তদন্তে ৭ নাম পেশ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদালতের নির্দেশে রাজ্যের তরফে ৭জন আইপিএস আধিকারিকের নাম জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা। গত শুনানিতে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ঘটনার তদন্তের জন্য বাংলা ক্যাডারের ৭ আধিকারিকের নামের তালিকা দিতে হবে রাজ্যকে। তবে সেই আধিকারিকদের বাড়ি বাংলার বাইরে হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে অন্তত ৫ জনকে হতে হবে মহিলা। সেই নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার ৭ জনের তালিকা জমা দিয়েছে।

সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৫ নভেম্বর।

মাস দুয়েক আগে, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এক মিছিল থেকে অভিষেকের মেয়েকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন ডায়মন্ড হারবারের দুই মহিলা রেবেকা খাতুন মোল্লা ও রমা দাস। সেপ্টেম্বরে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তবে পুলিশি অত্যাচার এবং শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে দুই মহিলা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে।

ইউনূসের নিশানায় আওয়ামি লিগ

হাসিনার বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত শেষের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধগুলির তদন্ত শেষের নির্দেশ দিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। সোমবার তিন সদস্যের ট্রাইবিউনালের প্রধান বিচারপতি গোলাম মোর্তুজা মজুমদার ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্তকারীদের কাজ শেষ করতে বলেছেন। হাসিনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তৎপরতার মধ্যেই আগামী দিনে তাঁর দল আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে ইউনূস সরকারের অন্দরে। এদিন ট্রাইবিউনাল আইন সংশোধনের খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন খুন, গুম, নির্যাতনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেগুলির স্বীকৃতি স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে যাবে। এর আগে ছাত্রলিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

তবে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করা হোক বা না হোক, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হওয়ায় রীতিমতো হতাশ বিএনপি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'নির্বাচন হলে বাংলাদেশের অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যত দ্রুত নির্বাচন হবে জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।' অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে বিএনপি নেতা বলেন, 'এই ধরনের সরকার যত বেশিদিন ক্ষমতায় থাকবে তত সমস্যা তৈরি হয়। কারণ, এদের হাতে জনাদেশ নেই। এরা নির্বাচিত সরকার নয়। যত দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ততই মঙ্গল।' এর জবাবে তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা তথা ছাত্র সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার কেয়ারটেকার সরকার নয়। তাই শুধু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এই সরকারের কাজ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শেষে নির্বাচন করানো হবে।'

৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন শেখ হাসিনা। সেই থেকে ১০০ দিনের বেশি তিনি ভারতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পাশাপাশি ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়ে রেড কর্নার নোটিশ জারির আর্জিও জানিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি সাফ জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হবে। এক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যদিও ওই চুক্তি মেনে ভারত কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম সোমবার শুনানির সময় ট্রাইবিউনালকে বলেন, 'হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ কাজ করছে।' এদিন ট্রাইবিউনালের সামনে হাসিনার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সহ ১৩ জনকে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁদের সকলকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। হাসিনা সহ সব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চেয়েছে ট্রাইবিউনাল।

নেতাজি তদন্তের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চেয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলা সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বলেছে, এই ব্যাপারে আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আবেদনকারীর আইনজীবীকে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনার উচিত যথাযথ স্থানে আবেদন করা। কোনও একটি কমিশন সঠিক কি না সেটা নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। আমরা সবকিছুর বিশেষজ্ঞ নই। সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রোগের ওষুধ নয়। সরকার পরিচালনা আদালতের কাজ নয়।' আজাদ হিন্দ ফৌজই ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল, এমন ঘোষণা করার আর্জি জানিয়েছিলেন আবেদনকারী পিনাকপানি মহান্তি। এমন আর্জি জানানোর জন্য তাঁকে তিরস্কারও করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

'আদানির স্বার্থেই এক হ্যায় স্লোগান'

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের প্রচারের অন্তিম লগ্নেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির আঁতাত নিয়ে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি ধারাভি প্রকল্প আদানিদের হাতে তুলে দেওয়ার সমালোচনা করেন তিনি। সোমবার মুম্বইয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল। সেখানে একটি সিন্দুক এবং দুটি পোস্টার দেখিয়ে তাঁর কটাক্ষ, এই হল নরেন্দ্র মোদির এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানের মমার্থ। মহারাষ্ট্রের আমজনতার বদলে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র আদানির স্বার্থরক্ষা করছেন। ওই পোস্টারগুলির মধ্যে একটিতে ছিল মোদি-আদানির ছবি। তাতে এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানও লেখা ছিল। অপরটিতে ছিল আদানিগোষ্ঠীর ধারাভি প্রকল্পের ম্যাপ। সেগুলি দেখিয়ে রাহুল বলেন, ওঁরা একসঙ্গে থাকলেই নিরাপদে থাকবেন। এদিন পরে ঝাড়খণ্ডেও পৃথক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

বিধানসভা ভোট মিটলেই শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে এদিন রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, শুধু বিধানসভা ভোটই নয়, সংসদের অন্দরেও মোদি-আদানি আঁতাত, জাতভিত্তিক জনগণনা, মণিপুরের হিংসার মতো ইস্যুগুলিই হতে চলেছে তাঁর পাখির চোখ। রাহুল বলেন, মহারাষ্ট্রে লড়াই হচ্ছে দুজন কোটিপতি এবং গরিব মানুষের মধ্যে। ধারাভি প্রকল্প অন্যায়। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সুবিধার জন্য এই প্রকল্প করা হচ্ছে। যেভাবে টেন্ডার ডাকা হয়েছে তাতে আমরা আস্থা রাখতে পারছি না। ভারতের সমস্ত সম্পদ, বন্দর, বিমানবন্দর সবকিছু একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে। শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে নির্বাচনি প্রচারে সাফ জানিয়েছেন, মহাবিকাশ আঘাড়ির সরকার ক্ষমতায় এলে ধারাভি প্রকল্প বাতিল করা হবে। সেই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে রাহুল বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সাহায্যে মুম্বইয়ের সম্পদে নজর দিয়েছেন আদানি। সমগ্র রাজনৈতিক মেশিনারির হাত মুচকে ধারাভি প্রকল্প একজনকে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা রাহুলের

বিজেপিতেই গেলেন প্রাক্তন আপ মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : ভোটের এখনও কিছু সময় বাকি থাকলেও দিল্লিতে যোগদান মেলা শুরু করে দিল বিজেপি। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জার্সি বদলের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দিল্লির সদ্যপ্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী তথা আপ নেতা কৈলাস গেহলট।

দল পথভ্রষ্ট হচ্ছে বলে রবিবার মন্ত্রীসভায় আপ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন কৈলাস। পদ্মাসনে বসেই তাঁর সাফাই, 'আমার কাছে এটা মোটেও সহজ পদক্ষেপ ছিল না। আমি আন্না হাজারের সময় থেকে আপের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ধারাবাহিকভাবে দিল্লির মানুষের জন্য কাজ করেছি। সবাই ভাবছেন আমি চাপের সামনে মাথানত করেছি। আমি তাঁদের বলতে চাই, কখনও কোনও চাপের সামনে নতজানু হইনি।'

আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর ভোলবদলকে পাত্তা দিতে নারাজ। তিনি এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'গেহলট এখন মুক্ত। যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন।'

পদক্ষেপে গড়িমসি সরকারকে সুপ্রিম ধমক

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : দিল্লিতে রোজই একটু একটু করে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। সোমবার তা 'অতি ভয়ানক' পর্যায়ে পৌঁছোয়। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ৯৭৮ ছোঁয়, যাকে 'চরম বিপজ্জনক' বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এই মাত্রার দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া মানে দিনে ২১ থেকে ৪৯টি সিগারেট খাওয়ার সমান।

দিল্লির খারাপ আবহাওয়া এবং দূষণের কারণে সোমবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে ১১টি উড়ানের গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ১০টি বিমান জয়পুরে এবং ১টি দেরাদুনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দিল্লির লাগোয়া এলাকা (এনসিআর) এবং অন্যান্য শহরেও দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক। গাজিয়াবাদে এদিনের একিউআই ৪৮৩ এবং নয়ডায় ৪৪২-এ পৌঁছোয়। দীপাবলির আতশবাজি এবং ফসলের গোড়া পোড়ানোর জেরেই দিল্লিতে দূষণ এত ভয়াবহ বলে বারবার জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। বাতাসে পিএম২.৫ এবং পিএম১০ কণার উচ্চ ঘনত্বের কারণে শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুখের হার বেড়ে গিয়েছে।

'দিল্লির দূষণ ৪৯টি সিগারেট খাওয়ার সমান'

দিল্লির দূষণ যখন বিষ... ধোঁয়াশার আড়ালে রাজধানীর রাজপথ। সোমবার।

সোমবার কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারকে কড়া ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। নতুন বিধিনিষেধ অনুযায়ী দিল্লিতে কেবল দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির জন্য স্কুল খোলা রাখতে বলা হয়েছিল। অন্য শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য অনলাইনে পঠনপাঠন শুরু হয়। দিল্লির আপ সরকারের এই নির্দেশকে তুলোধোনা করে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ্‌র বেঞ্চের প্রশ্ন, 'দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ফুসফুস কি আলাদা?' দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানতে চেয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া পদক্ষেপ করতে কেন দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে সরকারের? বেঞ্চের নির্দেশ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়ের 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ-৪) বহাল রাখতে হবে। এমনকি দিল্লিতে বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) যদি ৩০০-এর নীচে নেমে যায়, তা হলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া গ্র্যাপ-৪ তুলে নেওয়া যাবে না বলে সোমবার সাফ জানিয়েছেন বিচারপতিরা।

ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি কর্মকাণ্ড নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। একিউআই ৩০০-র গণ্ডি ছাড়ানোর তিনদিন পর কেন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্র্যাপ-৩ চালু করা হল? তার আগে কেন কড়া পদক্ষেপ করা হল না? কেন্দ্রের আইনজীবী বলেন, একিউআই নেমে যায় কি না, সেদিকেই নজর রাখা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের ধমক, 'একিউআই একবার বাড়ার পর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতেই হবে। গ্র্যাপ-৩ চালু করতে এত দেরি কেন হল? তিনদিন কেন অপেক্ষা করলেন?' বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'সোজাসুজি বলছি, আমাদের অনুমতি ছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্র্যাপ-৪-এর নীচে নামা যাবে না। একিউআই ৩০০-র নীচে নামলেও এই পরিকল্পনাই বহাল রাখতে হবে।'

তারাঘরকথা

বছরের শুরুতেই এমারজেন্সি

শেষ পর্যন্ত কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ও পরিচালিত ছবি এমারজেন্সি-র মুক্তির তারিখ জানা গেল। ছবিটি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রযুক্ত 'এমারজেন্সি' র ওপর নির্মিত। সোমবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন কঙ্গনা, যাতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধিরূপী কঙ্গনা, পুত্র সঞ্জয় গান্ধিরুপী বিশাখ নায়ার, জয় প্রকাশ নারায়ণের সাজে অনুপম খের, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সাজে শ্রেয়স তলাপাড়ে, ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ-র সাজে মিলিন্দ সোমানকে। এর সঙ্গে কঙ্গনা লিখেছেন, '১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ আসছে সেই মহাকাব্য যা দেশের সবথেকে শক্তিশালী মহিলার এবং সেই মুহূর্তর কথা বলবে যা দেশের নিয়তিই বদলে দিয়েছিল।'

উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের এক সপ্তাহ আগে এই ছবি মুক্তি পাবে। ২৬ জানুয়ারির সপ্তাহান্ত নির্দিষ্ট হয়ে আছে অক্ষয়কুমার অভিনীত, অমর কৌশিক পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার স্কাই ফোর্স-এর জন্য। ছবিতে শিখ সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখানো হয়েছে-- এই অভিযোগে সম্প্রদায় আদালতে যায় এবং ছবির আগের মুক্তির তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে যায়। এরপর বেশকিছু দৃশ্য বদলে এবং বাদ দিয়ে ছবি মুক্তি পাচ্ছে।

বহুরূপী, পুষ্পা ছবির মুক্তি আটকে বাংলাদেশে

বাংলাদেশে আটকে আছে বহুরূপী-র মুক্তি। অথচ 'বহুরূপী'র জন্য সেই দেশ থেকে পুরস্কার পেয়ে গেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই বিষয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'বহুরূপীর প্রথম অভিনন্দন স্মারক এল প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে। ধন্যবাদ ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। ধন্যবাদ চ্যানেল আই। সাগরভাইকে (ফরিদুর রেজা সাগর) আমার ও পুরো বহুরূপী টিমের প্রণাম ও শুভেচ্ছা।'

বাংলা ছবির জগতে এত বড় সাফল্যের জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে বহুরূপীকে।

কিন্তু বহুরূপী সেখানে মুক্তি পেল না কেন? এ বিষয়ে প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়, 'এক দেশ থেকে আরেক দেশে মুক্তির বিষয়, তাই প্রক্রিয়াকরণের কিছু সমস্যার কারণে আটকে রয়েছে। সেটা মিটে গেলেই বহুরূপী বাংলাদেশেও মুক্তি পাবে।'

ঠিক একই কারণে পুষ্পা ২ ছবিও এখনো অবধি বাংলাদেশে ঢুকতে পারেনি। সেই কৌশল এবং প্রক্রিয়াগত কারণে সে ছবিও আটকে রয়েছে। সূত্রের খবর, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও পুষ্পা ২ এবং বহুরূপী দেখার জন্য আলাদা করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁরাও ছবি দুটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে কাশ্মীরা শাহ

বিদেশের মাটিতে ভয়ানক বিপদে পড়েছিলেন কাশ্মীরা শাহ। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে সে কথা জানিয়েছেন কাশ্মীরা। তিনি যে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন, সে কথা জানাতে ভোলেননি। সমাজমাধ্যমের পাতায় যে ছবিটি পোস্ট করেছেন তিনি, তা দেখলে ভয়ে কাঁটা দেবে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের ভেজা তোয়ালে। যার উপরে রয়েছে ছোপ ছোপ রক্ত। সেই ছবি পোস্ট করে কাশ্মীরা লেখেন, 'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ আমায় বাঁচানোর জন্য। ভয়ংকর দুর্ঘটনা। আরও অনেক বড় কিছু ঘটতে পারত আমার সঙ্গে।' এই ভয়াবহ ঘটনা থেকে অভিনেত্রী একটাই শিক্ষা পেয়েছেন যে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করা উচিত। জীবন খুবই অনিশ্চিত। তিনি যোগ করেন, 'জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করার চেষ্টা করো।'

গোবিন্দার ভাগ্নে ক্রুশ্না অভিষেকের স্ত্রী কাশ্মীরার হঠাৎ কী-ই বা এমন হল, সে কথা অবশ্য এখনো জানা যায়নি।

শুটিং সেটে মৃত্যু, অভিযোগ খুনের

'অনুপমা'র সেটে মৃত্যুকে এবার 'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা'র তকমা দিল অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সভাপতি সুরেশ শামলাল গুপ্তা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

ছবির সেটে যে তরুণের মৃত্যু হয়েছে, তিনি ফোকাস অউলারের কাজ করছিলেন। সেই সময়ই তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ইলেক্ট্রিক সরঞ্জাম সরবরাহ দেয় যে প্রতিষ্ঠান, তাদের বিরুদ্ধে নিম্নমানের যন্ত্র সরবরাহ দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে এফআইআর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ তারিখে মুম্বইয়ে 'অনুপমা'র সেটে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পরও শুটিং বন্ধ করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অবধি শুটিং চলেছে এবং যথারীতি পরদিন আবার শুটিং হয়েছে। অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে নিহত টেকনিশিয়ানের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও টেকনিশিয়ানদের যথাযথ নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।

রেকর্ড গড়ল পুষ্পা ২-এর ট্রেলার

বহু প্রতীক্ষিত পুষ্পা : দ্য রুল বা পুষ্পা ২-এর ট্রেলার বেরোল রবিবার। আর তারপরই মাত্র ২৪ ঘণ্টায় সবথেকে বেশি দেখা তেলুগু ছবির ট্রেলার হিসেবে রেকর্ড গড়ল পুষ্পা ২। ইউ টিউবে ১৫ ঘণ্টায় ৪৩ মিলিয়ন ভিউয়ার হয়েছে এই ট্রেলার। এর আগে মহেশ বাবুর গুন্টুর কারম-এর ট্রেলার ৩৭.৭ মিলিয়ন ভিউয়ার পেয়েছিল। তেলুগু ভার্সনের পাশাপাশি ছবির হিন্দি ভার্সনের ট্রেলারও বেরোল এদিন। সেটিও ১৫ ঘণ্টায় ২৬ মিলিয়ন ভিউয়ার পেয়েছে। এখন তা ৪০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। তেলুগুর পাশে পুষ্পা-র প্রথম ভাগের হিন্দি ভার্সনও প্যান ইন্ডিয়ায় অসাধারণ ব্যবসা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই পুষ্পা ২ ছবিও একইভাবে সর্বভারতীয় স্তরে বক্স অফিস কাঁপাবে, তা ধরেই নেওয়া হয়েছে। পুষ্পা ২, ২০২১ সালের ব্লকবাস্টার পুষ্পা দ্য রাইস-এর সিক্যুয়েল। সর্বভারতীয় বাজারে প্রথম পুষ্পা ১০০ কোটির ওপর নেট ব্যবসা করেছিল। ছবির পরিচালক সুকুমার। ছবির নায়ক আল্লু অর্জুন যখন ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে আসেন, তাঁর অনুরাগীরা ব্যারিকেড ভেঙে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ এসে অবস্থা সামলায়। স্টেজেও যখন অর্জুন ওঠেন, দর্শকমহলে তখন হাততালির ঝড়। স্টেজে উঠে ছবির নায়িকা রশ্মিকা মানডানা দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া ছবিতে আছেন ফাহাদ ফাসিল। ছবি মুক্তি পাবে এবছর বড়দিনে, প্যান ইন্ডিয়া স্তরে।

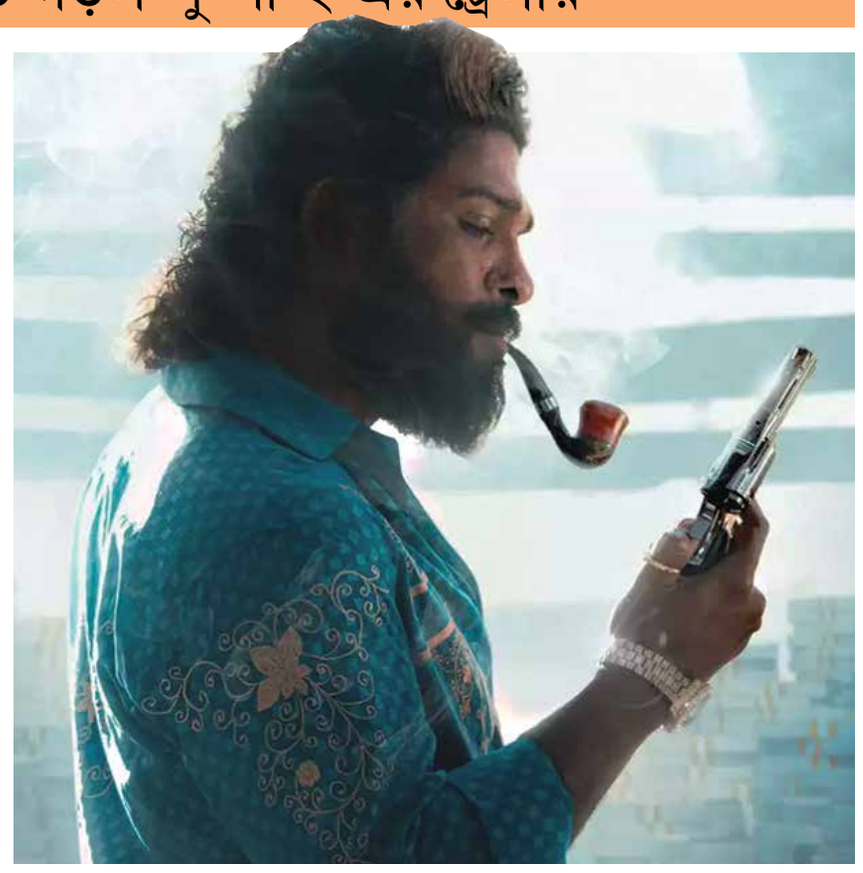

পোস্টারে ১২০ বাহাদুর

পরিচালক এবং অভিনেতা ফারহান আখতার ১০০ বাহাদুর-এর প্রথম পোস্টার প্রকাশ করলেন। এই ছবি রেজাং লা যুদ্ধে যে ১২০ জন সৈন্য আত্মবলিদান করেছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই ঘটনা ১৯৬২ সালের ইন্দো-চিন যুদ্ধের অংশ। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সেনার ইউনিফর্মে ফারহান হাতে অস্ত্র নিয়ে সামনে লক্ষ্যের দিকে নিশানা করছেন, তাঁর দাঁতে রক্ত, তিনি লক্ষ্যে স্থির। তাঁর পিছনে বরফে ঢাকা পাহাড়। পোস্টারে লেখা, 'ওরা ৩০০০ ছিল, আর আমরা?'

ইন্সটাগ্রামে পোস্টার শেয়ার করে ফারহান লিখেছেন, '১৯৬২-র যুদ্ধ ৬২তম বছরে পা দিল। আমরা রেজাং লা-র যুদ্ধের ১২০ জন অপ্রতিরোধ্য সেনার সাহস ও আত্মবলিদানকে উদযাপন করছি। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর শয়তান সিং। তাঁর নেতৃত্বে ১২০ জন মাটি কামড়ে দাঁড়য়েছিল সবরকমের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে।

একনজরে সেরা

অনির্বাণের চমক

একেনবাবু হয়েই পরিচিতি, পাশাপাশি অন্য চরিত্রও করেছেন। প্রশংসাও পেয়েছেন। এবার অনির্বাণ চক্রবর্তী একেবারে অন্য চেহারায় আসছেন। ছবির নাম খাদান। তাঁর চরিত্রের নাম মাণ্ডি। এখানে তাঁর মাথাভর্তি চুল, মোটা গোঁফ, একেবারেই চেনা যায় না। খাদান-এর টিজার দেখেই বোঝা গিয়েছিল ছবিতে নতুন কিছু পাওয়া যাবে। অনির্বাণের লুকই তার প্রমাণ।

আরাধ্যাই শিক্ষিকা

অভিষেক বচ্চনের আগামী ছবি আই ওয়ান্ট টু টক। চরিত্রের নাম অর্জুন। চরিত্রটির হাল না ছাড়ার মানসিকতা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেছেন, আরাধ্যার কাছ থেকেই এটা শিখেছি। ছোটবেলায় ওর একটা বইয়ের চরিত্র বলে, হেল্প শব্দটি সবথেকে সাহসী। এর অর্থ সাহায্য চাই, কারণ হাল না ছেড়ে এগোব, যতক্ষণ না সফল হই।

আমির উবাচ

ভুল ভুলাইয়া ৩-এর পরিচালক আনিস বাজমির সঙ্গে কথোপকথনে শোনা গিয়েছে, আমির বলছেন, আপনার ভুল ভুলাইয়া-র সঙ্গে টক্কর নিয়ে ভুল করেছে...তাঁর ইঙ্গিত কি সিংহম এগেইন-এর দিকে? তেমনই মনে করা হচ্ছে। এটা তাঁর নিজের মত, নাকি নির্মাতাদের তরফে বক্তব্য, জানা নেই। বক্স অফিসে সিংহম নাকি পিছোচ্ছেন ক্রমশ, এমনটাই খবর।

সম্মানিত শাবানা

ফ্রান্সের প্যারিসে ৪৬তম দ্যা ৩ কন্টিনেন্টস-এ সম্মানিত হবেন শাবানা আজমি। ভারতীয় সিনেমায় ৫০ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। এই উপলক্ষ্যেই সম্মাননা। উৎসবে বিশেষ রেট্রোস্পেক্টিভে তাঁর অঙ্কুর, মাণ্ডি, মাসুম, অর্থ ইত্যাদি ছবিও দেখানো হবে। ফ্রান্সে এর আগেও তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ছেন।

মঞ্চে ডলার

নিউ ইয়র্কে আয়ুষ্মান খুরানার গানের শো চলাকালীন দর্শকাসন থেকে ডলারের এক বড় বান্ডিল উড়ে আসে অভিনেতা-গায়কের দিকে। তিনি গান বন্ধ রাখেন, সেই দর্শককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই অর্থ তিনি তাঁর গানের পারিশ্রমিকের একটি টোকেন হিসেবে নিলেন এবং অনুরোধ করেন, এই টাকা যেন কোনও চ্যারিটিতে দান করা হয়।

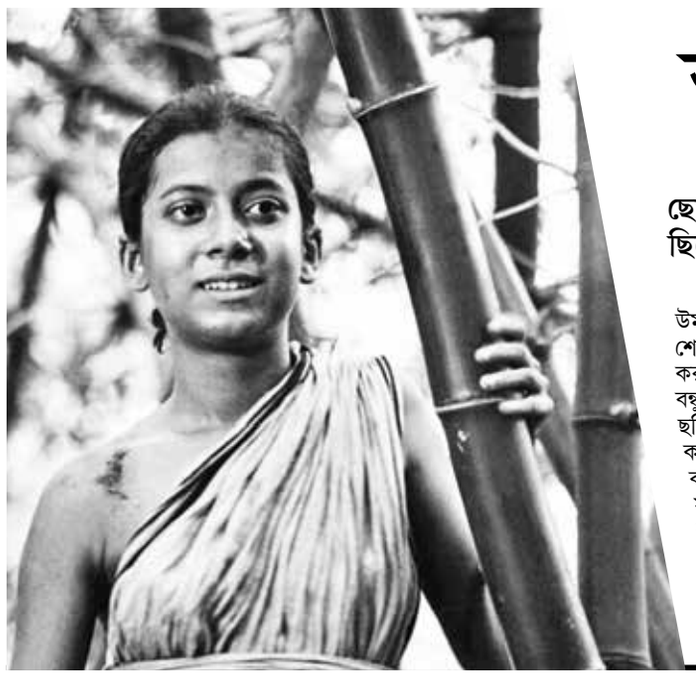

স্মৃতির 'পাঁচালী'

ছোট থেকেই থিয়েটার করতেন উমা দাশগুপ্ত। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বন্ধু ছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই শিক্ষকের হাত ধরেই ছবির দুর্গাকে খুঁজে পান শ্রী রায়।

পথ শেষ হল তাঁর। পথের পাঁচালী ছবির দুর্গা, উমা দাশগুপ্ত। সোমবার, ১৮ নভেম্বর সকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছোট থেকেই থিয়েটার করতেন উমা দাশগুপ্ত। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বন্ধু ছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই শিক্ষকের হাত ধরেই ছবির দুর্গাকে খুঁজে পান মানিক বাবু। তারপরের কথা সকলেরই জানা। যদিও প্রথমে উমা দাশগুপ্তর বাবা চাননি মেয়ে সিনেমা করুক। কিন্তু পরে তিনি সম্মতি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হাতে গোনা কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছিলেন উমা দাশগুপ্ত। কিন্তু বাঙালির কাছে তিনি সেই দুর্গা হয়েই থেকে গিয়েছেন বরাবর। তাঁর সরল মুখ, ততোধিক সরল স্বপ্ন, ভাইয়ের সঙ্গে খেলার মুহূর্ত, মায়ের মতো ভাইকে আগলে রাখা, সমবয়সী মেয়ের বিয়ের সময় নিজের বিয়ের স্বপ্ন দেখা এবং পরমুহূর্তে সে স্বপ্নভঙ্গের অন্ধকার চোখে নিয়ে নির্বাক বসে থাকা, নীরবে মরণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেওয়া---এসবই উমা নিঃশব্দে তুলে ধরেছেন ক্যামেরার সামনে। উমা ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রতি একনিষ্ঠ এবং বড় বেশি যোগ্য সেনা, নাহলে উপন্যাস থেকে দুর্গা পর্দায় এভাবে উঠে আসতে পারতেন না।

সেই ছোটবেলা এবং একই সঙ্গে তাঁর অভিনয় নিয়ে অভিভূত এবং মৃত্যুতে মুহ্যমান পরিচালক অনীক দত্ত স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী তৈরির বিষয়টি নিয়েই অপরাজিত ছবিটি করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'পর্দার দুর্গা নীরবে চলে গেলেন। অপরাজিত তৈরির সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে

চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি দেখা করেননি। খুবই অন্তরালের মানুষ, লাইমলাইটের আড়ালেই থাকতে ভালোবাসতেন। আমরা তাঁর ইচ্ছার মর্যাদা রেখেছিলাম।' ওই ছবিরই নায়ক জিতু কমল, যিনি সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রটি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'দুর্গা বিসর্জন হল আজ। উমা দাশগুপ্তর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

উমার অভিনয়ের কথা মনে করে অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'প্রবীণ অভিনেতাদের কতটুকু মনে রাখি আমরা? তাঁরা চলে যাওয়ার পর আমরা তাঁর কথা বলি।'

তাঁর প্রয়াণে মুখ খুলেছেন সন্দীপ রায়ও। তিনি বলেছেন, 'আমি তখন খুব ছোট, শুটিংয়ের স্মৃতি খুব একটা মনে নেই। তবে শুনেছি, তিনি ক্যামেরার সামনে খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এক টেকেই শট ওকে হত। শট নেওয়ার আগে ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হত দৃশ্যটি, তারপর ক্যামেরা অন হলেই তিনি শট দিয়ে দিতেন দারুণভাবে, এতটাই বুদ্ধিমতী ছিলেন। মাছ যেমনভাবে জলে ঘুরে বেড়ায়, তেমনভাবেই চরিত্রের মধ্যে তিনি সাঁতার কাটতেন। মাঝেমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। তবে শেষের দিকে দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। শুনেছিলাম অসুস্থ আছেন। কেন তিনি অন্যান্য ছবিতে খুব একটা কাজ করেননি, তা জানি না।'

দুর্গার মৃত্যুতে যেভাবে সর্বজয়ার ঘরের প্রদীপ নিভে গিয়েছিল, উমা দাশগুপ্ত ঠিক সেভাবেই বাঙালির শৈশবের ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে চলে গেলেন।

রাতে জমজমাট রাসমেলা। সোমবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : জেলা প্রশাসনের অধীনে থাকা অতিথিনিবাস এবং আনন্দময়ী ধর্মশালায় প্রায় ৯৫ শতাংশ রুমই ইতিমধ্যেই বুকিং হয়ে গিয়েছে।একই পরিস্থিতি শহরের হোটেলগুলিরও। সৌজন্যে মদনমোহনদেবের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। যদিও বছরভর এই মেলার দিকেই তাকিয়ে থাকেন শহর ও শহরতলির হোটেল ব্যবসায়ীরা। প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন এবং রাসমেলা এবারও তাঁদের নিরাশ করেনি।

কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, মেলা উপলক্ষ্যে সব হোটেলেই ৭০-৭৫ শতাংশ রুম আপাতত বুকিং রয়েছে। অনলাইনের বুকিংয়ের সুবাদে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে ৯০ শতাংশ বুকিং এখনই সম্পূর্ণ। শহরের এক হোটেলের কর্ণধার তথা কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ মৈত্রের কথা, ‘মেলার শুরুতেই ৭০ শতাংশ রুম বুকড হয়ে গিয়েছে। তবে চলতি সপ্তাহের শেষের দিক থেকে গোটা মাসই হোটেলগুলির ৮৫-৯০ শতাংশ রুমই বুকড রয়েছে। অনলাইনে বুকিং হওয়ায় যে কোনও সময় বাকি রুমগুলিও বুক হয়ে যেতে পারে।’

এবছর মেলা কতদিনের! এই টানাপোড়েনে এবার আগেভাগেই মেলায় ভিড় জমতে শুরু করেছে। মেলার দু’দিনের মধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে সার্কাস এবং নাগরদোলাও। শনিবার থেকেই ভিড় বেড়েছে দোকানগুলিতে। এবছর প্রথম দিন থেকেই ক্রেতাদের সাড়া মেলায় খুশি বিক্রেতারাও। রাসমেলা কোচবিহারের ঠিকই। তবে এই মেলা নিয়ে আগ্রহ গোটা জেলার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গ, প্রতিবেশী রাজ্য অসম সহ গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দাদের। এত পর্যটকের থাকার জন্য প্রয়োজন প্রচুর ঘরের।

কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, কোচবিহার শহর ও শহর লাগোয়া এলাকায় প্রায় ৭০টি হোটেল রয়েছে। এছাড়াও কোচবিহার জেলা পরিষদের অধীনে অতিথি নিবাস এবং দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে আনন্দময়ী ধর্মশালাতেও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এসব মিলিয়ে কমবেশি তিন থেকে চার হাজার লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু রাসমেলায় বাইরে থেকে আসা লোকের সংখ্যা তার থেকে অনেকটাই বেশি হয়। শীতের মরশুমের শুরুতে রাস এবং বিয়েবাড়ির কারণে রুম সংকট দেখা দেয় প্রতিবারই। সবমিলিয়ে তখন চাইলেও তখন ঘর মেলে না পর্যটকদের।

কোচবিহারে আনন্দময়ী ধর্মশালায় আর থাকার জায়গা নেই।

থাকার জায়গা

- এবার মেলা শুরুর দিন থেকেই জমে ওঠায় হোটেলে প্রায় ৯৫ শতাংশ রুমই বুকড হয়ে গিয়েছে
- একই অবস্থা অতিথিনিবাসেরও, সেখানে এখনই ৯৫ শতাংশ বুকড হয়ে গিয়েছে
- আনন্দময়ী ধর্মশালায় প্রায় ৯৫ শতাংশ রুমই ইতিমধ্যেই বুকিং হয়ে গিয়েছে
- পরিসংখ্যান বলছে গোটা মাসই হোটেলগুলির ৮৫-৯৫ শতাংশ রুমই বুকড রয়েছে

কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভূষণ সিং বলেন, ‘প্রতিটা হোটেলেই এই সময় ৭০-৮০ শতাংশের বেশি রুম বুকিং হয়ে গিয়েছে। মেলার শেষের দিকে পর্যটকদের সংখ্যাটা বরাবরই বেশি থাকে। এবারেও শেষের দিকে হোটেলের সব রুম বুকড হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।’

রাস এলে যে প্রতিবারই ব্যবসা ভালো হয়, সেকথা অকপটেই স্বীকার করেছেন শহরের বিশ্বসিংহ রোড এলাকার এক প্রতিষ্ঠিত হোটেলের কর্ণধার রাজু ঘোষ। তিনি বলেন, ‘কোচবিহারের রাসমেলার কথা এখন সকলেরই মুখে মুখে। এবার মেলা শুরুর দিন থেকেই জমে ওঠায় প্রায় ৯৫ শতাংশ রুমই বুকড হয়ে গিয়েছে।’

এ তো গেল শহরের বড় হোটেলগুলির কথা। এই সময় ছোট হোটেল এবং সরকারি আবাসনগুলিতেও ভিড় উপচে পড়ে। মেলা শুরু হতেই শহরের অতিথি নিবাস সম্পূর্ণ বুকড রয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত। তাঁর কথা, ‘মেলা শুরু হতেই অতিথি নিবাস ৯৫ শতাংশ বুকড হয়ে গিয়েছে।’ একই পরিস্থিতি আনন্দময়ী ধর্মশালাতেও। বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীদের চাহিদা থাকায় সেখানেও প্রায় ৯৫ শতাংশ রুম ইতিমধ্যেই বুকিং হয়ে গিয়েছে বলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া জানিয়েছেন।

বাইক উধাও

তুফানগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্বোধনের একদিন কাটতেই ফের চুরির ঘটনা তুফানগঞ্জে। রবিবার রাতে শহরের বুকে বাইক চুরিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে, শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের শিশুমেলা স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। বাইকের মালিক দিলীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, একটি বৈঠকে যোগদান করতে এসে অন্যান্য যানবাহনের পাশে আমার বাইকটিকে বাইরে রেখে ভিতরে প্রবেশ করি। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে দেখি বাইকটি উধাও। তন্নতন্ন করে খোঁজার পরেও হদিস না মেলায় শেষপর্যন্ত তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

সৌন্দর্যায়ন

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : শুরু হল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজমাতাদিঘির সৌন্দর্যায়নের কাজ। সোমবার ফিতে কেটে কাজের সূচনা করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। জানা গিয়েছে, দিঘির চারদিকে গ্রিলের ফেন্সিং, বসার জায়গা, দিঘির সংস্কার করা, ফুটপাথ করা সহ বিভিন্ন কাজ করা হবে। রবিবাবু বলেন, প্রাথমিকভাবে এই কাজের জন্য ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

স্টল উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : রাসমেলায় সিপিএমের স্টলের উদ্বোধন হল। সোমবার ‘জ্যোতি বসু স্মারক পুস্তিকা স্টল’-এ বামেদের বিভিন্ন বই রাখা হয়। সেখানে দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রাসমেলার টুকিটাকি

ছাপার ভুলে

রাসমেলায় সরকারি প্রকল্পের একটি স্টলে হইচই কাণ্ড। বহুদিন আগেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতার পরিমাণ ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। অথচ সেই স্টলের একটি পোস্টারে লেখা ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা। সেই লেখা নজরে পরে এক তৃণমূল কর্মীর। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকার পরিমাণ বাড়ালেও এখানকার কর্মীরা কম টাকা লিখে রেখেছে। এতে সরকারের সুনাম কমছে।’ এরপর অভিযোগ জানাতে স্টান চলে যান পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে। এক প্রকার রবিবাবুকে সঙ্গে করে স্টলে নিয়ে আসেন তিনি। অবশ্য ততক্ষণে স্টলের কর্মীরা ৫০০ টাকার লেখাটি ঢেকে দেন।

জায়গা বদল

একটা সময় ছিল যখন রাসমেলার সময় আনন্দময়ী ধর্মশালার সামনের মাঠে প্যান্ডেল করা থাকত। আর নীচে খড় বিছানো হত। সেখানে রাসমেলা দেখতে আসা মানুষজন ক্লান্ত হলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিতেন। অনেকে আবার রাতে যাত্রা, পালাগান শোনার পরে সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে নিত। আনন্দময়ী ধর্মশালার মাঠে এখন মেলার স্টল পড়েছে। তাই অগত্যা মদনমোহনবাড়ির ভেতরের প্যান্ডেলেই দুপুরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। কেউ কেউ আবার ছোট্ট করে ঘুমও দিয়ে নিচ্ছেন।

আজকের অনুষ্ঠান

মঙ্গলবার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক মঞ্চে পদাবলী কীর্তন ছাড়াও মাথাভাঙ্গার শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউ অপেরা যাত্রা পার্টির ‘কোহিনুর’ যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে, রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে স্থানীয় শিল্পীদের সাহিত্য আলোচনা, একক সংগীত, নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও কলকাতার শিল্পী অর্পিতা দে’র অনুষ্ঠান রয়েছে।

অচেনা রূপ

মদনমোহনবাড়ির মা ভবানী মন্দিরের বারান্দায় রাখা হয়েছে বুদ্ধ অবতার, কল্কি অবতার, বামন অবতার সহ বেশ কিছু পিতলের মূর্তি। প্রতিবছর কেবলমাত্র রাস উৎসবের সময়ই ভক্তরা এসব বিভিন্ন অবতারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। অচেনা এই মূর্তি দেখে খুশি ভক্তরাও।

তথ্য : গৌরহরি দাস, শিবশংকর সূত্রধর, দেবদর্শন চন্দ, তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে বহুবার রাসের পুজো করতে দেখেছেন। সেই সময় মেয়েদের জন্য ছিল বিশেষ আয়োজন। রাসমেলা শুরুর তিনদিনের দিন বাড়ির বয়স্ক মহিলা ও আইবুড়ো মেয়েদের মশারি দিয়ে ঢেকে মদনমোহনবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। মেয়েদের জন্য ওই সময় মন্দির ফাঁকা রাখা থাকত, একে বলা হত ‘সরনা’ প্রথা, পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতিচিত্র তুলে ধরলেন সুনীতি অ্যাকাডেমির প্রাক্তন শিক্ষিকা নমিতা নিয়োগী।

সকালেই বাড়িতে দুটো হাতি

তখন বয়স আর কত হবে চার কি পাঁচ। হঠাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়িতে দু’খানা হাতি! এত বড় হাতি দেখে আমি তো ভয়েই অস্থির। তারপর দেখলাম মাহুতকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের কলা গাছ খেয়ে নিজের পেট ভরাতে এসেছে রাসমেলার সার্কাসের হাতিগুলো। ওরা কিন্তু শুধু খেত না, তাঁবুতে ফেরার সময় পিঠে বোঝাই করে কলা গাছ নিয়েও যেত। রাসমেলার সময় প্রতিবছর এই জিনিসটা বেশ মজা লাগত। তখন সার্কাসে বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া কত জন্তুজানোয়ার! একা যেতে পারতাম না, বড়দের কাউকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ওদের দেখে আসতাম। রাতের বেলা ওদের গর্জন কানে আসত। ভোরবেলা ঘুমও ভাঙত ওদের গর্জনে। এখন তো সার্কাসে আর জন্তুজানোয়ার তেমন আসে না।

প্যারেড গ্রাউন্ড, আজকাল যাকে রাসমেলার মাঠ বলা হয় তার ঠিক উলটোদিকেই তো আমাদের বাড়ি। তাই রাসমেলার প্রথম দিন থেকেই খুব মজা হত। তখন আননোন ক্লাব এখানে ছিল না। জেনকিন্স স্কুলের সামনে যেখানে এখন একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওখানটায় ছিল। আননোন ক্লাবের ওই ফাঁকা জায়গায় গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ি করে লোকে এসে ওখানে সার দিয়ে গাড়ি রেখে দিত। মেলা ঘুরে এসে গোরুর গাড়ির নীচেই তারা রান্নার সরঞ্জাম বের করে রান্না করত। দেখতাম বাড়ির মহিলারা বসে থাকত, রান্না করত পুরুষেরা।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে বহুবার দেখেছি রাসের পুজো করতে। রাসযাত্রার দিন মহারাজা সাদা রংয়ের গাড়িতে এসে নামতেন। তাঁর পোশাক থাকত সাদা, মাথায় সাদা পাগড়ি। বিয়ের পরে মহারানি জিনা নারায়ণকে নিয়েও আসতেন। মহারাজার রাসচক্র ঘোরানোর পরে আমরা রাসচক্র ঘোরাতে যেতাম। এ বছর শুনলাম প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে, হরিশপাল চৌপথি থেকে নাকি লাইন পড়েছিল, আমি অবশ্য যেতে পারিনি।

সেসময় রাসমেলায় নানা রকমের দোকান আসত। আজকাল আর সেসব আসে না। তখন ফোটো তোলার জন্য স্টুডিও আসত। একদম প্রথম দিকে কাশ্মীরি শালওয়ালারা কিন্তু আসতেন না। ওঁরা কিছু বছর পর থেকে আসেন। ওড়িশা থেকে রুপোর গয়নার দোকান আসত। অসম থেকে আসত সিল্ক নিয়ে। আজকাল এগুলো দেখি না। ছোটবেলায় কাচের চুড়ির দোকান আসত। আমরা হাত ভর্তি করে কাচের চুড়ি পরতাম।

অন্য সময় তো নাগরদোলা দেখতে পেতাম না, একমাত্র মেলা এলেই নাগরদোলায় ওঠা একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল। বড় হয়েও অনেকবার নাগরদোলায় চেপেছি। এগুলো খুব মনে পড়ে। আর একটা জিনিসের উপর ভীষণ আকর্ষণ ছিল সেটা হচ্ছে চিনির মঠ। চিনি দিয়ে হাতি, ঘোড়া নানারকম জিনিস বানানো হত। আমরা ছোট ছিলাম, সেজন্য বাইরে একা যেতে পারতাম না। বড়রা জিলিপি কিনে আনলে তখন খেতাম।

একটু বড় হওয়ার পর স্কুল থেকে ফেরার পথে মেলা ঘুরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরপথে বাড়ি আসতাম। তখন এই স্টেডিয়াম ছিল না। সেই ফাঁকা জায়গায় মৃত্যুকূপ আর সার্কাস বসত। সেসময় আমাদের কাছে সার্কাসের আরেকটা আকর্ষণ ছিল রেবা রক্ষিতের বুকের উপর দিয়ে একটা হাতির হেঁটে যাওয়া। সার্কাসওয়ালারা রাস্তা দিয়ে চোঙা ফুঁকে রেবা রক্ষিতের নাম করে বিজ্ঞাপন করে যেত।

সেসময় ‘সরনা’ প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল। রাসমেলা শুরুর তিনদিনের দিন বাড়ির বয়স্ক মহিলা, আইবুড়ো মেয়েদের মদনমোহনবাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। মশারি দিয়ে ঢেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হত। চার কোনায় চারজন ভলান্টিয়ার খুঁট ধরে থাকত। যাঁরা খুব বেশি রক্ষণশীল ছিলেন তাঁরাই এভাবে যেতেন। পরের দিকে অবশ্য মশারি দিয়ে ঢেকে নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল না। কিন্তু এই যে শুধু মেয়েদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মন্দির ফাঁকা রাখা থাকত, এই প্রথাটাকে বলে ‘সরনা’ প্রথা। সেসময় মন্দির চত্বরে পুরুষের প্রবেশের কোনও অধিকার থাকত না। ভেতরে শুধু মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে রাসচক্র ঘোরাত, ঠাকুর দর্শন করত। রাজ আমল চলে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর এই প্রথা টিকে ছিল।

তখন মেলার মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল। এখন সবকিছুই কেমন যেন কমার্সিয়াল হয়ে গিয়েছে। যাঁরা মেলায় আসতেন সেইসব দোকানি বছরে একবার এলেও তাঁদের সঙ্গে কেমন যেন পরিচয় হয়ে যেত। এখন বয়স ৮৭ হয়ে গিয়েছে। হাঁটুর ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হয়। তাই রাসমেলা আর ঘোরা হয় না সেভাবে। বাড়ির বারান্দায় বসে মানুষজনের যাওয়া-আসা দেখি।

অনুলিখন : তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

স্কুল থেকে ফিরতি পথে মেলা দেখা। সোমবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায় ও জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

প্যারেড গ্রাউন্ড, আজকাল যাকে রাসমেলার মাঠ বলা হয় তার ঠিক উলটোদিকেই তো আমাদের বাড়ি। তাই রাসমেলার প্রথম দিন থেকেই খুব মজা হত।

রাজারানির পর

- রাসযাত্রার দিন মহারাজা সাদা রংয়ের গাড়িতে এসে নামতেন
- মহারাজার পোশাক থাকত ধবধবে সাদা, মাথায় সাদা পাগড়ি
- বিয়ের পরে মহারাজার সঙ্গে মহারানি জিনা নারায়ণও আসতেন
- মহারাজার রাসচক্র ঘোরানোর পরে আমরা রাসচক্র ঘোরাতে যেতাম

দোকানের মালপত্র রাস্তা থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ সুপার। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

মেলার রাস্তা ফাঁকা করল পুলিশ, ক্ষোভ

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : কোথাও দোকানের বাইরে রাস্তার একাংশ দখল করে রাখা হয়েছে কাপড়ের স্ট্যান্ড। কোথাও আবার রাস্তার মাঝেই বসেছে পিঠের দোকান। কোথাও আবার রাখা হয়েছে বাইকও। আর এতেই মেলায় ঘুরতে বেগ পেতে হচ্ছে দর্শনার্থীদের। তাঁদের সমস্যার কথা ভেবেই যাতায়াতের রাস্তা থেকে সেগুলো সরিয়ে দিতে এবার অভিযানে নামলেন খোদ জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। যদিও পুলিশের এই অভিযানে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশ।

সোমবার সন্ধ্যায় স্টেডিয়ামের ভেতরে রাস্তার একাংশ দখল করে থাকা দোকানিদের পসরা সরিয়ে দিতে দেখা যায় পুলিশকর্মীদের। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, ‘সব রাস্তার মধ্যে যদি দোকান বসে যায়, তাহলে মানুষ চলাফেরা করবে কী করে? দোকানের বাইরেও অনেকে তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে পড়ছেন। কোথাও উনুনে খাবার তৈরি হচ্ছে। ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থেই এদিন অভিযান চালানো হয়েছে।’

জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘এই মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। রাস্তার মাঝে যদি কেউ দোকান দেয়, তাহলে প্রয়োজনে দমকল কীভাবে ঢুকবে কিংবা কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তারা বের হবে কীভাবে? প্রতিদিনই অভিযান চালানো প্রয়োজন।’

প্রতিবারই মেলা এলে রাস্তার মাঝে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করতে দেখা যায় একশ্রেণির ব্যবসায়ীদের। কেউ আবার নিজেদের দোকানের বাইরেও জামাকাপড়ের স্ট্যান্ড দিয়ে বসেন। এতে রাস্তার একাংশ দখল হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয় মেলায় ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের। এই পরিস্থিতিতে মেলায় কোনও কারণে অগ্নিসংযোগ হলে বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা করেছেন অনেকে। সে কারণেই এদিন অভিযান চালিয়ে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের সচেতন করে জেলা পুলিশ।

> সব রাস্তার মধ্যে যদি দোকান বসে যায়, তাহলে মানুষ চলাফেরা করবে কী করে? দোকানের বাইরেও অনেকে তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে পড়ছেন। কোথাও উনুনে খাবার তৈরি হচ্ছে। ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থেই এদিন অভিযান চালানো হয়েছে।
>
> **দ্যুতিমান ভট্টাচার্য** *পুলিশ সুপার*

যদিও পুলিশ মেলায় এইভাবে আচমকা অভিযান চালানোয় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীদের অনেকেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা ব্যবসায়ী বলেন, ‘রাস্তায় রুটি-বেলনার দোকান দিয়েছিলাম। পুলিশ এসে আমাদের তুলে দেওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এদিন সেভাবে ব্যবসা হয়নি।’ স্টেডিয়ামে দোকানের বাইরে পসরা সাজিয়েছিলেন মেহবা খুশবু। তিনি ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘পুলিশ এসে রাস্তায় থাকা স্ট্যান্ডগুলি সরিয়ে নিতে বলল। কিন্তু আমরা তো জায়গাটা বিনা পয়সায় নিচ্ছি না। রাসমেলায় এবার অনেক টাকা দিয়ে জায়গা নিতে হয়েছে। আমাদের তো টাকাটা তুলতে হবে।’ কাপড়ের দোকানের সামনে স্ট্যান্ড না দিলে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই তাঁর মত।

এদিকে, শহরের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও পুলিশের এধরনের অভিযান চালানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন শহরের সচেতন নাগরিকদের একাংশ।

আদালতের রাস্তা খোঁড়ার অভিযোগ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা আদালত চত্বরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নির্মীয়মাণ রাস্তার পিচের আস্তরণ তুলে ফেলার অভিযোগ উঠল শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি’র বিরুদ্ধে। শহরের এ টিম মাঠ থেকে ট্রেজারি বিল্ডিং পর্যন্ত পূর্ত বিভাগের এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল ছিল। শনিবার থেকে রাস্তাটি তৈরির কাজ শুরু হয়। রবিবার রাত ১০টা পর্যন্ত চলে নির্মাণকাজ। সোমবার সকাল থেকেই কাজ শুরুর কথা ছিল। এদিকে, সোমবার সকালেই আইএনটিটিইউসি নেতা আলিজার রহমানের নেতৃত্বে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে রাস্তার পিচের কার্পেট খুঁড়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠল। সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়। আলিজারের অভিযোগ, ‘রাতের অন্ধকারে তদারকিহীন অবস্থায় নিম্নমানের দায়সারা কাজ হয়েছে।’ বার লাইব্রেরি থেকে আদালত কক্ষ পর্যন্ত রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াতের জন্য রাস্তার দু’ধারে সাদা মার্কিং করে দেওয়া হয়। সেটি নিয়েও সমালোচনা করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। তবে আলিজারের দাবি তাঁরা রাস্তা খোঁড়েননি, এমনিতেই পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে।

যদিও এইসমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ত বিভাগের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ কর্মকার। তাঁর কথায়, ‘রাস্তা তৈরির শিডিউল মেনেই নির্মাণকাজ চলছে।’ শনিবার রাতে তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন বলেও জানান। সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘আমাদের কাছে অভিযোগ না জানিয়ে যাঁরা পিচের আস্তরণ খুঁড়ে ফেলেছেন তাঁরা গর্হিত অন্যায় করেছেন।’ বিষয়টি মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসনকে এবং দপ্তরের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকেও জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

পূর্ত বিভাগের কাছে অভিযোগ পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে যান মাথাভাঙ্গা মহকুমা প্রশাসনের ডিএমডিসি রাজগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বিক্ষোভকারীরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। পুলিশের উপস্থিতিতে ফের রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। এদিকে, নির্মীয়মাণ রাস্তার পিচের আস্তরণ খুঁড়ে ফেলার ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুমন নাগ বলেন, ‘গতকাল রাস্তা তৈরির সময় আমি নিজে সহ কয়েকজন আইনজীবী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে পূর্ত দপ্তর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রাস্তা তৈরির কাজ করছিল। কাজের গুণগত মান খারাপ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল।’ উন্নয়নমূলক কাজ এভাবে ব্যাহত করার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ। আর সাদা রংয়ের মার্কিং প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন রাস্তায় যাতে অবৈধ দোকান বসে চলাচলের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে সে জন্য রাস্তার দু’ধারে ওই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা আদালত চত্বরে রাস্তার এই গর্ত নিয়েই অভিযোগ উঠেছে।

পাসওয়ার্ড ‘চুরি’, নজরে শিক্ষা দপ্তরও

উত্তরের জামতাড়া

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : মিরচাগছ গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তার ধারে ডোবা। ডোবার নোংরা জলে ভাসছে কচুরিপানা। কচিকাঁচারা দাঁড়িয়ে সেখানে মাছ ধরা দেখতে ব্যস্ত। রাস্তার পাশেই বাঁশের মাচায় বসেছিলেন গ্রামের এক তরুণ। ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে খোঁজখবর করছি জানতে পেরেই ওই তরুণের সটান প্রশ্ন, ‘আপনার কি মনে হয় না যে, শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে সরকারি স্তরের বড় মাথাদের একাংশ এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত?’

প্রশ্নটি যে একেবারেই ফেলনা নয় তা নিয়ে শিক্ষা মহলেও গুঞ্জন তুঙ্গে। কারণ হিসেবে প্রধান শিক্ষকদের একাংশের যুক্তি, পোর্টালের পাসওয়ার্ড ছাড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর বদলে ফেলা কার্যত অসম্ভব। আর এই পাসওয়ার্ড থাকে গুটিকয়েকজনের কাছে।

যে কায়দায় পোর্টালে ঢুকে একটি স্কুলের ৪০ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে ফেলার ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা শিক্ষা দপ্তরে লিখিত জানিয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যা জানিয়েছেন, তাতে উত্তরের জামতাড়া যে চোপড়াই – সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনিতেই ট্যাব কাণ্ডে চোপড়া থেকে নয়জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এই কেলেঙ্কারির অন্যতম মূল চক্রী।

তপনের ওই স্কুলটির প্রধান শিক্ষক বলছেন, ‘আমার স্কুলের ৬টি ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অনলাইন পোর্টালে সেই অ্যাকাউন্টের আইএফএসসি হাওড়া সহ অন্য জেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু যখন ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ করি, তখন জানতে পারি ৬টি অ্যাকাউন্টই চোপড়ার নির্দিষ্ট একটি এলাকার।’

ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দিয়ে পিচ বিছানো রাস্তাটি ধরে একটু এগিয়ে এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি চারপাশে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, ‘এলাকাজুড়ে উঠতি তরুণদের একাংশ রাতারাতি তো আর এসব শেখেনি। প্রভাবশালীদের মদত আর শিক্ষা দপ্তরের ভিতরের লোক জড়িত না থাকলে একটি পোর্টালে পাসওয়ার্ড ছাড়া থাবা বসানো ছাড়া কি এতই সহজ?’

যে ক’জন চোপড়া থেকে

মাস্টারমাইন্ডদের ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক। পুলিশের সাইবার সেলের এক কর্তা বলছেন, ‘দু’ভাবে এই জালিয়াতি সম্ভব। এক পোর্টাল হ্যাক করে, দুই পোর্টালের সমস্ত ক্রেডেনশিয়াল চুরি করে তথ্য বদলে ফেলে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের কেউই সেই অর্থে হ্যাকিং জানে না বা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং জালিয়াতি হয়েছে দ্বিতীয়ভাবে- এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।’

সরকারি সূত্রে খবর, স্কুল ছাড়া পোর্টালের পাসওয়ার্ড স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এসআই, জেলা শিক্ষা দপ্তর, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং যে সংস্থাকে বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সার্ভার পরিচালনা দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে থাকে।

এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভিরমি খাওয়ার মতো তথ্য দিয়ে বলছেন, ‘আমরা সঠিক তথ্য আপলোড করা সত্ত্বেও ৪০ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে ফেলা হয়েছিল। শেষমুহূর্তে চেক করতে গিয়ে আমার নজরে আসে। এতগুলি স্তরে পোর্টালের পাসওয়ার্ড থাকে, ফলে এই সিঁধ কোন স্তর থেকে কাটা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বড় প্রশ্ন। সংস্থার কেউ জড়িত কি না সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

তাঁর সংযোজন, ‘উত্তর দিনাজপুর জেলা শিক্ষা দপ্তরকে লিখিত জানিয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়, পুলিশের সাইবার শাখায় যেতে হবে না। যা করার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই করবে।’

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে উত্তর দিনাজপুরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মুরারিমোহন মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলে তাঁর নেট অফ ছিল। এসএমএস করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

চোপড়ার লক্ষ্মীপুর বাজারে এক মিষ্টির দোকান কার্যত ফাঁকা। সবে দুপুর গড়িয়েছে। পরিচিত এক স্কুল শিক্ষক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, ‘উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই বুঝতে পারবেন চোপড়াকে উত্তরের জামতাড়া করার পিছনে রাঘববোয়ালরা কারা।’

‘ট্যাব কেলেঙ্কারিতে বাংলা শিক্ষা পোর্টালের পাসওয়ার্ড বিক্রি হয়েছে কি না, তা নিয়ে আদৌ তদন্ত হয়েছে?’ দোকানে একে একে গ্রাহক বাড়তেই প্রশ্নগুলি ছুড়ে দিয়ে ওই শিক্ষক সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লেন। (চলবে)

দুর্নীতিতে আগেই

প্রথম পাতার পর

‘কয়েকমাস আগে ওই শিক্ষকের নামে মিড-ডে মিলে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ এসেছিল।। ওই অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছি। শিক্ষকের সাসপেন্ডের বিষয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর দেখছে। সেখান থেকেই নির্দেশ এলে প্রসেসিং শুরু করা হবে।’

গত ২০১৬ সালে প্রাথমিকে চাকরি পান দিনহাটা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাদার লেন এলাকার বাসিন্দা মনোজিৎ। সিতাই ব্লকের সিঙ্গিমারি স্টেট প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলে যোগ দেন তিনি। প্রথমদিকে স্কুলেও ভালোই প্রভাব ছিল তাঁর। কিছুদিনের মধ্যে স্কুলে প্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন তিনি। বছরখানেক আগে তিনি স্কুলের টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব পান। এরপর স্কুলের মিড-ডে মিলের দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। অভিযোগ ওঠার পরে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া স্কুলে অনিয়মিত থাকায় তাঁর বেতনও আটকে দেওয়া হয়েছিল। স্কুল সূত্রে খবর, এর আগেও চাকরি দেওয়ার নামে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর এসব কীর্তি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর ধার হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ফলে পাওনাদাররা মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসতেন। এসব দেনা থেকে বাঁচতেই কি ট্যাব কেলেঙ্কারিতে মাথা লাগিয়েছিলেন এই শিক্ষক? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

কলজের জোরও

প্রথম পাতার পর

বাজারে নয়, তাদের দেখা যায় টেলিভিশনে। বাজারদর ঠিক আছে কি না, তার দিকে নজর রাখার কথা ছিল তাদের।

কথা হল, চারিদিকে যখন ৫ ট্রিলিয়নের অর্থনীতির বাজনায় কান ঝালাপালা, যখন বাজারে চাহিদা কমায় দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ, তখন ভরসা বলতে পরিসংখ্যানের নানারকম কায়দা কারসাজি।

অনেক অপদার্থতা ঢেকে দেওয়া যায় সংখ্যা দিয়ে। ‘যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী, দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী, বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি, ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।’তারপর তৈরি হয় বাজেট। তৈরি হয় সংখ্যার তাপ্পি। কিন্তু সেসব উচ্চমার্গের তত্ত্ব আলোচনায় বাজারের কিছু আসে যায় না। আপনি যেখানে আছেন থাকবেন সেখানেই।

দলবেঁধে বিচরণ।। চাপড়ামারিতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

ট্যাব কাণ্ডে ধৃত তিন

প্রথম পাতার পর

গোয়ালগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষক পদে যোগ দেন তিনি। পড়শিরা বলছেন, চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি তৈরির কাজে হাত দেন তিনি। তার আগে অবশ্য দাসপাড়া এলাকায় পার্টনারশিপে একটি মিনি শপিং মল খোলেন। তখন থেকেই বিট্টুর হাবভাব নিয়ে সন্দেহ ছিল। কয়েক মাস আগে তিনি এলাকায় কয়েক বিঘা চা বাগান কিনেছেন বলেও খবর।

দিবাকরদের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বলছেন, ‘বাড়ির সঙ্গে আড়াই বিঘামতো চা বাগান রয়েছে ওদের। কিন্তু পরিবার যে খুব সচ্ছল ছিল তা বলা যাবে না। কারও হাতে হঠাৎ টাকাপয়সা এলে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিট্টুর পোশাকআশাক দেখে সেটা আন্দাজ করা না গেলেও কিছু জিনিসে সন্দেহ হচ্ছিল। নইলে একটা সাধারণ পরিবারের ছেলে চাকরিতে যোগ দিয়েই কীভাবে বাড়ি বানানোর টাকা পায়!’

চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলছেন, ‘দিবাকর দাস গত চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। গ্রেপ্তারের কথা শুনেছি। ওই স্কুলের টিআইসিকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, দিবাকর নিজে এ ধরনের কাজ না করে মিডলম্যানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার কার্ড সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। আর সেটা করতে গিয়েই তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনদের এই চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রথম টার্গেট হয়ে ওঠে মাসতুতো ভাই বিশাল। চম্পাসারির বটতলার বাসিন্দা বছর তেইশের বিশাল একটি গাড়ির শোরুমে ফিন্যান্সের কাজের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক সচ্ছলতা না থাকায় তিনিও দাদার কথামতো চক্রে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। এদিন বিশালের বাড়ি ছিল একেবারে নিস্তব্ধ। তাঁর গ্রেপ্তারির খবর শুনে কিছুটা অবাক হয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন দাস। তিনি বললেন, ‘মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি ওকে। আমরা ভাবতাম, চাকরিসূত্রেই হয়তো এই ব্যস্ততা। কিন্তু এরকমটা হবে, বুঝিনি।’

ট্যাব দুর্নীতিতে ধৃত আরেকজন গোপাল আবার সম্পর্কে বিশালের ভগ্নীপতি। তিনি গ্যারাজে মেকানিকের কাজ করেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। গোপালের মা যমুনা রায় বলছেন, ‘দুপুরের দিকে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়েছিল ও। সমরনগরে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। বিকেলে একবার কথা হয়েছিল। বলেছিল, রাতে শপিং করে আসবে। তারপর হঠাৎ বৌমা ফোন করে জানাল, ছেলেকে কলকাতার পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে।’ কিন্তু কী কারণে? যমুনার কথায়, ‘কী সব ওরা বলছে ট্যাব-ফ্যাব। আমি তো অত কিছু বুঝি না বাবু।’ প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলছেন, রবিবার বিকেলে দিবাকর, গোপাল ও বিশাল তিনজন একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, তিনজন একসঙ্গে সম্ভবত কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল।

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে সরশুনা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশের বিশেষ দলটি। অভিযুক্তদের খোঁজ করতে করতে প্রথমে বিহারে কিশনগঞ্জে পৌঁছান তদন্তকারীরা। পরে সূত্র মারফত খবর আসে, চম্পাসারিতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন দিবাকর। সেইমতো অভিযুক্তের ফোন ট্র্যাক করে সেবক রোডের একটি মলের সামনে থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই ধৃত তিনজনের বাড়ির লোককে জানানো হয়, লালবাজার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। দেখা করতে হলে কলকাতায় যেতে হবে। এরপর তড়িঘড়ি কলকাতায় ছুট দেয় গোপালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

এদিকে, এই প্রথম ট্যাব কাণ্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের ছেলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক অবশ্য বলছেন, ‘এখানে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। কেউ এই ধরনের কাজে যুক্ত হলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’

রাজ্যে ঠিকাদারদের বকেয়া প্রায় ৫৭০০ কোটি

টাকার দাবিতে কলকাতা রওনা

অভিরূপ দে ও প্রণব সূত্রধর

ময়নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর : সরকার থেকে বরাত পেয়ে কাজ শেষ করে ফেলেছেন। অনেক ঠিকাদার আবার এরজন্য মোটা টাকা ঋণও নিয়েছেন। তবে তিন বছর হয়ে গেলেও রাজ্য সরকারের টাকা দেওয়ার নাম নেই বলে অভিযোগ। ২০২১-২০২৪ তিনটি অর্থবর্ষ মিলিয়ে গোটা রাজ্যে বকেয়ার পরিমাণ ৫৭০০ কোটি টাকা বলে দাবি ঠিকাদারদের। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দরবার করলেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটে পড়েছেন ১০০ দিনের কাজের নির্মাণসামগ্রী সরবরাহকারী ঠিকাদাররা। বাধ্য হয়ে বকেয়া টাকার দাবিতে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে সোমবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে কয়েকশো ঠিকাদার কলকাতায় রওনা হলেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্ষায় চেপে ঠিকাদারেরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। পশ্চিমবঙ্গ ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের নামে সংগঠন তৈরি করে আন্দোলনে শামিল হবেন ডিস্ট্রিক্ট মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি অ্যাক্ট ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের

নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে ঠিকাদারদের জমায়েত। সোমবার।

সদস্যরাও। জলপাইগুড়ি জেলা এমজিএনআরজিএ ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সুদীপকুমার সিংহ রায়ের কথায়, ‘একশো দিনের কাজে যেসব ঠিকাদার বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। টাকা মেটানোর দাবিতে আমরা বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে দরবার করলেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি।’

২০২২ সালের পর থেকে একশো দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে। মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি অ্যাক্ট অফিশিয়াল পোর্টালও বন্ধ বলে অভিযোগ। তার ওপর মেটানো হয়নি বকেয়াও।

জলপাইগুড়ি জেলায় বকেয়ার পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি। আলিপুরদুয়ারে এক হাজারের বেশি ঠিকদার রয়েছেন। সেখানে প্রায় একশো কোটি টাকার উপরে বকেয়া বলে অভিযোগ। একইভাবে কোচবিহারে বকেয়া ৩০০ কোটি টাকা। পেটের ভাত জোগাতে হিমসিম খাচ্ছেন ঠিকাদাররা। তাঁরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় ঠিকাদারদের পাওনাদারদের হেনস্তার

আন্দোলনের পথে

- জলপাইগুড়ি জেলায় বকেয়ার পরিমাণ ৩৫০ কোটির বেশি
- আলিপুরদুয়ারে এক হাজারের বেশি ঠিকদার রয়েছেন
- সেখানে প্রায় একশো কোটি টাকার উপরে বকেয়া বলে দাবি
- একইভাবে কোচবিহারে বকেয়া ৩০০ কোটি টাকা

মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেকে সোনার গয়না বিক্রি করে কিছু পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করছেন। বকেয়া টাকার জন্য পাওনাদারের চাপ সহ্য করতে না পেরে এক ঠিকাদার আত্মঘাতী হয়েছেন। তবু এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

এছাড়া, বালি-পাথর সরবরাহ করলেও মেজারমেন্ট বুকে রেকর্ড হয়নি বলে অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের ঠিকাদারদের। এদিন কলকাতায় যাওয়ার সময় ময়নাগুড়ির ঠিকাদার আক্রম হুসেন বলেন, ‘সিসি রোড, চারাগাছ রোপণ সহ মোট ১৪টি কাজের বরাত পেয়ে কাজ করেছিলাম। ৭০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে আমার। প্রতিমুহূর্তে পাওনাদারদের চাপ সহ্য করতে হচ্ছে।’

আরেক ঠিকাদার গোপাল সরকারের ৮টি সিসি রোডের সামগ্রী সরবরাহ করে ৩১ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত। একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় শতাধিক ঠিকাদার একশো দিনের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে বছরে দু’বার করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। একেকটি টেন্ডারে কম করে তিন থেকে ৯০ লক্ষ বা তারও বেশি টাকার কাজ হয়।

আলিপুরদুয়ার ঠিকাদারদের তরফে দুলাল দত্ত বলেন, ‘সারা রাজ্যে একশো দিনের কাজের বালি, পাথর সরবরাহ করেও টাকা পাননি ঠিকাদাররা। জেলা স্তরে আন্দোলন করেও সুরাহা হয়নি। শেষপর্যন্ত বকেয়া টাকা আদায়ে আন্দোলনে শামিল হতে হচ্ছে।’

উত্তরবঙ্গে সাতেরও বেশি দমকলকেন্দ্রের সম্ভাবনা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের ইটাহার, সুখিয়াপোখরি, গরুবাথান, তাকদা, হলং, সোনাদা, বানারহাটে নতুন দমকলকেন্দ্র তৈরি করা হবে। সোমবার উত্তরকন্যায় ৮ জেলার চেম্বার অফ কমার্স, হোটেল, বেসরকারি নার্সিংহোমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর একথা জানালেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বৈঠকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, নতুন দমকলকেন্দ্রের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই অন্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোরও উন্নয়নও দরকার। দমকলের জন্য ৭৫টি গাড়ি আগামী মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। যেগুলি দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও পাঠানো হবে।’

ওই গাড়িগুলির কোনওটি আড়াই হাজার, আবার কয়েকটি রয়েছে ৫ হাজার কিংবা ১৪ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। মন্ত্রীর সংযোজন, ‘পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩৭৬ কোটি টাকার কাজ হবে দমকল বিভাগে। এই অর্থে নতুন কেন্দ্র, গাড়ি কেনা হবে। দমকলকে আরও সক্রিয় করে তুলতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

সেইসঙ্গে ফায়ার লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে আবেদনের বিষয়টি জানিয়েছেন দমকলমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘আগে ফায়ার লাইসেন্সের জন্য কলকাতায় যেতে হত। এখন যে কোনও জায়গা থেকে অনলাইনে আবেদন করা যায়। এছাড়া অনেকের মধ্যে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা রয়েছে। তা রুখতে ফায়ার অডিটের প্রয়োজন।’ এর পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে জানানো হয়েছে, ৫ হাজার বর্গফুটের মধ্যে যদি কোনও ব্যবসায়ী দোকান করেন, তবে তাঁর দমকলের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। সেল্ফ ডেক্ল্যারেশন দিলে অনলাইনে তিনি শংসাপত্র পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে প্রায় ১ হাজার ব্যবসায়ী অনলাইনে আবেদন করেছেন বলে খবর।

সুজিত বসুর কথায়, ‘অনলাইনে আবেদন করলে আমরা সেল্ফ ডেক্ল্যারেশনের ওপর ভিত্তি করে শংসাপত্র দিচ্ছি। কিন্তু পরবর্তীতে যদি দেখা যায়, আবেদনের সময় ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কুয়াশামাখা সকাল। দরিবস ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

চালু এনবিএসটিসির লেডিজ স্পেশাল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) চালু করল লেডিজ স্পেশাল বাস। সোমবার থেকে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটে এই পরিষেবা শুরু হয়। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটে সোমবার থেকে এই পরিষেবা চালু হল। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি আগামীতে কোচবিহার-দিনহাটা এবং জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটেও এই লেডিজ স্পেশাল বাস চালানো আমাদের লক্ষ্য।’

নিগমের ৩২ আসনের বাস এদিন সকাল এবং বিকেলে দুবার যাতায়াত করেছে। আপাতত সকাল দশটা এবং দুপুর আড়াইটার দিকে কোচবিহার থেকে বাসটি ছাড়বে। প্রচার সেভাবে না হওয়ায় এদিন বাসটিতে আপ-ডাউন মিলিয়ে যাত্রীসংখ্যা হয়েছিল মাত্র ৪২। ভাড়া বাবদ উঠেছে মোট ১০৪৭ টাকা। তবে তাদের কথা ভেবে এনবিএসটিসি লেডিজ স্পেশাল বাস চালু করায় খুশি মহিলারা। কোচবিহার নিউ বাসস্ট্যান্ড থেকে দুপুর আড়াইটার দিকে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে ছাড়া বাসে উঠেছিলেন মাম্পি বর্মন।

নতুন বাস

- সোমবার থেকে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটে চালু হল লেডিজ স্পেশাল বাস
- এরপর কোচবিহার-দিনহাটা এবং জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটেও এই বাস চলতে পারে
- কোচবিহার থেকে সকাল দশটা এবং দুপুর আড়াইটেতে ৩২ আসনের বাসটি মহিলা কনডাক্টরকে নিয়ে ছাড়বে

তিনি বললেন, ‘শুধু মহিলাদের জন্য বাস। তারপর আবার গাড়িতে মহিলা কনডাক্টর। বেশ ভালোই লাগছে।’

মহিলা কনডাক্টর দিয়ে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিগমের দীর্ঘদিনের। ফলে বাম আমলে প্রায় ২২ জনের মতো মহিলা কনডাক্টর নিয়োগ করে সংস্থা। একসময় সিটি বাসে কয়েকজন মহিলা কনডাক্টর ডিউটি করেছেন। তবে যে কোনও কারণেই হোক, কয়েকদিন পর থেকে মহিলা কনডাক্টরদের দিয়ে বাস চালানো বন্ধ করে দেয় সংস্থা। তাঁদের দিয়ে অফিসের বিভিন্ন কাজ করানো হত।

এই অবস্থায় নিগম সিদ্ধান্ত নেয় লেডিজ স্পেশাল বাস চালানোর। অবশেষে সোমবার থেকে সেই বাস চালানো শুরু হয়।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের ২২ জন কনডাক্টর রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৫ বছরের নীচে যাঁদের বয়স, এরকম ১০ জনকে নিয়ে রোস্টার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন একজন করে কনডাক্টর বাসে ডিউটি করবেন। অর্থাৎ সেই হিসাব অনুযায়ী একজন মহিলা কনডাক্টরকে ১০ দিন পরপর একদিন করে বাসে ডিউটি করতে হবে। বাকি দিনগুলি তাঁরা আগের মতো অফিসে কাজ করবেন।

সোমবার লেডিজ স্পেশাল বাসে কনডাক্টর হিসাবে ডিউটি পড়েছিল লিপিকা কোরের।

তিনি বলেন, ‘১৪ বছর আগে কনডাক্টর হিসাবে সিটি বাসে ডিউটি করেছি। এখন নিগমে কাজ করি, তাই ভালো লাগলেও কাজ করতে হবে, খারাপ লাগলেও।’

ডেমুর ইঞ্জিন বিকলে ভোগান্তি

হলদিবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় যাত্রীরা সমস্যায় পড়লেন। সোমবার রাতের ঘটনা। শিলিগুড়ি জংশন থেকে হলদিবাড়িগামী ডেমুর ইঞ্জিন হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে ছয় কিমি আগে স্টেশন ঢোকার মুখে বিকল হয়। এর ফলে সেখানেই ট্রেনটি আটকে যায়। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর যাত্রীরা প্রায় আধা কিমি দূরবর্তী কাশিয়াবাড়ি বড় ব্রিজে এসে বাসে চেপে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বয়স্ক ও অসুস্থ যাত্রীরা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। যাত্রীরা জানান, জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই ট্রেনের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়। হলদিবাড়ি স্টেশনে পৌঁছানোর নির্ধারিত সময় সাড়ে ৭টা অতিক্রান্ত হলেও ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছোতে পারেনি। এক যাত্রী দেবব্রত রায় সরকার বলেন, ‘নির্ধারিত সময় সওয়া ৫টার বদলে ট্রেনটি এক ঘণ্টা দেরিতে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়ে। এরপর জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শম্বুক গতিতে হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।’ হলদিবাড়ির স্টেশন মাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি জানান, কাশিয়াবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এসে ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এনজেপি থেকে অন্য ইঞ্জিন এসে ট্রেনটি হলদিবাড়ি স্টেশনে নিয়ে আসবে। তারপর ট্রেনটি পরের দিন সকালে যাত্রী নিয়ে এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেবে।

মঞ্চেও রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পদ্মশ্রী প্রাপক শিল্পীর ব্রাত্য থাকা প্রসঙ্গে কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক বাপি সূত্রধরের বক্তব্য, ‘রাসমেলা মঞ্চ একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। এখানে রাজনীতির কোনও রং দেখা উচিত নয়। সমস্ত গুণী শিল্পীকে এখানে যোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পদ্মশ্রী গীতা রায় বর্মনকেও মঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল।’ আরও অভিযোগ, রাসমেলার মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য স্থানীয় শিল্পীদের আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের সুযোগ মেলে। তবে কোচবিহারে এমন আরও অনেক গুণী শিল্পী রয়েছেন যাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠান করানো যেত। কিন্তু পুরসভার তরফে তা করা হয় না।

পঞ্চকন্যার বিদেশ যাত্রায় সংসারে সুদিন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ নভেম্বর : বিদেশে গিয়ে শুধু নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন, শুধু তাই নয়। আর্থিক সচ্ছলতা এনেছেন পরিবারেও। বৃদ্ধ মা-বাবার এখন সম্বল তাঁদের কন্যারাই। লুকসানের এমন ৫ তরুণীকে সোমবার সংবর্ধনা দিল স্থানীয় পশুপতিনাথ মন্দির কমিটি। লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নারায়ণ ছেত্রী বলেন, ‘মেয়েরা যে প্রকৃত অর্থেই কন্যাশ্রী সুজাতা, রেণুকা, রণিতাদের হাত ধরে সেটাই ফের প্রমাণিত।’

ওই তরুণীরা গত দু’বছর ধরে ইজরায়েলে কর্মরত। পড়াশোনা শেষ করে নিজেদের উদ্যোগে সেখানে হাউস কিপিংয়ের কাজ জুটিয়ে একে একে চলে যান। যে টাকা মাইনে পান তাতে নিজেদের থাকা-খাওয়া বেশ ভালোমতোই চলে যায়। সংসার খরচের পাশাপাশি ভাই-বোনের পড়াশোনার জন্য নিয়ম করে তাঁরা মা-বাবার কাছে পাঠান মাসে অন্তত ৩০ হাজার টাকা।

লুকসানের ওই তরুণীদের জন্যেই যে পরিবারগুলি সুদিনের মুখ দেখেছে, তার প্রমাণ মিলবে ওঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে গেলেই। যেমন তেল আবিব শহরে কর্মরত সুজাতা শর্মার বাবা রাজু শর্মা আগে হাটে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কন্যার পাঠানো টাকা জমিয়ে তিনি সিমেন্ট, ইটের ব্যবসা করছেন।

লুকসানের তরুণীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সোমবার।

সুজাতা বলছেন, ‘মা-বাবা ভালো রয়েছেন, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি জীবনে আর কীই বা হতে পারে।’ ইজরায়েলের ওই শহরেই কাজ করা রেণুকা ছেত্রী নামে আরেক তরুণীর বাবা রাম কুমারের পেশা ছিল গোরু-মোষ পালন। সেটা তিনি ছাড়েননি। তবে কায়ক্লেশে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা এখন আর তাঁর নেই। ঝর্ণা রাই নামে আরেক তরুণী কাজ করছেন জেরুজালেমে। তাঁর বাবা শিবজি রাই লুকসানের একটি কারখানার অস্থায়ী কর্মী। ঝর্ণার পাঠানো টাকার নিশ্চয়তা থাকায় তিনি ছোট মেয়েকে শিলিগুড়ির কলেজে ভর্তি করিয়েছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। তিনি বলেন, ‘আমার যা আয় তা দিয়ে খাই-খরচও ঠিকমতো উঠে আসে না। বড় মেয়ের জন্যেই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে।’ হাইফা শহরে কাজ করা সঞ্জীতা ছেত্রীও একইভাবে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রণিতা সুব্বাও তেল আবিবে গিয়ে ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ পাঠানোর পাশাপশি বাবা-মাকেও আর্থিক সাহায্য করছেন নিয়মিত।

পাঁচ তরুণীর পাঠানো টাকায় পুরোনো বেহাল বাড়ি সংস্কার, এমনকি নতুন বাড়িও তৈরি করে ফেলেছেন প্রত্যেকের বাবা। এদিন তাঁদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে পশুপতিনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি পরশুরাম অধিকারী বলেন, ‘পঞ্চকন্যার সাফল্যের কাহিনী এখন এলাকার ঘরে ঘরে।’ এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ মনোজ দাহাল বলেন, ‘নিজেরা কষ্ট করে পড়াশোনা শিখে বাইরে গিয়ে এখন ভাই-বোনদের পড়াশোনা যাতে মসৃণ গতিতে এগোয় সেটাও ওই ৫ তরুণী লক্ষ রাখছে। এভাবে একটা প্রজন্মের এই এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক।’

খেলায় আজ

২০২৩ : ফাইনালে ৪২ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ভারতের তৃতীয়বার ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল। ১২০ বলে ১৩৭ রানের ইনিংসে ট্রাভিস হেড ষষ্ঠবার অস্ট্রেলিয়াকে একদিনের বিশ্বকাপ এনে দেন।

সেরা অফবিট খবর

কোকেন সেবনে নির্বাসিত ডগ

গত জানুয়ারি মাসে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি২০ ম্যাচে ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের ম্যাচের আগে ডগ ব্রেসওয়েল কোকেন সেবন করেছিলেন। ম্যাচের পর মেডিকেল পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়। স্পোর্টিং ইন্টিগ্রিডি কমিশন এক বিবৃতিতে ব্রেসওয়েলকে এক মাস নির্বাসিত করার কথা জানিয়েছে।

ভাইরাল

রোনাল্ডোর অতিথি মেসি!

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টক শো-র আগামী পর্বের অতিথি নিয়ে সমর্থকদের অনুমান করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, পরবর্তী অতিথির জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ হতে চলেছে। তারপরই নেটিজেনদের অনুমান, লিওনেল মেসিই হতে চলেছেন সিআর সেভেনের টক শো-র আগামী পর্বের অতিথি।

সেরা উক্তি

রাহুলের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব ক্রিকেটারের কেরিয়ারেই খারাপ সময় আসে। কঠিন সময়ের মোকাবিলা করার সেরা উপায় হল পরিশ্রম করে যাওয়া। নিজের সঙ্গে কথা বলাও খুব জরুরি। আমি চাই, রাহুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলুক।

-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার রবিশংকর প্রসাদ (বাঁয়ে) ৪০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ২ উইকেটে জিতেছে ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের বিরুদ্ধে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. শচীন তেন্ডুলকারের টেস্ট অভিষেক কোন মাঠে হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. তিলক ভার্মা, ২. ২।

সঠিক উত্তরদাতারা

রুদ্র নাগ, শ্রেয়াঙ্ক সুর, পরাণ, শাশ্বত গোপ, শুভম সেন, অর্ঘ্য দাস, সুমিত, রাজবীর মজুমদার, কমল রায় বসুনিয়া, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুব্রত সরকার, অসীম হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, আবেশ কর্মকার, সোমরাজ রায়, নীলেশ হালদার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, বীণাপানি সরকার হালদার, দেবাংশু ঘোষ, কৌশোভ দে, শুভদীপ গোস্বামী, তোয়ন পাল, চঞ্চল প্রসাদ, সুদীপ সরকার।

মোদি-নওয়াজ কথা হলে জট কাটবেই : নাজাম

ইসলামাবাদ, ১৮ নভেম্বর : বিষয়টি রাজনৈতিক। কূটনীতিও জড়িয়ে। জট ছাড়াতে তাই দুই দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কেটে যাবে, বিশ্বাস প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) প্রধান নাজাম শেঠির।

বর্তমান পাকিস্তান বোর্ড প্রধান তথা শাহবাজ শরিফের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য মহসিন নাকভি সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। যদিও পূর্বসূরি নাজাম শেঠি মনে করেন, মোদি-নওয়াজের মধ্যে আলোচনা হলেই একমাত্র জট কাটতে পারে। দাবি করেন, 'ভারত থেকে আমি বেশ কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি। যদি নওয়াজ শরিফ ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।'

বল সরকারের কোর্টে, দাবি কপিলের

দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকলেও নওয়াজ-মোদি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমীকরণ কিছুটা আলাদা। নওয়াজের নাতনির বিয়েতে সবাইকে অবাক করে লাহোরে (২০১৫ সালে) পৌঁছে গিয়েছিলেন মোদি। পরবর্তী সময়ে

জন্মদিনে মোদিজিকে শুভেচ্ছা জানান নওয়াজ। নাজামের বিশ্বাস শাসকদল পাকিস্তান পিপলস পার্টির উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ। তিনি কথা বললে ফেলতে পারবেন না মোদিজি।

এদিকে, মহসিন নাকভি সরাসরি দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চান। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি-র থেকে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তের আশা করছি আমরা। খেলাধুলো থেকে রাজনীতিকে সবসময় সরিয়ে রাখা উচিত। আশাবাদী ভারতীয় বোর্ডের থেকেও সদর্থক সাড়া পাব। আর কোনও সমস্যা থাকলে বিসিসিআইয়ের উচিত আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।'

এদিকে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও মনে করেন, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের খেলার বিষয়টি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই তিনি কিংবা বাকিরা কে কী বলল, তা গুরুত্বহীন। কিংবদন্তি ভারতীয় অলরাউন্ডার বলেন, 'বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সরকারের এক্তিয়ারে। আমাদের পক্ষে কোনও মতামত দেওয়া উচিত নয়। মতামতের গুরুত্বও নেই। আর বাকিদের থেকে আমি নিজেকে বড় মনে করি না।'

প্রাথমিকভাবে পিসিবি সূচি অনেকদিন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। লাহোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সহ ফাইনাল হওয়ার কথা। যদিও ভারতীয় বোর্ড সাফ জানিয়ে

> ভারত থেকে আমি বেশ কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি। যদি নওয়াজ শরিফ ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।
>
> **নাজাম শেঠি,** পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান

দিয়েছে, পাকিস্তানে খেলতে দল পাঠানো হবে না। ফলে হাইব্রিড মডেল নাকি পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানো হবে, দোলাচলে অচলাবস্থা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জটিলতার মধ্যে পিসিবি নিজেরাই নিজেদের হাসির খোরাক করে তুলেছে। রবিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, জেসন গিলেসপিকে সরিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের দায়িত্ব পেতে চলেছেন আকিব জাভেদ। কিন্তু রাতের দিকে পিসিবি-র তরফে জানানো হয়, আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ পর্যন্ত গিলেসপিই সব ফর্ম্যাটে কোচের দায়িত্ব সামলাবেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই সোমবার পাক বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হচ্ছেন প্রাক্তন পেসার আকিব। কোচ নিয়ে নিজেদের অবস্থান ঘনঘন বদলানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমে পিসিবি-কে নিয়ে ট্রোল শুরু হয়েছে।

সবুজ বাইশ গজ নিয়ে ভারতের অপেক্ষায় পারথের অপটাস স্টেডিয়াম

অপটাসে আজ শুরু টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি

পারথ, ১৮ নভেম্বর : সময় কাটছে। চাপ বাড়ছে। ধোঁয়াশাও কাটেনি।

অপেক্ষার আর চারদিন। শুক্রবার থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে যাবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট। তার আগে আজ পারথে পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া। আর সেই বিশ্রামের মাঝেই চলল আগামীর নীল নকশা তৈরি।

আগামীকাল থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের অনুশীলন। এই অপটাস স্টেডিয়ামেই সিরিজের প্রথম টেস্ট। প্যাট কামিন্সরা এই অপটাস স্টেডিয়ামে কখনও টেস্টে হারেননি। গতি ও বাউন্সে ভরা এই অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতীয় ব্যাটাররা কীভাবে প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামলান, তা নিয়ে জল্পনা এখন চরমে। তার মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে চলছে জল্পনা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনও তাদের সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার চূড়ান্ত করতে পারেনি।

অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়েও ভরপুর ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও। তাঁর স্ত্রী রীতিকা ইতিমধ্যেই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার পর রোহিত এখনও মুম্বইয়ে রয়েছেন। তিনি কবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যাবেন, স্পষ্ট নয়। তবে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে দুটি সম্ভাবনার বিষয় সামনে এসেছে। এক, পারথ টেস্ট শুরুর পরই সেখানে সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন হিটম্যান। দুই, পারথ টেস্টের পর ৬ ডিসেম্বর

মাইকেল ভনের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে রবি শাস্ত্রী।

অ্যাডিলেডে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে রয়েছে একটি অনুশীলন ম্যাচও। সেই ম্যাচের সময় সতীর্থদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যোগ দিতে পারেন রোহিত। বাস্তবে শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, আপাতত অধিনায়কের উপস্থিতির বিষয় মাথা থেকে সরিয়ে পারথ টেস্টের দিকে নজর জসপ্রীত বুমরাহ, গৌতম গম্ভীরদের।

সেই লক্ষ্যেই কাল থেকে শুরু হবে প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্ব। ওয়াকা স্টেডিয়ামে দিন পাঁচেকের অনুশীলন পর্ব শেষ করে অপটাসে অনুশীলন শুরুর আগে প্রথম একাদশের কম্বিনেশনের জাঁতাকলে গম্ভীররা। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে হয়তো সেই রহস্য, ধোঁয়াশা কাটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলের ব্যাটিং অর্ডারের গোলকধাঁধার পাশে রয়েছে বোলিং নিয়েও জট। রোহিতের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় পেসার কে হবেন?

ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ এক ওয়েবসাইটে টিম ইন্ডিয়ার তৃতীয় পেসার হিসেবে বাংলার আকাশ দীপের নাম করেছেন। আকাশ খেলবেন কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আরও একটি জট রয়েছে। ভারত কি চার পেসার খেলাবে? একমাত্র স্পিনার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজা নাকি রবিচন্দ্রন অশ্বীন খেলবেন? বিদেশের মাটিতে সাধারণত একমাত্র স্পিনার হিসেবে জাদেজা খেলেন। কিন্তু তার মাঝেই আগামীকাল অশ্বীনকে সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কি বিশেষ কোনও বার্তা দিয়েছে? জল্পনা চলছে।

এমনই না জল্পনা ও জট নিয়েই আগামীকাল থেকে অপটাস স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। আগামী কয়েকদিনে দলের কম্বিনেশনের জট কতটা কাটে, সেটাই দেখার।

রোহিতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন হেডের

অশ্বীনের থেকে প্রচুর শিখেছি : লায়োন

পারথ, ১৮ নভেম্বর : ২০১২ সালে প্রথমবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

তারপর একযুগ পার। দুজনের পকেটেই পাঁচশো প্লাস টেস্ট উইকেট। কিংবদন্তির তালিকায় ঢুকে পড়া। দুজনের মধ্যে সেরা স্পিনারের মুকুট নিয়ে লড়াই চললেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমে কখনও চিড় ধরেনি। পারথ টেস্টের প্রাক্কালে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে সেই সম্ভ্রমের সুর ফের নাথান লায়োনের গলায়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিদেশি স্পিনারদের সাফল্য হাতে গোনা। অশ্বীন ১০টি টেস্ট খেলে ৩৯টি উইকেট নিয়েছেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। অশ্বীনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে এক সাক্ষাৎকারে লায়োন বলেছেন, 'অ্যাশ (অশ্বীন) দুর্দান্ত বোলার। বস্তুত আমার পুরো কেরিয়ারই ওর সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে এগিয়েছে। প্রচুর শিখেওছি অ্যাশের থেকে। স্মার্ট বোলার। দ্রুত যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার ধারণা বিশ্বের সেরা বোলারদের যে ক্ষমতা থাকে।'

২০২০-'২১ সফরে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয় ভারতের। সিরিজের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি অশ্বীন (৩টি টেস্টে ১২)। চার ম্যাচ খেলে লায়োনের ঝোলায় ৯ শিকার। বাইশ গজে প্রতিপক্ষ হলেও মাঠের বাইরে দুজনে ভালো বন্ধুও। সেই বন্ধুর প্রশংসায় থামতে নারাজ লায়োন আরও বলেন, 'নিজের স্কিলের দুর্দান্ত প্রয়োগ করেছিল অ্যাশ। উপকৃত হয়েছিল ভারত। কৃতিত্বটা ওকে দিতেই হবে। ওই সিরিজের (২০২০-'২১) সেরা বোলার অ্যাশই। ওকে কুর্নিশ। অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে, ওকে দেখে। বরাবর একটা জিনিস বিশ্বাস করি আমি, প্রতিপক্ষই তোমার সেরা কোচ।'

অশ্বীনের বোলিং ভিডিও দেখে নিজেকে প্রস্তুতও করেছেন। লায়োন বলেছেন, 'ওর বোলিংয়ের ফুটেজ প্রচুর দেখেছি। ভারতে হোক বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, ওর বোলিং থেকে চেষ্টা করেছি যতটুকু শেখার তা রপ্ত করতে। অশ্বীনকে দেখে শিখেওছি। বিশ্বমানের ক্লাস বোলার। ঝোলায় ৫০০ টেস্ট উইকেট, যা গর্বের।'

উত্তরসূরি ওয়াশিংটন সুন্দরকেও অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ নিয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

এদিকে, প্রথম টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানো রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়ালেন ট্রাভিস হেড। সুনীল গাভাসকার সহ প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন রোহিত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও পারথে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের অন্যতম কাঁটা হেড বলেছেন, 'আমিও একই কাজ করতাম। পরিবারের পাশে থাকতাম। ক্রিকেটার হিসেবে আমরা অনেক বলিদান দিই। কিন্তু আমাদেরও জীবন রয়েছে। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। আশা করব, সিরিজের মাঝে যোগ দেবে রোহিত।'

পাশাপাশি হেডের বিশ্বাস, আসন্ন সিরিজে বিরাট কোহলি তাঁদের সেভাবে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবেন না। হেডের মতে, ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি আর বিরাটকে নিয়ে কথা হবে না, এরকম হয় নাকি? ভারতীয় দলের প্রত্যেককে গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। প্রত্যেকের জন্য স্ট্র্যাটেজিও থাকবে। তবে বিরাট বড় ক্রিকেটার। যে দক্ষতাকে সম্মান না করে উপায় নেই। বিরাটকে আটকাতে সেরাটা দেওয়ার কথা হেডের মুখে। আশাবাদী, আসন্ন সিরিজে খুব বেশি স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হবে না বিরাটের জন্য।

'নিজের সঙ্গে কথা বলো'

রাহুলকে পরামর্শ সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। পরিস্থিতি এমন যে, টিম ইন্ডিয়ার টেস্টের প্রথম একাদশ থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে।

এমন অবস্থায় ফের একটি সুযোগের সামনে লোকেশ রাহুল। সব ঠিকমতো চললে, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ওপেন করবেন তিনি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ওপেন করতে নামার আগে আজ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ পেয়েছেন রাহুল। মহারাজ তাঁকে নিজের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। আর সেই কথা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করাই ভালো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক ওয়েবসাইটে মহারাজ বলেছেন, 'রাহুলের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব ক্রিকেটারের কেরিয়ারেই খারাপ সময় আসে। আবার কেটেও যায়। কঠিন সময়ের মোকাবিলা করার সেরা উপায় হল পরিশ্রম করে যাওয়া। আর হ্যাঁ, নিজের সঙ্গে কথা বলাও খুব জরুরি। আমি চাই, রাহুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলুক। এভাবে অনেক সমস্যা মিটে যায়।'

রাহুলের সমস্যাটা আসলে কী? টেকনিকাল? নাকি মানসিক? ক্রিকেটমহলে রাহুলের সমস্যা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। এমন অবস্থায় সৌরভ আজ বলেছেন, 'সমস্যাটা ঠিক কী হচ্ছে, রাহুলকেই সেটা বুঝতে হবে। ওর মনে করলে কারও সঙ্গে আলোচনাও করতে পারে। কিন্তু সবকিছুর আগে ওকে নিজের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে হবে সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দুটা।' লখনউ সুপার জায়েন্টস রাহুলকে রাখেনি। আইপিএল নিলামের মাঝেই চলবে পারথ টেস্ট। এমন পরিস্থিতি কি রাহুলের উপর আরও চাপ তৈরি করবে? জবাবে সৌরভ বলছেন, 'আইপিএল নিলাম নিয়ে রাহুলের মনের মধ্যে কী চলছে. জানি না আমি। কিন্তু ওকে রানে ফিরতে হলে মাঠের বাইরের বিষয় ভুলে ক্রিকেটে মনঃসংযোগ করতেই হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় রয়েছে বলে মনে হয় না।' প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কদের বিরুদ্ধে অপটাস স্টেডিয়ামের বাউন্সে ভরা বাইশ গজে সফল হতে গেলে রাহুলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতেই হবে বলে মনে করছেন মহারাজ। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের দাবি, রাহুল এখন ফিট। তাঁর প্রথম টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না।

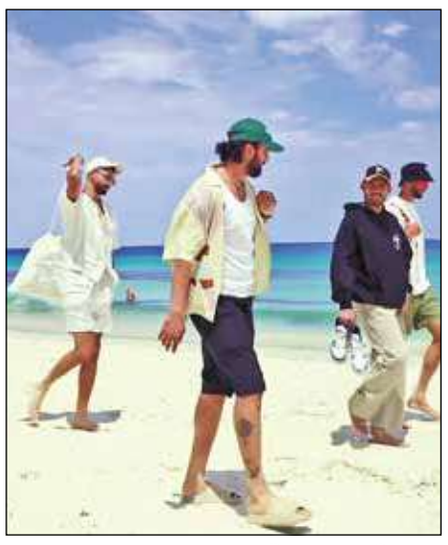

সমুদ্র দর্শনে লোকেশ রাহুল। সঙ্গী দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ভারত-অজি সিরিজে পূজারাও!

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ভরাডুবির পর দাবি উঠেছিল চেতেশ্বর পূজারাকে ফেরানোর। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া সফরে বাউন্সি পিচে তাঁর উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন অনেকে। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে পূজারা থাকছেন, তবে অন্য ভূমিকায়। ব্যাট হাতে নামার বদলে কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের খেলার কাটাছেঁড়া করবেন। আসন্ন সিরিজে হিন্দি ধারাভাষ্যকারদের প্যানেলে পূজারাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে সম্প্রচার সংস্থা।

গত দুই সফরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন পূজারা। 'ক্রাইসিসম্যান'-এর চেনা ভূমিকায় বারবার দলের বিপদে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের মধ্যে থাকা পূজারা দলে থাকলে ক্রিজ আগলে পড়ে থাকার লোক ভারতীয় দল পেয়ে যেত বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও সামনে তাকানোর ভাবনায় কোহলির সমবয়সি বছর ছত্রিশের পূজারাকে বাতিলের তালিকায় কার্যত ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সিরিজে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্লেয়ারদের পারফরমেন্স নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে বসে এবার পর্যালোচনা করবেন পূজারা।

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

বোলিং কোচ ছাড়া পারথে কামিন্সরা

পারথ, ১৮ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিকে ছাপিয়ে গেল আইপিএল!

আগামী শুক্রবার থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলল বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। পারথ টেস্ট শুরুর ঠিক দুইদিন পরই রয়েছে সৌদি আরবের জেড্ডায় আইপিএলের মেগা নিলামের আসর।

সেই নিলামের আসরে যোগ দিতে পারথ টেস্ট শুরুর দিনই অস্ট্রেলিয়া থেকে জেড্ডা উড়ে যাচ্ছেন প্যাট কামিন্সদের বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। অজি সংবাদমাধ্যমের তরফে আজ এমন চমকপ্রদ খবর সামনে এসেছে। ফলে বোলিং কোচকে ছাড়াই প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে নামতে হবে কামিন্স, স্টার্কদের।

জানা গিয়েছে, ভেত্তোরির এমন সিদ্ধান্তের কথা মেনে নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া দলের কোনও সমস্যা হবে না বলেই দাবি করছেন কামিন্সরাও। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের বোলিং কোচের দায়িত্বের পাশে আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের দায়িত্বও রয়েছে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ভেত্তোরির। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে আজ সরকারিভাবে ভেত্তোরিকে নিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভেত্তোরি নিজের কাজ করেছে। প্রথম টেস্টের সময় আইপিএল নিলাম রয়েছে। সেখানে ওর দায়িত্ব রয়েছে। ফলে ওকে জেড্ডায় যেতে হচ্ছে। নিলাম শেষে ও ফিরে এসে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ দেবে। সিরিজের বাকি চার টেস্টেই থাকবে ড্যানিয়েল।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ভেত্তোরিকে নিয়ে কোনও সমস্যা বা অসন্তোষ না থাকলেও প্রাক্তন দুই অজি ক্রিকেটার আইপিএল নিলাম নিয়ে পড়েছেন সমস্যায়। রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার, দুজনই আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ধারাভাষ্যের কাজ করবেন। কিন্তু তাঁদের জন্যও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইপিএল নিলামের আসর। তাঁরা শেষ পর্যন্ত জেড্ডায় হাজির থাকতে পারবেন কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি।

খেলবেন সামি, অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মহম্মদ সামিকে রেখেই আজ আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার দল ঘোষণা করে দিল বাংলা। সন্ধ্যায় সিএবি-তে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের শেষে ঘোষণা হল বাংলা দল। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন সুদীপ ঘরামি। শেষ মরশুমে সাদা বলের মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুদীপ। তাই তাঁকেই ফের দায়িত্বে ফেরানো হল। বাংলা দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সেরা দল বেছে নিয়েছি আমরা। শেষ মরশুমে সুদীপ বাংলাকে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই ওকেই ফের সুযোগ দেওয়া হল।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

বুধবার রাজকোট উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। চমকপ্রদভাবে মোট ২০ জনের স্কোয়াড করা হয়েছে। বাংলা দলের একটি সূত্রের খবর, সামিকে পুরো প্রতিযোগিতায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্তত দুটো ম্যাচ সামি খেলবেন। দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় চোটআঘাতের সম্ভাবনাও থাকে। সেই কারণেই ২০ সদস্যের দল নিয়ে যাচ্ছে বাংলা। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সামি। **ঘোষিত বাংলা দল - সুদীপ ঘরামি (অধিনায়ক), মহম্মদ সামি, অভিষেক পোড়েল, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, শাহবাজ আহমেদ, করণ লাল, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক রায়চৌধুরী, সাকির হাবিব গান্ধি, রণজ্যোৎ সিং খয়রা, প্রয়াস রায়বর্মন, অগ্নিভ পান, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, সক্ষম চৌধুরী, ঈশান পোড়েল, মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, কণিষ্ক শেঠ ও সৌম্যদীপ মণ্ডল।**

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **বাবা ও মা :** তোমাদের ৩১তম বিবাহবার্ষিকীতে অনেক অভিনন্দন জানাই। ইতি- **ছেলে (শুভম), মেয়ে (পায়েল), জামাই (তাপস),** সূর্য সেন কলোনি, ব্লক-B.

মূলপর্বে ফাইভস্টার থ্রি লায়ন্স

ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর সেলিব্রেশন হ্যারি কেনের (বাঁয়ে)।

ওয়েম্বলি, ১৮ নভেম্বর : গতবার নেশনস লিগে নিজেদের গ্রুপে চতুর্থ হয়ে লিগ 'বি'-তে অবনমন হয়েছিল তাদের। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় লি কার্সলের চ্যালেঞ্জ ছিল, ইংল্যান্ডকে লিগ 'এ'-তে তুলে আনা। আগামী বছর থ্রি লায়নদের কোচের হটসিটে বসবেন টমাস টুচেল। তবে যাওয়ার আগে অঙ্ক মিলিয়ে দিলেন কার্সলে। আয়ারল্যান্ডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে নেশনস লিগে আগামী সংস্করণে লিগ 'এ'-তে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ইংল্যান্ড।

কেয়ারটেকার কোচের দায়িত্ব থাকে পরবর্তী কোচের জন্য দলের রূপরেখা তৈরি করে দেওয়া। মাস তিনেকের স্বল্প কার্যকালে ঠিক সেটাই করলেন কার্সলে। তাঁর কোচিংয়ে আটজন তরুণের ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হল। ফলে টুচেল দায়িত্ব নিয়ে প্রতিটি পজিশনে একাধিক বিকল্প হাতে পাবেন।

রবিবার রাতেও ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একঝাঁক তরুণদের নামিয়ে দিয়েছিলেন কার্সলে। ফলে প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের আক্রমণে ঝাঁঝ একেবারেই চোখে পড়েনি। কিন্তু ৫১ মিনিটে আয়ারল্যান্ডের দশজনে হয়ে যাওয়া টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। যার সুযোগে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। ৫৮ মিনিটের মধ্যে ৩-০ লিড নিয়ে ম্যাচের দখল পুরোপুরি পেয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৭৬ মিনিটে ম্যাচের নিজের প্রথম টাচে স্কোরশিটে নাম তোলেন জ্যারড বোয়েন। ৭৯ মিনিটে টেলর হারউড-বেলিসের গোলে জয় নিশ্চিত করে থ্রি লায়ন্স। কার্সলের বিদায়ি ম্যাচে সিনিয়ার জার্সিতে বোয়েন, হারউড-বেলিস, কোনর গ্যালাঘার, অ্যান্থনি গর্ডন প্রথম গোল পেলেন।

ইংল্যান্ডের ম্যাচের সময়ই হেলসিঙ্কিতে ফিনল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল গ্রিস। হিসেব বলছিল, গ্রিস জিতলে গ্রুপ টপার হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডকেও বড় ব্যবধানে জিততে হবে। গ্রিস ২-০ গোলে ফিনল্যান্ডকে

> গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলাম। প্রথমার্ধ কঠিন ছিল। কিন্তু বিরতির পর ছেলেরা অনেকবেশি এনার্জি নিয়ে নেমেছিল। এটাই আমাদের সাফল্য এনে দিল।
>
> **হ্যারি কেন**

হারায়। কিন্তু গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলাম। প্রথমার্ধ কঠিন ছিল। কিন্তু বিরতির পর ছেলেরা অনেক বেশি এনার্জি নিয়ে নেমেছিল। এটাই আমাদের সাফল্য এনে দিল।' টুচেলের হাতে তরুণ ইংল্যান্ডকে তুলে দেওয়ার আগে তৃপ্তি ঝরে পড়েছে কার্সলের গলায়ও। বলেছেন, 'আমি একটা আক্রমণাত্মক ইংল্যান্ড দল তৈরি করে দিতে চেয়েছিলাম। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ওদের দক্ষতার পরিচয় রোজই পাই। আজ মাঠে সেটা সবাই দেখতে পেল।'

অন্যদিকে, আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত গেলেও গ্রুপের শীর্ষে থাকার জন্য ফ্রান্সকে অন্তত ২ গোলে জিততে হত। তারা অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-১ গোলে ইতালিকে হারাল। জোড়া গোল করেন আদ্রিয়ান র‍্যাবিও। অন্যটি আত্মঘাতী।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের হ্যাটট্রিকে লিগ 'এ'-তে উঠে এল নরওয়ে। তারা কাজাখস্থানকে ৫-০ গোলে হারাল। এবারের নেশনস লিগে ৭ গোল করে শীর্ষে রয়েছেন হাল্যান্ড।

লন্ডনে নিজের মূর্তির সঙ্গে ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকার হ্যারি কেন।

সম্প্রচার নিয়ে দুইদিনে সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : আই লিগ সম্প্রচারের ব্যাপারে ক্লাবগুলির দাবি মেনে লিগের কমার্শিয়াল পার্টনার শ্রাচী স্পোর্টসকে সম্প্রচারকারী খুঁজতে চিঠি দিল এআইএফএফ।

এদিন ভারত-মালয়েশিয়া ম্যাচের আগে হায়দরাবাদে কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় আলোচনা হয় ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে। এরপরই শ্রাচীকে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, জাতীয় স্তরের কোনও চ্যানেলকে ব্রডকাস্টার হিসেবে তাঁরা খুঁজে দিতে পারবে কিনা। যেহেতু শুক্রবার থেকে আই লিগ শুরু হওয়ার কথা, তাই বুধবার পর্যন্তই সময় দেওয়া হয়েছে এই নয়া স্বত্বাধিকারীকে।

এই প্রসঙ্গে ফেডারেশন সচিব অনিলকুমার প্রভাকরণ বলেছেন, 'আমার ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছি, নতুন ব্রডকাস্টার খোঁজার বিষয়টি। একইসঙ্গে আমাদের কমার্শিয়াল পার্টনারকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এবার চিঠির উত্তর পেলে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাতে পারব। আমরাও চাই কোনও জাতীয় স্তরের চ্যানেলে আই লিগ সম্প্রচার হোক।' আগেই শ্রাচী জানিয়েছিল, তাদের অ্যাপের সঙ্গে ডিডি স্পোর্টসেও আই লিগ দেখানো হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলি কী করে, এখন সেটাই দেখার।

যা খবর তাতে, প্রথমদিকের কয়েকটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সোনি স্পোর্টসে আই লিগ দেখানোর চেষ্টা করছে ফেডারেশনও। আর সেটাই বোঝানো হচ্ছে আই লিগ ক্লাবগুলিকে। অনিলকুমার জানালেন, নির্দিষ্ট সময়ে আগামী ২২ নভেম্বরই তাঁরা লিগ শুরু করার ব্যাপারে আশাবাদী।

উত্তরপ্রদেশকে ৭ গোল বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : ঝড়খণ্ডের পর উত্তরপ্রদেশ। সন্তোষ ট্রফির যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাংলার দাপট অব্যহত। সোমবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। জোড়া হ্যাটট্রিক করলেন রবি হাঁসদা ও মনোতোষ মাঝি।

এদিন ৮ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন রবি হাঁসদা। মিনিট তিনেক পরেই দুরন্ত ভলিতে ব্যবধান বাড়ান মনোতোষ মাঝি। ১৭ মিনিটে ফের গোল করেন মনোতোষ। ৩৩ মিনিটে দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন রবি হাঁসদা। ৩৭ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন মনোতোষ।

৪৮ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন রবি। ৮৩ মিনিটে তিনি আবারও গোল করেন। এই নিয়ে দুই ম্যাচে ছয়টি গোল হয়ে গেল কাস্টমসের এই স্ট্রাইকারের।

চ্যাম্পিয়ন সিনার

তুরিন, ১৮ নভেম্বর : এটিপি ফাইনালসে চ্যাম্পিয়ন হলেন ইতালিয়ান তারকা জ্যাক সিনার। রবিবার তিনি ফাইনালে হারালেন মার্কিন টেনিস খেলোয়াড় ফ্লোরিয়ান টেলরকে। ম্যাচের ফলাফল ৬-৪, ৬-৪। মরশুমের শেষ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সিনার বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। এটাই আমার ইতালিতে প্রথম কোনও খেতাব জয়।'

ফের বিশ্রী গোল হজম গুরপ্রীতের

ঘরের মাঠে প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ ভারত

ভারত-১ (ভেকে)
মালয়েশিয়া-১ (জোসু)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : টানা ৩৬৭ দিন জয়হীন ভারত!

এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের ব্যক্তিগত অপছন্দের জন্য অপসারিত হতে হয় ইগর স্টিমাককে। তবু তিনিই শেষ সাফল্য দিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় দলকে। তাঁর কোচিংয়ে শেষ জয় গতবছর ১৬ নভেম্বর কুয়েতের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে। এফএসডিএল-ফেডারেশন কর্তাদের পছন্দের মানোলো মার্কুয়েজ দায়িত্ব নিয়ে এদিন পর্যন্ত কোনও জয় উপহার দিতে ব্যর্থ। ভিয়েতনামের মতো এদিনও আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র ভারতের। ১৯ মিনিটে মালয়েশিয়ার গোলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী গুরপ্রীত সিং সান্ধু। মাঝমাঠ থেকে তোলা অতি সাধারণ একটা বল ক্লিয়ার করতে বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি না পারলেন বল ফেরাতে, না নিজে ফিরতে। অনুসরণ করে এসে পাওলো জোসুয়ের বল গোলে ঠেলে দিতে সমস্যা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একাধিক ম্যাচে গুরপ্রীত নিজের ভুলে গোল খেয়ে জাতীয় দলকে ডুবিয়েছেন। তারপরেও কোচেদের গুডবুকে তিনিই থাকেন। আর ডাগ আউটে বসে থাকতে হয় ফর্মে থাকা অমরিন্দার সিং-বিশাল কেইথদের। ৯২ মিনিটে রাশিদের শট ভালো সেভ করেন গুরপ্রীত। তার আগেই ফাগর্স টেরনির হেড পোস্টে না লাগলে ম্যাচটা হেরে যায় ভারত। ৩০ মিনিটে গুরপ্রীতের ভুল শোধরালেন রাহুল ভেকে। বহুদিন বাদে শুরু থেকে খেলতে নেমে ব্রান্ডন ফার্নান্ডেজ তাঁর সিগনেচার সেট পিসে গোল করালেন। তাঁর মাপা কর্নারে নিখুঁত হেডে গোলশোধ ভেকের।

> *ভারতকে সমতায় ফেরানোর পর রাহুল ভেকেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।*

ভারত
গুরপ্রীত, রাহুল (ভালপুইয়া), আনোয়ার, সন্দেশ, রোশন, সুরেশ (ভিবিন), ব্র্যান্ডন (লিস্টন), আপুইয়া, ছাঙ্গতে (মনবীর), ফারুখ (জিতিন) ও ইরফান (এডমুন্ড)।

এই গোলের পর খানিকটা খেলায় ফেরে ভারত। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, ইরফান ইয়াদওয়াদ ও ফারুখ চৌধুরীরা বারবার হানা দিলেন মালয়েশিয়া বক্সে। এদিন মনবীর সিং-লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে রাখার পাশাপাশি ফারুখের সঙ্গে ইরফানকে নামিয়ে মানোলো সম্পূর্ণ নতুন এক স্ট্রাইকিং লাইন উপহার দেন। আসলে সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর দায়িত্ব নিয়ে মানোলো প্রায় প্রতি ম্যাচে খোঁজার চেষ্টা করছেন ভারতীয় গোলমেশিনের পরিবর্ত। কিন্তু এখনও দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ আছে বলে তো মনে হল না! মনবীর সিং পরিবর্ত হিসাবে নেমেই একটা সুন্দর ক্রস রেখেছিলেন। ফারুখ বা ইরফান আন্দাজ করতে পারলে গোল হতে পারত। সন্দেশ ঝিংগান দলে ফেরায় বহুদিন বাদে নিজের পছন্দের রাইটব্যাক পজিশনে ফেরার সুযোগ পেলেন ভেকে। বহুদিন বাদে অধিনায়ক সন্দেশকে পাশে পেয়ে আত্মবিশ্বাসী লেগেছে আনোয়ার আলিকেও। লেফটব্যাক পজিশনে এদিন সত্যিই ভালো খেললেন তরুণ রোশন সিং নাওরেম।

মালয়েশিয়া দলে একাধিক নাগরিকত্ব নেওয়া বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি প্রতিভার সঙ্গে বড় চেহারার ফুটবলার খুঁজে বার করার প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ জানাতে হয়। এদেশের ফুটবলকর্তারা বারবার মুখে বহু কিছু বলেন। কিন্তু জাতীয় দলের উন্নতির জন্য সত্যিই কী করেন, সেই প্রশ্ন এবার নিজেরাই নিজেদের করে দেখুন একবার।

সায়ন-বিষ্ণুকে সামনে রেখে পরিকল্পনা লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অস্কার ব্রুজোঁর বাজি দুই তরুণ তুর্কি পিভি বিষ্ণু ও মহেশ। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে এই দুই ফুটবলারকে সামনে রেখে অনুশীলন করল ইস্টবেঙ্গল। এদিন অনুশীলনে যোগ দেন তিন বিদেশি তারকা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মাদিহ তালাল ও সাউল ক্রেসপো। জাতীয় দলে থাকার দরুন হিজাজি মাহেরও এখন কলকাতায় নেই। ফলে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন করালেন অস্কার।

এদিন অনুশীলনে প্রথমে কিছুক্ষণ ফিজিক্যাল ট্রেনিং করার পর সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করলেন সাউল, দিমিরা। দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানো পরিকল্পনা রয়েছে তার। তবে নর্থইস্টের স্ট্রাইকার অ্যালাড্ডিন অ্যাজারাই দারুণ ছন্দে রয়েছে। ফলে হাইল্যান্ডারদের মুখোমুখি হওয়ার আগে রক্ষণ নিয়ে মেরামতির কাজ করবেন অস্কার।

এদিকে, যুবভারতীর অপর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলন করল মহমেডান। অ্যালেক্সিস ছাড়া দলের বাকি ফুটবলাররা অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। চোটের জন্য এদিন সাইডলাইনে ছিলেন ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। পায়ে ফোস্কা পড়ার জন্য সাইডলাইনে দেখা গিয়েছে দলের আরেক তারকা কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে।

মেসির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার

প্যারাগুয়ের ওমর অ্যালডারেট।

আসুনসিওন, ১৮ নভেম্বর : লিওনেল মেসিকে বোতল ছোড়া নিয়ে শোরগোল গোটা বিশ্বে। গত ১৫ নভেম্বর বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারি থেকে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে লক্ষ্য করে জলের বোতল ছোড়েন এক প্যারাগুয়ের সমর্থক। তবে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের এহেন আচরণে ব্যথিত হয়ে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার ওমর অ্যালডারেট। সমাজমাধ্যমে মেসির কাছে ক্ষমা চেয়ে ওমর লিখেছেন, 'প্রিয় লিও মেসি, তোমার দিকে কেউ একজন জলের বোতল ছুড়েছে, তার জন্য দেশের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তুমি আদর্শ।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এই ঘটনার জন্য আমরা অনুতপ্ত। তোমার প্রতি আমাদের যে সম্মান ও ভালোবাসা রয়েছে, তা এই ঘটনায় প্রতিফলিত হয় না।' বাছাই পর্বের এই ম্যাচে অবশ্য আর্জেন্টিনা ১-২ গোলে প্যারাগুয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে। তবে ম্যাচে পরাজিত হলেও বাছাই পর্বে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে শীর্ষেই থেকে গিয়েছেন লিওনেল মেসিরা।

> প্রিয় লিও মেসি, তোমার দিকে কেউ একজন জলের বোতল ছুড়েছে, তার জন্য দেশের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তুমি আদর্শ।
>
> **ওমর অ্যালডারেট**

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ

হোবার্ট, ১৮ নভেম্বর : ২২ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় ওডিআই সিরিজ জয়ের খুশি উধাও পাকিস্তান শিবির থেকে। তৃতীয় টি২০ ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে পাক দল হোয়াইটওয়াশের লজ্জা গায়ে মাখল। প্রথমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১১৭ রানে অল আউট হয়। বাবর আজম (৪১) বাদে কোনও পাক ব্যাটারই এদিন প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। অ্যারন হার্ডি ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দুরন্ত ছন্দ বজায় রেখে স্পেনসার জনসনের ২৪ রানে শিকার ২ উইকেট। নিয়মিত অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান বিশ্রাম নেওয়ায় এদিন পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেন সলমন আঘা। সঙ্গে ম্যাচের আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে জেসন গিলেসপিকে সরিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের কোচ হতে চলেছেন আকিব জাভেদ। রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট (২) ও জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে (১৮) হারায় অস্ট্রেলিয়া। সেই ধাক্কা সামলে দেন জোশ ইনগ্লিশ (২৭) ও মার্কাস স্টোয়িনিস (২৭ বলে অপরাজিত ৬১)। অস্ট্রেলিয়া ১১.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৮ রান তুলে নেয়।

বাগান অনুশীলনে যোগ দিলেন স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের কিছুটা চিন্তামুক্ত করে দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তবে এখনও ম্যাচ ফিট নন সবুজ-মেরুনের এই প্রাণভোমরা। ফলে জামশেদপুর ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে মোহনবাগানের অনুশীলন শুরু হয়েছে। এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট যদি একান্তই না খেলতে পারেন, সেক্ষেত্রে পরের ম্যাচে দিমিকে কেন্দ্র করেই ছক কষবে মোহনবাগান।

এদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন না অজি তারকা জেসন কামিংস। তিনি ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরছেন। অনুশীলনে দেখা গেল আশিস রাইকে। চোট পাওয়ায় জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। এদিন তিনিও রিহ্যাব করেন। বাগানের এই সাইডব্যাক দশদিনের জন্য মাঠের বাইরে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে তাঁকে ছাড়াই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। আশিসের বিকল্প হিসেবে দীপেন্দু বিশ্বাস, রাজ বাসফোরদের তৈরি রাখছেন তিনি।

এদিন অনুশীলনে বাগান ফুটবলারদের বেশ চনমনে মেজাজে দেখা গেল। মূলত স্ট্রেচিং করে কাটালেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা। পরে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল খেলেন তাঁরা। অনুশীলনের পর দিমিত্রি ও ম্যাকলারেনকে সমর্থকদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গেল। ২৩ তারিখ ঘরের মাঠে বাগান খেলবে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। আপাতত ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দিমিরা। ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বেঙ্গালুরু এফসি। শনিবার জামশেদপুরকে তিন গোলের ব্যবধানে হারাতে পারলে লিগ শীর্ষে উঠে আসবে মোহনবাগান।

চুলের নতুন স্টাইল নিয়ে অনুশীলনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। কলকাতায় সোমবার।

ফর্মে ফিরবেন বিরাট, বিশ্বাস ওয়ার্নারের

সিডনি ও লাহোর, ১৮ নভেম্বর : লোকচক্ষুর আড়ালে প্র্যাকটিস।

ঢেকে রাখা হয়েছে ভারতীয় দলের প্রস্তুতির জায়গা। গৌতম গম্ভীরদের যা নিয়ে ঠুকতে ছাড়লেন না বাসিত আলি। প্রাক্তন পাকিস্তান তারকার দাবি, আত্মবিশ্বাসের অভাবেই এহেন ভাবনা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দাবি করেন, 'এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। লুকিয়ে যেভাবে প্রস্তুতি সারছে, তারপর এটা বলতেই হচ্ছে। সফরের আগে এই ধরনের প্রস্তুতি ঠিক আছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নয়। বরং অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের কথা মাথায় রেখে ভারতের উচিত ছিল গা-ঘামানো ম্যাচ খেলা।'

প্র্যাকটিস ম্যাচে ('এ' দলের টেস্টে) ধ্রুব জুরেলের সাফল্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাসিতের কথায়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবসময় ফর্মে থাকা ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ধ্রুব জুরেলকে অবশ্য খেলানো উচিত। ব্যাটিং অর্ডার ৫, ৬ বা ৩, যাই হোক না কেন। বাসিত জানান, কাট, পুলটা ভালো মারতে পারে ধ্রুব জুরেল। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি, গতিময় পিচে যার সুবিধা পাবে।

বাসিতের যে বক্তব্যের সুর অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রাক্তন তারকা মিচেল জনসন, ডেভিড ওয়ার্নারের কথায়। চলতি ব্যাডপ্যাচ কাটিয়ে বিরাট স্বমহিমায় ফিরবে বলেই বিশ্বাস দুজনেরই। প্রাক্তন স্পিডস্টার জনসন বলেছেন, 'সম্ভবত এটাই শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর ওর। বরাবরই অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলে। ব্যাটিং গড় ৫৪.০৮, যা কেরিয়ার গড়ের (৪৭.৮৩) থেকে ভালো। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের মতো প্রভাব খুব কম বিদেশি ব্যাটার ফেলতে পেরেছে।'

> ## ঘেরাটোপে প্রস্তুতি নিয়ে খোঁচা বাসিতের

বিশ্বের সেরা দুই দলের দ্বৈরথ। তারকাদের ভিড়। তবে বাসিত মুখিয়ে বিরাট কোহলি বনাম স্টিভেন স্মিথের অন্যরকম যুদ্ধ দেখতে। বলেছেন, 'বিরাট এবং স্মিথের মধ্যে কে বেশি রান করে, দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। বিরাট কি সিরিজে ৪০০ রান করবে? অস্ট্রেলিয়ায় বল ভালোভাবে ব্যাটে আসে। আর এরকম পরিস্থিতিতে সবসময় বিরাট ভালো খেলে।'

বিরাটের ওপর ভরসা রেখে জনসনের সংযোজন, 'ফর্মে নেই। ফলে চাপ থাকবে। তবে আমি ওর থেকে আসন্ন সিরিজে সেঞ্চুরি দেখতে চাই। সেরাদের মধ্যে সেরা লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। বিশ্বাস আগ্রাসী, আগুনে ক্রিকেটের সাক্ষী থাকব আমরা। বিরাটও অস্ট্রেলিয়ায় হোম সিরিজের অনুভূতি পাবে। ২০১৪-'১৫ সালের সিরিজে অন্যরকম ভারতকে দেখেছিলাম। প্রত্যক্ষ করেছি, জয়ের জন্য ওরা কতটা মরিয়া ছিল। বলার কথা, ওটাই আমার শেষ টেস্ট সিরিজ ছিল।'

একঝাঁক ভারত-অজি সিরিজে বিরাটের বিরুদ্ধে খেলা ওয়ার্নার ভারতীয় তারকাকে নিয়ে সতর্ক করছেন। প্রাক্তন অজি ওপেনার বলেছেন, 'এটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। বিরাট সবসময় যে সিরিজের চ্যালেঞ্জ উপভোগ করে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা সেরা বিদেশি বিরাটই। খারাপ সময় কাটিয়ে নিন্দুকদের জবাব দিতে এর চেয়ে ভালো মঞ্চ বিরাটের আর কিছু হতে পারে না। আমি তো ভয় পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া দলকে নিয়ে, বিরাট না আসন্ন সিরিজে রানের পাহাড় গড়ে।'